সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

# দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 4 | Issue 27
28 July - 03 August 2017

বর্ষ ০৪ | সংখ্যা ২৭
১৫ শ্রাবণ ১৪২৪
০৩ জ্বিলকদ ১৪৩৮ হিজরী

# ভয়াবহ হেইট ক্রাইম

বেথনাল গ্রীনে দুই তরুণের উপর এসিড নিক্ষেপ

মূসা মিয়া

আবু নাসের তালুকদার

**দেশ রিপোর্ট:** পূর্ব লন্ডনে বাঙালি অধ্যুষিত টাওয়ার হ্যামলেটসের বেথনাল গ্রীন এলাকায় এসিড জাতীয় পদার্থে আরো দুই বাঙালি তরুণ গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৫ জুলাই মঙ্গলাবার বিকাল ৭টায় বেথনাল গ্রীন পুলিশ স্টেশনের খুব কাছে রোমান রোডে।

আহতরা বয়সে তরুণ বলে জানা গেছে। গত ১৩ জুলাই নর্থ লন্ডন ও ইস্ট লন্ডনে দেড় ঘন্টার ব্যবধানে ৫ জনের উপর এসিড হামলার পর এটাই বড় হামলা। ঘটনার পরপরই পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও প্যারামেডিকস টিম অকুস্থলে পৌঁছে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ।

এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে স্থানীয় এক দোকানী বলেন, আমার দোকানে দুইজন বাঙালি কিশোর আসে ৭টার কিছুক্ষণ আগে। তারা এসে বলতে থাকে, আমরা এসিড আক্রান্ত হয়েছি, আমাদের শরীর পুড়ে যাচ্ছে, আমাদের পানি দাও। পরে তারা নিজেরাই শরীরে পানি ঢালতে থাকে। পরে আমি পুলিশ কল করলে ২০ মিনিটের মধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, উভয় কিশোরের মুখ মারাত্মকভাবে ঝলসে গেছে। পুলিশ বলছে এসিড নয়, ব্লিজ জাতীয় কোনো পদার্থ হতে পারে। হামলাকারীদের ধরতে সহযোগিতা চেয়েছে পুলিশ।

- বেথনাল গ্রীনে দুই তরুণের ওপর এসিড
- মৃত্যুমুখ থেকে যেভাবে ফিরলেন আবু নাসের
- এসিডে বদলে গেছে মুসা মিয়ার চেহারা

### মৃত্যুমুখ থেকে যেভাবে ফিরলেন আবু নাসের

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন হার্টফোর্ডশায়ার ইউনিভার্সির বাংলাদেশী ছাত্র আবু নাসের তালুকদার। অন্ধকার গলিপথে একদল শ্বেতাঙ্গ যুবক উপর্যুপরি কিল-ঘুষি মারার পর যখন ছুরিকাঘাতের জন্য উদ্যত হয় তখন প্রবল শক্তি খাটিয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন তিনি। কিন্তু প্রাণে বাঁচলেও দুর্বৃত্তচক্রের

পৃষ্ঠা ৩৯

## ধর্ষণের পর হত্যা

# লাশ পাওয়া গেলো ফ্রিজে

**দেশ ডেস্ক:** লন্ডনে সন্দেহভাজন 'অনার কিলিং' এর শিকার মহিলার পরিচয় প্রকাশ করেছে পুলিশ। নিহত ১৯ বছর বয়সী মুসলিম মহিলার নাম সেলিন দোখরান। গত ১৯ জুলাই বুধবার কেনসিংটনের পশ্চিম কোম্বে লেনের একটি বাড়ির ফ্রিজের ভেতর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তাকে অপহরণের পর হত্যার আগে ধর্ষণ করা হয়। তার ঘাড়ে মারাত্মক ছুরিকাঘাতের ফলে তার মৃত্যু হয় বলে ময়না তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

সেলিন দোখরান ভারতীয় অরিজিন মুসলিম। ১৯৯৬ সালে ওয়ান্ডসওয়ার্থে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। বড় হয়েছেন সাউথ লন্ডনে। ম্যাকআপ এবং কসমেটিক এডভাইজার ছিলেন তিনি। আরবীয়ান মুসলিম এক ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের জেরে তাকে অপহরণ এবং ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

সেলিন দোখরানকে অপহরণ, ধর্ষণ এবং

পৃষ্ঠা ৩৮

# অক্টোবরে সিলেটে এনআরবি কনভেনশন, ব্যাপক প্রস্তুতি

**দেশ রিপোর্ট:** বৃটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইন্ডাষ্ট্রি 'বিবিসিসিআই'র উদ্যোগে আগামী ২১ থেকে ২৭ অক্টোবর সিলেট শহরের আবুল মুহিত স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সপ্তাহব্যাপী 'এনআরবি গ্লোবাল বিজনেস কনভেনশন'। বহির্বিশ্বে বসবাসরত বাংলাদেশীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিতব্য এই উৎসব অনাবাসী বাংলাদেশীদের মিলনমেলায় পরিণত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।।

কনভেনশন সফল করতে ইতোমধ্যে দেশে-বিদেশে সভা, সেমিনার ও রোড শো শুরু হয়েছে। ১৯ জুলাই বুধবার দুপুরে ক্যানারি ওয়ার্ফের ওয়ান কানাডা স্কয়ার ভবনের ৩৯ তলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে লন্ডন সফররত বৃটিশ হাইকমিশনার অ্যালিসন ব্লেইক ও বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল নিয়ে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, 'এনআরবি গ্লোবাল বিজনেস কনভেনশন-এ সরকারী তরফ থেকে

পৃষ্ঠা ২৫

## 'গার্ডেন্স অব পিস'

# ফুরিয়ে আসছে কবরের জায়গা

**তাইসির মাহমুদ :**

'গার্ডেন্স অব পিস'। পূর্ব লন্ডনে মুসলিম কমিউনিটির সর্বাধিক পরিচিত একটি গোরস্থান। মৃত্যুর পর শেষ ঠিকানার জন্য অনেকেই বেছে নেন এ জায়গাটি। পুষ্প সুশোভিত, গাছ-গাছালিঘেরা এই বিস্তৃত গোরস্থানের পরিবেশ যে কাউকে আলোড়িত করে। ঘুরতে গেলে মনে হয়, সত্যিকার অর্থেই যেনো গার্ডেন্স অব পিস বা শান্তির বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছেন।

- অবশিষ্ট আছে ৪শ' কবর
- ৫০ বছর পর শুরু হবে কবরের উপর দ্বিতীয়দফা কবর
- প্রস্তুত দ্বিতীয় ও তৃতীয় গার্ডেন্স অব পিস

সম্প্রতি এই গোরস্থানটি ঘুরে জানা গেলো অনেক অজানা তথ্য। সাপ্তাহিক দেশ'র পাঠকের জন্য তা তুলে ধরা হলো।

গত শতাব্দির শেষের কথা। পূর্ব লন্ডনের ইলফোর্ডের বাসিন্দা বৃটিশ-আফ্রিকান (পূর্বপুরুষ ভারতীয়) ছয় বন্ধু মিলে গোরস্থানটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। এদের মধ্যে একজনের নাম মোহাম্মদ ওমর। গার্ডেন্স অব পিস অফিসে কথা হয় গোরস্থান প্রতিষ্ঠার ইতিকথা ও বর্তমান অবস্থা নিয়ে।

মোহাম্মদ ওমর বলেন, আমরা দেখলাম আমাদের মুসলিম কমিউনিটি অনেকদূর এগিয়ে গেছে। কমিউনিটিতে সবকিছুই আছে। প্রতিটি এলাকায়

পৃষ্ঠা ২৮

simplecall®

**simplecall** is...
honest

- Genuine minutes
- No hidden charges
- No connection fees

simplecall.com

020 343 50181

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

# দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide FREE Bengali newsweekly

WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

## এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

# শীর্ষে সিলেট শিক্ষাবোর্ড

**সিলেট প্রতিনিধি :** সব বোর্ডকে ডিঙিয়ে এবার শীর্ষ স্থান দখল করেছে সিলেট শিক্ষা বোর্ড। চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় এই বোর্ডের পাসের হার ৭২ শতাংশ। গত বছরের চেয়ে এবার পাসের হার বেড়েছে ৩ দশমিক ৪১ শতাংশ। কিন্তু সারা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কমেছে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা। চলতি বছর এই বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭০০ শিক্ষার্থী। গতবার জিপিএ-৫ পেয়েছিল ১ হাজার ৩৩০ জন শিক্ষার্থী। গত বছরের তুলনার এবার জিপিএ-৫ কমেছে ৬৩০ জন। জিপিএ-৫ কমার পেছনে ইংরেজিতে খারাপ ফল হওয়াকে দুষছেন বোর্ড কর্মকর্তারা। এছাড়া আইসিটি বিষয়ে খারাপ ফল হয়েছে বলে জানা গেছে।

সূত্রমতে, এবার সিলেট শিক্ষাবোর্ডের অধিনে ৬৫ হাজার শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাশ করেছে ৪৬ হাজার ৭৯৭ জন শিক্ষার্থী। যার মধ্যে ২১ হাজার ৩০ জন ছেলে ও ২৫ হাজার ৭৬৭জন মেয়ে। বরাবরের মতো মেয়েরাও এবার ভালো করেছেন। রোববার সিলেট বোর্ডে প্রকাশিত ফলাফল বিশ্লেষন করে দেখা গেছে- বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১০ হাজার ৪শ' ৭৮ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাশ করেছে ৮ হাজার ৭৪৬ শিক্ষার্থী। পাসের হার ৮৩ দশমিক ৪৭ ভাগ এ বিভাগ থেকে জিপিএ-৫

পৃষ্ঠা ২৫

# ৫০ হাজার বাংলাদেশি ফিরছেন সৌদি থেকে

## মুদি দোকানের দরজা বন্ধ হচ্ছে বিদেশিদের জন্য

**দেশ ডেস্ক, ২৬ জুলাই :** সৌদি সরকারের সাধারণ ক্ষমার আওতায় ৫০ হাজারের বেশি বাংলাদেশি শ্রমিক দেশে ফিরে আসতে আবেদন করেছেন। ২৫ জুলাই মঙ্গলবার এ খবর দিয়েছে সৌদি গেজেট। আগামী সোমবার সৌদি সরকারের সাধারণ ক্ষমার মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

সৌদি গেজেটের খবরে বলা হয়েছে, বৈদেশিক শ্রমিক সংক্রান্ত যেসব শাখা সৌদি আরবের উত্তরাঞ্চলের আরার এবং দক্ষিণাঞ্চলের আসির অঞ্চলসহ সর্বত্র গত রোববার উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

মক্কা শহরের হার্মিং এক্সপ্রেস রোডে অবস্থিত সুমাইসি ডিপোর্টেশন সেন্টার। এটি সৌদি আরবের বৃহত্তম প্রবাসী শ্রমিক প্রত্যাবাসন কেন্দ্র। এখানে গত রোববার বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের সারিবদ্ধ দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে। একটি সূত্র বলেছে, জেদ্দার ইন্দোনেশীয় কনস্যুলেটে নিবন্ধন করার মাধ্যমে ৭ হাজার ৪২১ জন ইন্দোনেশীয় শ্রমিক সৌদি আরব ত্যাগ করেছেন।

পৃষ্ঠা ২৫

## যুবরাজকে দায়িত্ব দিয়ে ব্যক্তিগত ছুটিতে সৌদি বাদশাহ

**দেশ ডেস্ক :** ব্যক্তিগত ছুটি কাটাতে ২৪ জুলাই সন্ধ্যায় মরক্কোর তানজা নগরীতে পৌঁছেছেন সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ। দেশ ছাড়ার আগে রাজকীয় ফরমান জারি করে যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি হিসেবে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেন তিনি।

পৃষ্ঠা ২৫

# শপথ নিলেন ভারতের নতুন রাষ্ট্রপতি

## ■ কী আছে রাষ্ট্রপতি ভবনে ■ কোথায় থাকবেন সাবেক রাষ্ট্রপতি

**দেশ দেশ:** ভারতের ১৪তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন রামনাথ কোবিন্দ। ২৫ জুলাই মঙ্গলবার দুপুরে সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অন্য বিধায়কদের উপস্থিতিতে শপথ নেন তিনি।

এনডিটিভির খবরে জানা যায়, শপথ অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে রামনাথ কোবিন্দ বলেন, 'আমাদের এমন এক ভারত গড়ে তুলতে হবে, যা বিশ্বকে আর্থিক নেতৃত্ব দেবে। নৈতিক আদর্শও প্রতিষ্ঠা করবে। এই দেশে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, রয়েছে। আমরা একে অন্যের থেকে আলাদা। তা সত্ত্বেও সবাই এক। ঐক্য থাকলেই সামনে এগিয়ে যাওয়া যায়।' ৭১ বছর বয়সী রামনাথ বিহার রাজ্যের সাবেক গভর্নর। তিনি ভারতের দ্বিতীয় দলিত সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রপতি।

বক্তব্যে নতুন রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, 'আমাদের প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ও সমকালীন বিজ্ঞানকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'ভারতের মাটি, পানি ও সংস্কৃতি নিয়ে আমরা গর্বিত। দেশের প্রত্যেক নাগরিককে

নিয়ে গর্বিত।'

দেশের সব নাগরিককে রাষ্ট্রনির্মাণকারী বলে অভিহিত করেন রামনাথ কোবিন্দ। তিনি বলেন, 'ছোট ছোট কাজ, যা আমরা প্রতিদিন করি, তা নিয়ে আমরা গর্বিত।' তিনি আরও বলেন, যে কৃষক মাঠে ফসল ফলান, তিনিও

পৃষ্ঠা ২৫

## ডায়ানার শেষ ফোন

# ভুলতে পারেন না দুই প্রিন্স

**দেশ ডেস্ক, ২৪ জুলাই :** যুক্তরাজ্যের রাজপরিবারের দুই সদস্য প্রিন্স উইলিয়াম ও প্রিন্স হ্যারি। তাঁদের মা প্রিন্সেস ডায়ানা মারা গেছেন ২০ বছর আগে। মায়ের অভাব ভুলতে পারা সহজ নয়। তারপরও একটি কষ্ট রয়ে গেছে দুই ভাইয়ের মনে। আরও একটু কথা না বলে, মায়ের শেষ ফোনটি যে তাঁরা কেটে দিয়েছিলেন তড়িঘড়ি করে!

১৯৯৭ সালের ৩১ আগস্ট ফ্রান্সের প্যারিসে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন ডায়ানা। তাঁর দুই ছেলেই তখন কিশোর। উইলিয়ামের বয়স ১৫ আর হ্যারির ১২ বছর।

ডায়ানার মৃত্যুর ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছে আইটিভি। এতে মাকে নিয়ে কথা বলেছেন দুই ভাই। মায়ের সঙ্গে

তাঁদের কিছু অপ্রকাশিত ছবিও আছে, যেগুলোর ডায়ানার ব্যক্তিগত অ্যালবামের।

হ্যারি বলেন, 'যতটুকু আমি স্মরণ করতে পারি, মায়ের সঙ্গে শেষ ফোনালাপটি খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। এর জন্য বাকি জীবন আফসোস থাকবে আমার।'

পৃষ্ঠা ২৫

মিনিক্যাব ড্রাইভারদের জন্য সুখবর!!!

100% Free ESOL courses for taxi drivers

Eastend Training is an exam centre for over 50 courses including ESOL, Maths and ICT.

To book your ESOL exam please call 02070961188

EASTEND TRAINING

Home of Lifelong Learning

Training Venue: Osmani centre

- ESOL A1, A2, B1 & B2
- Food Hygiene Level: 1,2,3,& 4
- Health & Safety Level 1,2,3 & 4
- Child Protection & First Aid
- Immigration Home Inspection Report

শতাধিক ট্রেইনার ও ম্যানেজারের প্রশিক্ষক আবদুল হক চৌধুরী সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ABDUL HAQUE CHOWDHURY

Free Life in the UK courses available
No pass no fee for trinity B1 courses
Terms and conditions apply.

M: 07539 316 742

221 Whitechapel Road, (2nd Floor) London E1 1DE

34 Cont...

# মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে লংকাকাণ্ড

**ঢাকা, ২৬ জুলাই :** মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের ভেতরের একটি গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে ভবন মালিক। এছাড়া ডেপুটি হাইকমিশনারের বাইরে পার্কিং করা গাড়ির গেটও লক করে দেন ভবন মালিকের সিকিউরিটি। ২৬ জুলাই বুধবার দুপুর ১টায় কুয়ালালামপুরের অদূরে বাংলাদেশ হাইকমিশনের ভেতরে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভাড়া করা ওই ভবনের যে গেট দিয়ে ঢুকে শ্রমিকরা প্রতিদিন পাসপোর্ট নবায়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করতে যান সেই গেটের সামনে ভবন মালিকের নির্দেশে নিরাপত্তারক্ষীরা একটি বাক্স স্থাপন করেন। ওই বাক্সের উপরে লেখা রয়েছে 'সার্ভিস চার্জ বক্স আরএম-১'। অর্থাৎ শ্রমিক প্রতি এক রিংগিট করে বাক্সে ফেলতে হবে। নতুবা শ্রমিকরা প্রবেশ করতে পারবেন না। এটাই নাকি মালিকের নির্দেশনা।

বিষয়টি জানার পরই হাইকমিশনার শহীদুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এক পর্যায়ে ভবন মালিকের বসানো ওই বাক্সটি সরিয়ে ফেলেন হাইকমিশনের স্টাফরা। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ভবন মালিকের লোকজন শ্রম কাউন্সিলর বিভাগের দরজার গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন।

একই সময়ে নিরাপত্তাকর্মীরা হাইকমিশনের বাইরে পার্কিং করা ডেপুটি হাইকমিশনার ওয়াহিদা রহমানের কালো রংয়ের গাড়ির সামনের দরজায় অটোলক লাগিয়ে দেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এরপরই হাইকমিশনের কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ হয়ে যায়। দেখা দেয় উত্তেজনা।

পরে উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনা শেষে ঘণ্টাখানেক পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় বলে হাইকমিশনের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে।

বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি হেদায়েদুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি।

মালয়েশিয়া থেকে একজন ব্যবসায়ী নাম না প্রকাশ করে বলেন, দুই মাস আগেও ভবন মালিক গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। আজকের ঘটনাটি দ্বিতীয় ঘটনা।

তিনি বলেন, শ্রমিকরা হাইকমিশনে ঢুকতে গেলে ভবন মালিক এক রিংগিট করে দাবি করছেন। এজন্য একটি বাক্সও লাগিয়েছেন। কেন মালিক এমন করছেন তা বলতে পারছি না। শুনেছি এ সমস্যার কারণে ঘণ্টা দুয়েক হাইকমিশনের কাজকর্ম বন্ধ ছিলো।

## বঙ্গবন্ধুর 'বিকৃত' ছবি দিয়ে নিমন্ত্রণপত্র ছাপানোর অভিযোগ

# ইউএনওর বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমতি ছিল না!

**ঢাকা, ২৪ জুলাই :** ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনুমতি ছাড়াই বরগুনার সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) গাজী তারিক সালমনের বিরুদ্ধে ৫ কোটি টাকার মানহানি মামলা করেছিলেন আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত নেতা ও বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সৈয়দ ওবায়েদ উল্লাহ। অবশ্য দেশজুড়ে সমালোচনা এবং দল থেকে বহিষ্কারের পর গত রোববার তিনি মামলাটি প্রত্যাহার করে নেন।

এদিকে মানহানির মামলায় বরিশালের আগৈলঝাড়ার সাবেক ইউএনও গাজী তারিক সালমনের জামিনের আবেদন একটিবারের জন্যও নামঞ্জুর হয়নি উল্লেখ করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন বরিশালের মুখ্য মহানগর হাকিম (সিএমএম) মোহাম্মদ আলী হোসাইন। ওই মামলার নথিসহ ব্যাখ্যা গত ২৩ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রারের দপ্তরে পৌঁছেছে।

বরিশালের আদালত সূত্র বলেছে, বঙ্গবন্ধুর 'বিকৃত' ছবি দিয়ে নিমন্ত্রণপত্র ছাপানোর অভিযোগ এনে গত ৭ জুন ওবায়েদ উল্লাহ মানহানির মামলাটি করেন। ২৩ জুলাই মামলাটির দিন ধার্য ছিল। বাদী আদালতে মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন করেন। এ নিয়ে শুনানির সময় বরিশালের মহানগর অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক হাকিম অমিত কুমার দে বাদীর উদ্দেশে বলেন, 'মামলা করার সময় আপনি আদালতে বলেছিলেন মামলাটি করার জন্য আপনার কাছে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের অনুমোদন আছে এবং তা আপনি পরবর্তী সময়ে আদালতে দাখিল করবেন। আপনি যেহেতু জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি, এ জন্য আপনার ওপর আস্থা রেখে ওই দিন মামলাটি গ্রহণ করে আসামির বিরুদ্ধে সমন জারি করা হয়েছিল। কিন্তু অঙ্গীকার করেও আপনি পরবর্তী সময়ে তা আদালতে দাখিল করেননি। এ জন্য আপনাকে শোকজ করা হচ্ছে, কেন তা দাখিল করেননি, বলুন।' এ সময় ওবায়েদ উল্লাহ বলেন, 'পরে সেই সব কাগজপত্র জমা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু দেওয়া হয়ে ওঠেনি। তাই ব্যক্তিগতভাবে মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেছি।'

পরে বিচারক ২৪৮ ধারায় অভিযোগ থেকে ইউএনও তারিক সালমনকে অব্যাহতি দিয়ে মামলাটি খারিজ করেন। ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে তারিক সালমনকে অব্যাহতি দেওয়ায় তিনি মঙ্গলবার আদালতে যাননি।

**অনেকে ইউএনওর পাশে :** ১৯ জুলাই তারিক সালমন একা রিকশায় চড়ে এই মামলায় হাজিরা দিতে বরিশালের আদালতে এসেছিলেন। সেদিন তাঁর পক্ষে কোনো আইনজীবী আদালতে দাঁড়াতে চাননি। তাঁর জামিন আবেদনের বিরোধিতা করেন অন্তত ৫০ জন আইনজীবী। ওই আইনজীবীদের মধ্যে স্থানীয় এক সাংসদও ছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবার পরিস্থিতি যেন বদলে যায়। অনেকেই তাঁর প্রতি সহানুভূতি নিয়ে আদালতে আসেন।

বেলা ১১টার দিকে আদালত ভবনে আসেন বরিশালের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মো. নূরুল আমিনসহ বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসনের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা।

**যা বললেন বাদী ঃ** মামলা প্রত্যাহারের পর ওবায়েদ উল্লাহ বলেন, 'আমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা করেছিলাম। নিজে থেকেই তা প্রত্যাহার করেছি।' তাহলে মামলা প্রত্যাহার করলেন কেন–এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি এটা কোনো শিশুর আঁকা ছবি। পরে যখন বুঝতে পারি, তখন ভুল ভাঙে এবং মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিই।'

**ছয় পুলিশ সদস্য প্রত্যাহার :** বরিশাল আদালত পুলিশের ছয় সদস্যকে গত শনিবার প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাঁদের পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে। পুলিশের একটি সূত্র বলেছে, ইউএনও তারিক সালমনকে কারাগারে পাঠানোর ঘটনায় তাঁদের প্রত্যাহার করা হয়েছে।

তবে বরিশাল মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) মুখপাত্র সহকারী কমিশনার মো. নাছির উদ্দিন বলেন, প্রশাসনিক কারণে তাঁদের প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যাহার হওয়া পুলিশ সদস্যরা হলেন আদালতে মেট্রোপলিটন গার্ডদের ইনচার্জ উপপরিদর্শক নৃপেন দাস, এএসআই শচীন মণ্ডল ও মাহাবুল, কনস্টেবল জাহাঙ্গীর হোসেন, হানিফ ও সুখেন।

**বিচারকের ব্যাখ্যা রেজিস্ট্রারের দপ্তরে**

সূত্র বলেছে, সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রারের দপ্তরে গতকাল ওই মামলার নথিসহ বরিশালের সিএমএম মোহাম্মদ আলী হোসাইনের ব্যাখ্যা পৌঁছেছে। ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'আদালতের কার্যপ্রণালি শেষে এজলাস ত্যাগ করে খাসকামরায় এলে শুনি ইউএনওর জামিন নামঞ্জুর করে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে মর্মে অনলাইন মিডিয়ায় সংবাদ করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জামিনের আবেদন একটিবারের জন্যও নামঞ্জুর করা হয়নি। ফলে জেলহাজতে পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না।'

সংশ্লিষ্ট মামলার নথিপত্র ও ব্যাখ্যা পৌঁছার বিষয়টি নিশ্চিত করে হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (প্রশাসন ও বিচার) মো. সাব্বির ফয়েজ বলেন, ওই বিষয়ে সঠিক তথ্য জানতে প্রধান বিচারপতির নির্দেশে রেজিস্ট্রারের কার্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট মামলার নথি ও পুরো ঘটনার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। স্ক্যান করে ওই মামলার নথি পাঠিয়েছেন বরিশালের মুখ্য মহানগর হাকিম, সঙ্গে ব্যাখ্যা জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। সোমবার বিশেষ বার্তাবাহকের মাধ্যমে মূল নথি পাঠাবেন। ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, ইউএনওর জামিন নামঞ্জুর করা হয়নি। জামিন নামঞ্জুরের ঘটনা ঘটেনি বলে নথি পর্যালোচনায়ও দেখা যায়।


# Express Builders

স্বল্প মূল্যে শতভাগ সন্তুষ্টি সহকারে যেকোনো কাজের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি।

■ পেইন্টিং ■ ডেকোরিটিং ■ প্লাস্টারিং
■ টাইলিং ■ উড ফ্লোরিং ■ কার্পেটিং
■ কিচেন ■ বাথ ফিটিং ■ গার্ডেনিং ■ প্লামিং
■ ড্রাইভওয়ে ■ পার্টিশন ■ লেকট্রিক

**Shajahan: 07459 822 862, 07833 438 317**

18-21

# Plumber 24/7

## Bathroom & Kitchen installation specialist

■ Washing Machine No Fix No Fee, ■ All types of Boiler Repairs, ■ BTaps, Tanks, Cylinders, over flows ■ Drain blockages, ■ Washing Machine, Freeze, Cooker, Freezer ■ Electric, Plumbing, Heating, Gass Safty Checks

**Mobile- 07957 148 101**

*Local engineer for you*

FOR LOCAL PEOPLE | DISTANCE LEARNER | ONSITE

GREEN VISION TRAINING

# GREEN VISION TRAINING CENTRE, LONDON

২০১২ সাল থেকে কমিউনিটিতে সুপরিচিত গ্রীন ভিশন ট্রেনিং সেন্টার এর সেবা সমূহের মধ্যে রয়েছে:

- B1 (ISE 1) English courses for Private Hire Drivers
- B1 English courses for British citizenship and ILR
- A2 English courses for Spouse visa extension
- Property Inspection Report for Immigration Purpose
- Life in the UK Test Preparation & Training

Please Contact:

Tel: **0203 129 2648** | Mob: **07912 351 329 / 07883 087 170**

Email: info@gvec.co.uk | Web: www.gvec.co.uk

241A Whitechapel Road, 3rd Floor, Unit 2, (Above Ponchokhana Restuarant), London, E1 1DB

06 cont

LONDON TRAINING CENTRE

15 Years DELIVERING THE BEST FOR LESS

WE PROVIDE THE FOLLOWING COURSES

- FOOD HYGIENE
- HEALTH & SAFETY
- HEALTH AND SOCIAL CARE
- FIRST AID
- TEACHING ASSISTANT
- FIRE AWARENESS
- CUSTOMER SERVICE
- CSCS (Health & Safety for construction industry)
- REFRESHER COURSE

WE PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES

- HOME INSPECTION REPORT FOR IMMIGRATION PURPOSES
- FIRE RISK ASSESSMENT
- GRANT / FUND MANAGEMENT CONSULTANCY AND APPLICATION

All courses are QCF (Ofqual) accredited and certified with quality training from experienced trainers

Call: 020 7377 5966 | 07961 064 965

Business Development Centre, UNIT 7
7-5 Greatorex Street, London E1 5NF

info@londontrainingcentre.com | www.londontrainingcentre.com

Highfield ncfe. ASDAN

# যারা নির্বাচন বন্ধ করতে চায় তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না : নাসিম

**ঢাকা, ২৬ জুলাই :** আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, যারা আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে নির্বাচন বন্ধ করতে চায় তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না।

আজ বুধবার রাজধানীর পুরাতন ঢাকার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন এবং মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

'নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে আর কোনো নির্বাচন হবে না'- বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন বক্তব্যের জবাবে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বলেন, 'নির্বাচন জনগণের অধিকার, ভোট দেয়াও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার। সেই অধিকারের উপর যারা হস্তক্ষেপ করতে চায় তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না।'

স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদের সভাপতিত্বে হাসপাতালের পরিচালক ক্যাপ্টেন (অব.) এম এ ছালাম, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাক্ষ এম এ বাসার, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আবু আহম্মেদ মান্নাফী, সাংগঠনিক সম্পাদক হেদায়েতুল ইসলাম স্বপন প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

মোহাম্মদ নাসিম বলেন, বিএনপি-জামায়াতের জ্বালাও পোড়াওয়ের পরও ২০১৪ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারা জ্বালাও-পোড়াও করে নির্বাচন বন্ধ করতে পারেনি। আগামী নির্বাচনও যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে। ওই নির্বাচন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধিনেই অনুষ্ঠিত হবে। সংবিধানের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

# সরকারদলীয় নেতারা লুট করছেন মেঘনার বালু?

**ঢাকা, ২৬ জুলাই :** নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার তিন জায়গায় মেঘনার বালু লুট করা হচ্ছে। এক বছর ধরে সরকারদলীয় স্থানীয় নেতাদের নেতৃত্বে সশস্ত্র পাহারায় এই লুটপাট চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উপজেলা ভূমি কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এ বছর আড়াইহাজারে একটি বালুমহাল ইজারা দেয় নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসন। নিজ কালাপাহাড়িয়া মৌজায় ডিকচরের ১৫ হেক্টরের বালুমহাল ইজারা নেয় কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম ওরফে স্বপনের মালিকানাধীন মেসার্স ফারাজ ট্রেডিং। ইজারার মূল্য প্রায় ৯ লাখ টাকা বলে জানান সাইফুল।

স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কালাপাহাড়িয়ার বিবিরকান্দি ও দয়াকান্দাসংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ কে এম ফাইজুল হক ওরফে ডালিম ও ইউনিয়ন তরুণ লীগের নেতা জয়নাল আবেদীনের নেতৃত্বে ১৫টি ড্রেজার দিয়ে বালু তোলা হচ্ছে। কদমীরচর গ্রামের নয়ারচর এলাকায় ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সাত্তার সরকারের নেতৃত্বে পাঁচটি ড্রেজার দিয়ে অবৈধভাবে বালু তোলা হচ্ছে। তিন জায়গা থেকে প্রতিদিন ২৫-৩০ লাখ ঘনফুট বালু তোলা হচ্ছে। এরপর এসব বালু বিক্রি করা হচ্ছে। বালু তোলার কারণে পার্শ্ববর্তী কদমীরচর, বিবিরকান্দি, দয়াকান্দা, মধ্যারচর, পূর্বকান্দি, বদলপুর, নয়াগাঁও, খাগকান্দা এলাকায় ব্যাপক ভাঙনের আশঙ্কা করছে মানুষ।

১৭ জুলাই সরেজমিনে দেখা যায়, কদমীরচরের নয়ারচর এলাকায় মেঘনা থেকে পাঁচটি ড্রেজার দিয়ে বালু তুলছেন শ্রমিকেরা। বালু তোলার স্থান থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে সশস্ত্র পাহারা দিচ্ছেন সাত-আটজন। আর বিবিরকান্দির উত্তর পাশে মেঘনা থেকে পাঁচটি এবং দয়াকান্দায় নদী থেকে আরও ১০টি ড্রেজার দিয়ে বালু তুলছেন শ্রমিকেরা। বিবিরকান্দি গ্রামের উত্তর পাশে নদীর তীরে ত্রিপল টানিয়ে সশস্ত্র পাহারা দিচ্ছেন ১০-১২ জন। পাহারার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে একাধিক স্পিডবোট।

খাগকান্দা ইউপির চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বলেন, 'খাগকান্দা ও দয়াকান্দার পাশে মেঘনা থেকে ফাইজুল ও জয়নালের লোকজন অবৈধভাবে বালু তুলছেন। আমরা বাধা দিয়েছি। প্রশাসনকে বহুবার জানিয়েছি। লাভ হয়নি।'

কদমীরচর, বিবিরকান্দি এলাকার কয়েকজন বলেন, সাত্তার, জয়নাল ও ফাইজুল এক বছরের বেশি সময় ধরে অবৈধভাবে নয়ারচর, বিবিরকান্দি ও দয়াকান্দা এলাকা থেকে বালু তুলছেন। রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় বালু তোলায় কেউ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

ফাইজুল হক বলেন, 'আমি তো এলাকায় আসি না, এলাকার ছোট ভাইয়েরা বিবিরকান্দি ও দয়াকান্দা এলাকা থেকে বালু তুলতাছে। জয়নাল আমার ছোট ভাই, এরা বালু তুলতাছে। নয়ারচরে সাত্তারও অবৈধভাবে বালু তুলতাছে।' সশস্ত্র পাহারার কথা কৌশলে তিনি এড়িয়ে যান।

জয়নাল আবেদীন বলেন, 'তিন-চার বছর আগের বালু তোলার বিষয়ে বাঞ্ছারামপুরের মানিকপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবদুর রহিম আমার নামে অভিযোগ দিয়েছেন বলে জেনেছি। আমি আসলে এখন বালু তুলি না।'

সাত্তার সরকার বলেন, 'আমি নয়ারচর এলাকায় চারটি ড্রেজার বসিয়ে বালু তুলছি। ফারাজ ট্রেডিংয়ের নামে আমি বালু উত্তোলন করছি। আমার এলাকায় কোনো সশস্ত্র পাহারা নেই। বিবিরকান্দি এলাকায় জয়নালের নেতৃত্বে সশস্ত্র পাহারায় বালু তোলা হচ্ছে।' ইউপি চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম বলেন, 'ফারাজ ট্রেডিংয়ের নামে অন্য কোথাও বালু তোলার সুযোগ নেই। আমি সাত্তারকে আমার লাইসেন্সে নয়ারচর এলাকা থেকে বালু তুলতে বলিনি। আমি ছাড়া সবাই

## বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলা

# সুপ্রিম কোর্ট বারের সভাপতি-সম্পাদকসহ ৩৯ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

**ঢাকা, ২৬ জুলাই :** বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টে বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জয়নাল আবদীন, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উদ্দিন খোকনসহ ৩৯ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ বুধবার ঢাকার মহানগর সিনিয়র বিশেষ ট্রাইব্যুনাল জজ আদালতের বিচারক মো: কামরুল হোসেন মোল্লা চার্জশীটটি গ্রহণ করে উল্লেখিত আসামিদের বিরুদ্ধে এ নির্দেশ দেন। তবে এই দিন এ মামলার অপর আসামি জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি শওতক মাহমুদ আত্মসমর্পণ করে জামিন নেন। অন্যদিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এম কে আনোয়ার অসুস্থ থাকায় আইনজীবী হাতেমুল আলম সময় চেয়ে আবেদন করেন।

২০১৫ সালের ঘটনায় এ মামলা দায়ের করার পর মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা দেবী কান্ত বর্মন ৫১ জন আসামির বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে ২৭ এপ্রিল আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন। মামলাটি বিচার ও নিষপত্তির জন্য সি.এম.এম আদালত থেকে ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতে বদলী করা হয়। অতঃপর আদালত গতকাল চার্জশীটটি গ্রহণ করে এবং অ্যাডভোকেট জয়নাল আবদীনসহ ৩৯ জন পলাতক থাকায় তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর নির্দেশ দেন।

যাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়েছে তারা হলেন, জয়নাল আবদীন, মাহবুব উদ্দিন খোকন, শিমুল বিশ্বাস, মারুফ কামাল খান সোহেল, সাইফুল ইসলাম নিরব, শিরিন সুলতানা, সৈয়দা আফিয়া আশরাফি পাপিয়া, আজিজুল বারী হেলাল, শরাফত আলী সপু, ইসহাক সরকার, লতিফ কমিশনারসহ ৩৯ জন। এ মামলায় বর্তমানে বরকত উল্লাহ বুলু ও মনির হোসেন জেলে আটক আছে।

মামলার বিবরণী থেকে জানা যায়, ২০১৫ সালে ২ মার্চ তারিখে পলটন এলাকায় ২০ দলীয় জোটের নেতাকর্মীরা সমাবেশকে কেন্দ্র করে মিছিল করলে পুলিশ এতে বাধা দেয়। এ সময় মিছিলকারীরা সিএনজিচালিত অটোরিকশার এক ড্রাইভারকে হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করে এবং পেট্রোল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে ব্যাপক ভাংচুর, গাড়তে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে এ ঘটনায় বাবুল নামক এক ব্যক্তিকে পুলিশ হাতেনাতে ধরে ফেলে। এ ঘটনায় এসআই জিয়াউল হক বাদী হয়ে পলটন থানায় মামলা দায়ের করেন।

সুন্দর, মনোরম, পরিকল্পিত ও যানজট মুক্ত নগরীতে বসবাসের কথা ভাবছেন?
রাজউক পূর্বাচল সংলগ্ন ও ঢাকা সিলেট হাইওয়ের পাশে
পূর্বাচল
প্রবাসী পল্লী
প্রকল্পে প্লট হস্তান্তরের কাজ চলছে ...
মাসিক কিস্তিতে
সর্বনিম্ন কাঠাপ্রতি
৩,১২৫/-
এককালীন বিনিয়োগে
সর্বনিম্ন কাঠাপ্রতি
৩,০০,০০০/-
প্লটের সাইজ ঃ ৩,৫ কাঠা
যোগাযোগ করুন-
+৪৪৭৪৬৯৮৭২১৩২
+৪৪৭৮১৮৫৫৯০৪২
+৪৪৭৯০৪৮৫৭১১৫
প্রবাসী পল্লী গ্রুপ
প্রবাসী ও স্বদেশীদের জন্যে
ইউকে অফিস ঃ ৯৬ এ মাইল ইন্ড রোড, লন্ডন, ই-১ ৪ইউএন, ইউকে। ফোন : +৪৪২০৭৭৯১১১১০
বাংলাদেশ অফিস ঃ বাড়ি # ৩৭, রোড # ০৪, ব্লক # এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩। ফোন- ০০৮৮-০২-৯৮৫৯৬১৬
www.probashipalligroup.com

mrprinters
digital • design • print • promotional items
QUALITY PRINTING AT TRADE PRICES SINCE 1991
Our excellent customer service and high quality printing make us the most reliable printing partner for all the projects you need done.
SPECIAL OFFERS
Roller Banners
from £39
With Stand & Carry Case. VAT & design extra. Limited period only
5000 A5 Leaflets
from £65
Printed full colour, single side on 130gsm gloss.

50,000 A4 Menus
from £600
Printed full colour on 130gsm gloss. Excludes design and delivery

creative
flair...
• Concepts
• Corporate ID
• Illustration
• Print
• Display
• Web
print
vibrant...
• Menus
• Stationary
• Flyers
• Leaflets
• Posters
• Folders
• Brochures
• Calendars
• NCR Bill Books
• Wedding Cards
• Magazines
• Books
displays
big impact...
• Posters
• Vinyl Banners
• Pull-up Banners
• Pop-up Stands
• Prints on Canvas
• A Boards
020 8507 3000 | info@mrprinters.co.uk | www.mrprinters.co.uk
07958 766 448 | Unit 4, 24 Thames Road, Barking, Essex IG11 0HZ

## বরিশাল সফরের শেষ দিনে মির্জা ফখরুল

# দলীয় সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন মানা হবে না

**ঢাকা, ২৬ জুলাই :** বুধবার বরিশাল দক্ষিণ জেলা বিএনপি আয়োজিত সদস্য সংগ্রহ অভিযানের উদ্বোধন করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

বুধবার বরিশাল দক্ষিণ জেলা বিএনপি আয়োজিত সদস্য সংগ্রহ অভিযানের উদ্বোধন করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

দু'দিনের বরিশাল সফরের শেষ দিনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগ চাল খাটাচ্ছে। তারা যে চালই খাটাক না কেন দলীয় সরকারের অধীনে আর নির্বাচন মেনে নেয়া হবে না। বর্তমান সরকার চাচ্ছে ভোটের সময় র‍্যাব, পুলিশ ব্যবহার করে সুবিধা নিতে। তাদের ইচ্ছা সহায়ক সরকার ব্যতীত নির্বাচনের মধ্যদিয়ে ফের ক্ষমতায় থাকতে চাওয়া। তবে আওয়ামী লীগের এই ইচ্ছা এবার বাস্তবায়ন করতে দেয়া হবে না।

আজ বুধবার সকালে বরিশাল জেলা দক্ষিণ বিএনপির আয়োজনের সদস্য সংগ্রহ অভিযানের সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, পাঁচ জানুয়ারির নির্বাচনে কেবল আমরাই নয়; কোনো বিরোধী দলই অংশগ্রহণ করেনি। এবার সহায়ক সরকার ব্যতীত নির্বাচন আমরা করতে দেবো না।

সভায় আগত তরুণদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, কেবল নিজের ভোট নয়, ভোটকেন্দ্রে পাহারা দিতে হবে, যাতে ভোট চুরি না হতে পারে। এজন্য দলে কোনো বিভেদ নয়, ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকলকে কাজ করতে হবে।

দক্ষিণ জেলা বিএনপির সভাপতি এবায়েদুল হক চাঁনের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট মো: মজিবর রহমান সরোয়ার, ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমান ও মাহবুবুল হক নান্নু, সাবেক সংসদ সদস্য আবুল হোসেন খান, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু ও আবু নাসের মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ, বরিশাল সদর উপজেলা বিএনপি সভাপতি অ্যাডভোকেট এনায়েত হোসেন বাচ্চু, সহ-সভাপতি আলহাজ নুরুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন লাবু প্রমুখ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বরিশাল দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবুল কালাম শাহীন। বুধবারের অনুষ্ঠান শেষে দুপুরে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সড়কপথে ঢাকায় চলে যান।

এর আগে মঙ্গলবার বরিশাল মহানগর ও বরিশাল উত্তর জেলা বিএনপির পৃথক দুটি কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। দলের মহাসচিব হিসেবে এটাই ছিল তার প্রথম বরিশাল সফর।

## নারায়ণগঞ্জে সাত খুন মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের রায় ১৩ আগষ্ট

**ঢাকা, ২৬ জুলাই :** নারায়ণগঞ্জে আলোচিত সাত খুন মামলায় আসামীদের ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের রায় আগামী ১৩ আগষ্ট নির্ধারণ করেছেন আদালত। আসামিদের ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের ওপর শুনানি শেষে আজ বুধবার বিচারপতি ভবানী প্রসাদ সিংহ ও বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রায়ের এই তারিখ নির্ধারণ করেন। গত ১৬ জানুয়ারি চাঞ্চল্যকর সাত খুনের দুই মামলার রায়ে নূর হোসেন ও র‍্যাবের বরখাস্ত তিন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ২৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেন নারায়ণগঞ্জের জেলা ও দায়রা জজ আদালত। রায়ে ৩৫ জন আসামির মধ্যে বাকি ৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়।মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ২৬ জনের মধ্যে গ্রেফতার ও আত্মসমর্পণ করে কারাগারে থাকা ২০ জন নিয়মিত ও জেল আপিল করেছেন।

তারা হচ্ছেন- প্রধান আসামি নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) সাবেক কাউন্সিলর নূর হোসেন, র‍্যাবের চাকরিচ্যুত সাবেক অধিনায়ক লে. কর্নেল (অব.) তারেক সাঈদ মুহাম্মদ, মেজর (অব.) আরিফ হোসেন, লে. কমান্ডার (অব.) মাসুদ রানা, হাবিলদার মো. এমদাদুল হক, ল্যান্সনায়েক বেলাল হোসেন, সিপাহী আবু তৈয়্যব আলী,কনস্টেবল শিহাব উদ্দিন, এসআই পূর্ণেন্দু বালা, সিপাহী আসাদুজ্জামান নূর, সৈনিক আবদুল আলীম, সার্জেন্ট এনামুল কবির, ল্যান্সনায়েক হীরা মিয়া ও আরওজি-১ এ বি মো. আরিফ হোসেন এবং নূর হোসেনের ৬ সহযোগী মূর্তজা জামান চার্চিল, আলী মোহাম্মদ, মিজানুর রহমান দিপু, আবুল বাশার, রহম আলী ও জামাল উদ্দিন সরদার।


# Whitechapel College
Serving the community since 2005

**Good News for Minicab/PCO Drivers**
**NO PASS NO FEE**

We are the only recognised and most reputable Institution in East London for TFL approved B1 English Language Test or NVQ Level-3.

**On your admission we guarantee your Pass**

We offer A2 for Spouse Visa, B1 for Settlement and British Citizenship according to the new Law of the Home Office
**With 100% guarantee**

Call us for FREE Assessment

We do Life in the UK test course with intensive care. Level-4, 5 and 6 funding courses are available for UK and EU Nationals.

We are very specialised on CCTV, Door supervisor & Security courses.



Whitechapel College
67 Maryland Square, Startford
London E15 1HF
Mob: 07943 173 554
Tel: 0208 555 3355

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE EMDQ edexcel

Email: info@whitechapelcollege.org.uk
Web: www.whitechapelcollege.org.uk



# একাউনটেন্ট প্রয়োজন?
তাহলে আর দেরী নয়, একাউন্টিং জগতে আমরাই বিশ্বস্থ

TAJ ACCOUNTANTS

HM Revenue & Customs
Registered Agent With HM Revenue & Customs

Direct Line: 07528 118 118
07428 247 365
T 02034117843

**Our Popular Services**
- Accounts for LTD Company
- Restaurants & Take Away
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

**69 Vallance Road London E1 5BS**


Mr. Abul Hyat Nurujjaman

E: info@tajaccountants.co.uk
W: www.tajaccountants.co.uk

We are registered licence holder in public practice



সুখবর সুখবর সুখবর

মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকের চ্যারিটির পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারনের সুবিধার্থে
**মুসলীম ম্যারিজ সার্টিফিকেট** এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**Good News: We arrange Marriage Certificate & Divorce Certificate**

ব্যবস্থাপনায়- মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে

CHARITY COMMISSION
Charity No. 1125118

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন:
**মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)**

†Pqvig¨vb : g`xbvZzj Djyg I‡qj‡dqvi Uªv÷ BD‡K
cÖwZôvZv wcÖwÝcvj, জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলূম মহিলা মাদ্রাসা, লয়া লম্বাহাটি-ছাতক, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ
(সাবেক) ইমাম ও খতীম - লাইম হাউস জামে মসজিদ, লন্ডন

†dvb: 07484 639 461/ 020 3583 8284 Email: shamsul1977@hotmail.co.uk

170 Cannon Street, London E1 2LH


মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)


St> is-50-07


Kowaj Jewellers
020 7729 2277 22ct. Gold Specialist

# খোঁয়াজ জুয়েলার্স


Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers

পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রীনে খোঁয়াজ জুয়েলার্স স্বর্ণের জগতে একটি অপূর্ব নাম। দীর্ঘ এক যুগ যাবত সুনামের সাথে কমিউনিটির মানুষকে সেবা দিয়ে আসছে।

**আপনার পছন্দের অলংকারটি আজই বেছে নিন।**

**310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG**
**Tel: 020 7729 2277**

# বায়তুস-সালাম মসজিদ

## নির্মাণকাজ চলছে, নিজেকে সম্পৃক্ত করুন

বায়তুস-সালাম মসজিদ মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার উত্তর শাহবাজপুর ইউনিয়নের বাদে ভাটাউছি গ্রামে নির্মাণাধীন একটি মসজিদ। এই গ্রামে কাছাকাছি কোনো মসজিদ না থাকায় গ্রামবাসীকে অনেকদূর হেঁটে যেতে হয়। মসজিদটি প্রতিষ্ঠা হলে গ্রামবাসী পাঁচ ওয়াক্ত জামাতে নামাজ পড়ার সুযোগ পাবেন।

মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ করতে কমপক্ষে ৩০ লক্ষ টাকা দরকার। গ্রামে বিত্তবান মানুষের সংখ্যা একেবারে কম হওয়ায় লন্ডন প্রবাসী দানশীল ব্যক্তিবর্গের কাছে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে।

আপনি তিনটি ক্যাটাগরিতে দান করে মসজিদের সাথে ক্বেয়ামত পর্যন্ত নিজেকে সম্পৃক্ত করে নিতে পারেন। আপনার নিজের নামে, পিতা-মাতা বা যেকোনো আপনজনের নামে দান করতে পারেন। যারা দান করবেন তাঁদের নাম মসজিদের লাইব্রেরী রুমে একটি বোর্ডে স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা হবে।

এটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি গ্রামের মসজিদ হলেও সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক সুবিধা-সুবিধা রেখে নির্মাণ পরিকল্পণা গ্রহণ করা হয়েছে। মসজিদটির বিশেষ বৈশিষ্ট হচ্ছে, এখানে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের নামাজের সুব্যবস্থা থাকবে। থাকবে একটি লাইব্রেরী রুম। যেখানে গ্রামের তরুণ সমাজ ও বয়স্ক পুরুষ-মহিলাদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

“
দু’চোখ বন্ধ হলেই আমাদের গন্তব্য হবে সাড়ে তিন হাত মাটির বিছানা। শুন্য হাতে এসেছি, ফিরতেও হবে শুন্য হাতে। দুনিয়ার জীবনের অঢেল ধন-সম্পদ, বিলাসবহুল ঘরবাড়ি কিছুই আমাদের সাথে যাবে না। কিন্তু একটা কথা নিশ্চিত করেই জানি, মসজিদ-মাদ্রাসায় সাদকায়ে জারিয়া দিয়ে গেলে কবরে বসে এর সওয়াব পেতে থাকবো ক্বেয়ামত পর্যন্ত। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দুনিয়ার সদকার বিনিময়ে পরকালে মাফ করে দিতে পারেন। ”

### আপনি যেভাবে শরীক হবেন

- প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ১ লক্ষ টাকা
- আজীবন সদস্য ৫০ হাজার টাকা
- দাতা সদস্য ২৫ হাজার টাকা

“
রাসুল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মসজিদ নির্মাণ করলো। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (বোখারী -৪৩৯)
তাহলে আমরা কি চাইব না-পরকালে আমাদের একটি ঘর হোক। যে ঘরটিতে আমরা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবো। ”

### সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

**Account Name: Baitus Salaam Mosque**
**Account No : 5818001005902**
**Bank Name: Sonali Bank**
**Branch: Shahbaz Pur, Barlekha, Moulvi Bazar**
**(London Spoke person: 07940 782 876)**

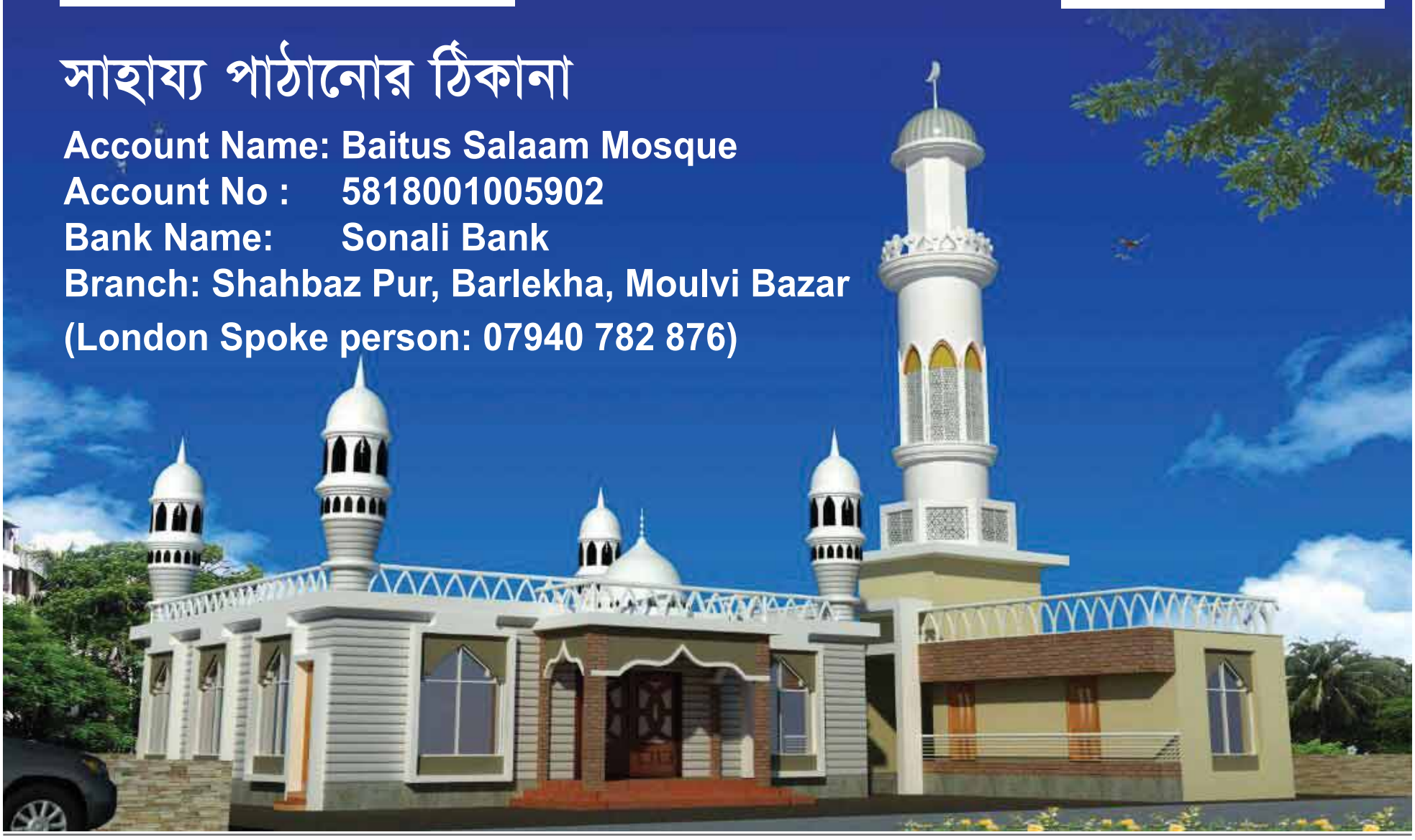

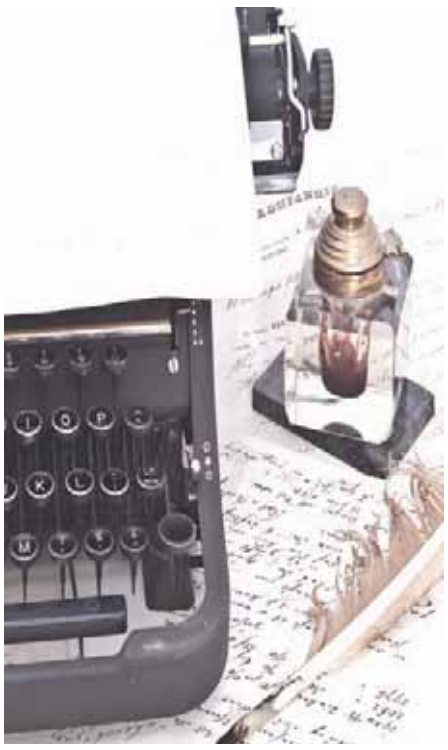

# ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত প্রসঙ্গে

ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে দুই সপ্তাহ ধরে চলমান সংঘাত নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিশেষ উদ্বেগ জন্ম নিয়েছে। বিশেষত জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদে মুসলিমদের প্রবেশের ক্ষেত্রে ইসরায়েল কর্তৃক নানারকমের বিধিনিষেধ আরোপ এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষের সাথে কোনো ধরনের আলাপ-আলোচনা না করে প্রবেশ দ্বারে সিসি ক্যামেরা ও মেটাল ডিটেক্টর স্থাপনের ব্যাপারটি পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রভাবকের কাজ করবে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে। লিকুদ পার্টির নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারের উগ্র জায়নবাদী শরিকদের চাপে প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু এই পদক্ষেপ গ্রহণের প্ররোচনা পেয়েছেন বলে ধারণা করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, আল আকসা মসজিদটি জেরুজালেমের যে স্থলে অবস্থিত তা টেম্পল মাউন্ট ও হারাম আল-শরীফ উভয় নামেই পরিচিত। মুসলিম ও ইহুদি উভয় সম্প্রদায়ের নিকট এই স্থানটি অতিশয় পবিত্র হিসাবে বিবেচিত।

চলতি মাসের ১৪ তারিখে আল আকসার প্রবেশ পথে তিনজন ইসরায়েলি-আরব কর্তৃক দুইজন ইসরায়েলি পুলিশ খুন হয়। পুলিশের পালটা গুলিতে হামলাকারীরাও প্রাণ হারায়। এই ঘটনার পরেও দুই পক্ষ হইতেই একাধিক খুনের ঘটনা ঘটিয়াছে। একই সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাড়িয়াছে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের দমন-নিপীড়ন। কট্টরপন্থি জায়নবাদীরা পুলিশ হত্যার বিষয়টিকে একমাত্র ইস্যু হিসেবে ধরে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল শান্তি প্রক্রিয়ার সামান্য-অবশেষটুকুও নিশ্চিহ্ন করতে সচেষ্ট হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকের মতে, মুসলিমদের নিকট অতিশয় পবিত্র স্থান হিসেবে পরিগণিত আল আকসা মসজিদের উপরে যেকোনো হস্তক্ষেপে ফিলিস্তিনিরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে জেনেই সিসি ক্যামেরা ও মেটাল ডিটেক্টর বসানো হয়েছে। তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এসব ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াকে ফিলিস্তিনিদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসাবে চিহ্নিত করে বিশ্বজনমত ইসরায়েলের দিকে টেনে নেওয়া। এই অভিসন্ধিকে সামনে রেখেই গত কয়েকদিন ধরে প্রচারণা চালানো হচ্ছে যে, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট হতে প্রাপ্ত শত-শত মিলিয়ন ডলার ইসরায়েল-বিরোধী সংঘাতে লিপ্ত 'সন্ত্রাসীদের' পেছনে ব্যয় করছে।

আল আকসার ঘটনার প্রতিবাদে দীর্ঘদিন ধরে মৌন হয়ে থাকা ফিলিস্তিনিরা মুখর হয়ে উঠেছে। আল আকসাকে কেন্দ্র করে তারা ইসরায়েলি নির্যাতনের বিরুদ্ধে নূতন করে রাস্তায় নামছে। এরই ধারাবাহিকতাতে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ইসরায়েলের সাথে চলমান সকল ধরনের নিরাপত্তা সহযোগিতা স্থগিতের ঘোষণা দিয়াছেন। এহেন পরিস্থিতিতে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের মধ্যে আল আকসা নিয়ে মতভেদের খবর সংবাদমাধ্যমে আসতে শুরু করেছে। কোনো কোনো পর্যবেক্ষকের মতে, আল আকসাকে কেন্দ্র করে তৃতীয় ইন্তিফাদার আশঙ্কা করেতে শুরু করেছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়েল শ্যারনের আল-আকসা এলাকা তথা হারাম আল-শরীফ পরিদর্শনের প্রতিবাদে ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলবিরোধী দ্বিতীয় ইন্তিফাদা তথা অভ্যুত্থানের সূচনা করেছিলেন। ২০০৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত চলতে থাকা দ্বিতীয় ইন্তিফাদাতে কমপক্ষে তিন হাজার ফিলিস্তিনি ও এক হাজার ইসরায়েলি প্রাণ হারায়। প্রথম ইন্তিফাদাটি ১৯৮৭ সালে শুরু হয়ে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এর পুনরাবৃত্তি অভিপ্রেত নয়।

# আরেকটা ৫ জানুয়ারির নির্বাচন?

**মিনা ফারাহ**

কে ভুল, কে ঠিক, অনর্থ বিতর্ক করে নষ্ট হচ্ছে অজস্র মূল্যবান ঘণ্টা। বছরের পর বছর টেলিভিশনের সেটকে চায়ের আড্ডা বানিয়ে, হাজার টাকা দক্ষিণা ছাড়া আজ অবধি আর কিছুই নিয়ে ঘরে ফিরছেন না অতিথিরা। গণতন্ত্রের ভাগ্য আবারো শিকেয় উঠল। নির্বাচন নিয়ে দুই নেত্রী পরস্পর দুই মেরুতে। এ দিকে মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই। আরেকটা ৫ জানুয়ারির হুইসেল মারলেন নীতিনির্ধারকেরা। এ দিকে লাখ লাখ নেতাকর্মীকে অকার্যকর রেখে, আরেকটা ৫ জানুয়ারির পক্ষে, সব রকম সহায়তাই করে চলেছেন সব রাজনৈতিক দল। বিরোধী জোটের লাখ লাখ ভোট নিয়েও রাজনৈতিক ঘুঁটির চালে হেরে গেছেন। তাহলে ২০১৯-এ আরেকটি ৫ জানুয়ারি উপহার কি পাচ্ছে জাতি? কথাগুলো ফুটে উঠেছে ১৫ জুলাই নয়া দিগন্তে, জাকির হোসেনের 'শেখ হাসিনাতে ছাড় নয়' লেখায়। তিনি লিখেছেন, সহায়ক সরকারের চুক্তি এঁটে দিলে, বিএনপিকে ছাড়াই আবারো ৫ জানুয়ারির মতো একতরফা নির্বাচন করবে আওয়ামী লীগ। সংবিধানের ৫৭ ধারার ৩ উপধারা অনুযায়ী, 'প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী স্বীয় পদে বহাল থাকিবে, এই অনুচ্ছেদের কোনোকিছু অযোগ্য করিবে না।' মহাসচিব বলেছেন, শেখ হাসিনাই থাকবে নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান। এটা মেনেই সব দলকে নির্বাচনে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো আপস হবে না। এসবের অর্থ খোঁজার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি।

সংবিধান যা বলে, নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় বিশ্বাসীরা তা অস্বীকার করে। লেখাটির বিশ্লেষণ করলে যা বুঝি, কোনো অবস্থাতেই ক্ষমতা হাতছাড়া করবে না। বিএনপিও যেন সেভাবেই প্রস্তুত থাকে। খালেদার যেকোনো নির্বাচনী ফর্মুলা বাতিল করে দেবে। এসব জেনেশুনেই যেন নির্বাচনে আসে। আমরা জানি, একা এরশাদকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয় পশ্চিমারা। তারা চাইছে, যেকোনো মূল্যে পরবর্তী সংসদে বিএনপিকেও বিরোধী দলে নিতে। এসবই পুঁজিবাদের হিসাব। ক্ষমতায় থেকেই ২০২১-এর স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীর ঘোষণার পেছনে পুঁজিবাদীদের হিসাব। আরেকটা ৫ জানুয়ারির অগ্রিম ফরমান এরই প্রতিধ্বনি। বিষয়টি যেন প্রথম বোমার পর, হিরোশিমার ওপর দ্বিতীয় দফায় পারমাণবিক বোমা ফেলা।

২ নম্বর ৫ জানুয়ারির ঘোষণাকে ৯৯ ভাগ বিশ্লেষকই এড়িয়ে যাবে, কারণ ক্রেমলিন স্টাইলে দমনপীড়নকে ভয় পায়। বিএনপির নীতিনির্ধারকেরা জানেন, যেসব পরাশক্তি ২০০৮-এর স্বেচ্ছানির্বাসিত কারো হাতে ক্ষমতা ধরিয়ে দিয়েছিল, লন্ডনে নির্বাসিত নেতার প্রতি আগ্রহ নেই। বিএনপিকে এই অবস্থায় আনার জন্য একা আওয়ামী লীগ দায়ী নয়। ক্ষমতাও মামাবাড়ির আবদার নয়। টিকতে হলে বিএনপিকে আবারো বিএনপি হতে হবে। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত। জোটের সাইজ বাদ দিয়ে যাদের লাখ লাখ ভোট, এখন তাদের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। '৭১-এ পাকিস্তানে লুকিয়ে থাকা এবং ৭২-এ দেশে ফেরার পর থেকেই সেনাবাহিনী এবং গণতন্ত্রকে ক্রমাগত কলুষিত করা এরশাদকে যে দেশের মানুষ সংসদে গ্রহণ করে, এটাই সেই রাজনৈতিক যুক্তি।' রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। ব্রেক্সিট, ট্রাম্প, মোদির উত্থান তারই প্রমাণ। লন্ডন মিশন নিয়েও ওবায়দুল কাদেরদের অশ্লীল বক্তব্যের প্রতিবাদে আগেও লিখেছি, একমাত্র বেগম জিয়াই জনগণকে হাঙ্গরের মুখে রেখে বিদেশে পাড়ি জমাননি। সুতরাং লন্ডন যাওয়ার সাথে ২০০৮-এর কলঙ্ককে জড়ালে– লজ্জাজনক।

আবারো ৫ জানুয়ারির ঘোষণাটির গভীরে যেতে হবে। লীগের ক্রেমলিন মানসিকতা আজকের নয়। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার উদাহরণ ক্রেমলিন। এরাও ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে, ভেতরে এবং বাইরে থেকে নির্বাচনে ঢোকার সব ক'টা দরজাই বন্ধ করে দিয়েছে। লীগের জনপ্রিয়তা প্রায় শূন্যের কোঠায়। গণতন্ত্রকামীরা সুযোগ পেলে, ভবিষ্যতে আর কখনোই ক্ষমতায় আসতে দেবে না। এসব তথ্য জানে বলেই ক্রেমলিনের আচরণ। যেকোনো পন্থায় ক্ষমতা দখলে না রাখলে, লাখ লাখ কর্মী মারা যাওয়ার সঙ্কেত দিচ্ছেন ওবায়দুল কাদের। নিরপেক্ষ নির্বাচন বন্ধ না করলে, বিএনপির পক্ষে ৭০-এর ভোটবিপ্লব হবে। হলে, দেশ বিভাগের মধ্যরাতের ভয়াল অবস্থা আবারো হবে। এত দিনের জমাট ক্ষোভ এবং অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া সুখকর হবে না।

> প্রতিদিনই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে মিডিয়ায় সোচ্চার থাকা; রাজনৈতিক ভাষায় সংস্কার। রকীব উদ্দিনের রাজনৈতিক পুত্র ইসিকে প্রত্যাখ্যান। জাতিসঙ্ঘের অধীনে আফ্রিকার কনফ্লিক্ট দেশে নির্বাচন করে দেয় আমাদের পুলিশ; এবার জাতিসঙ্ঘকেই আগামী তিনটি নির্বাচনে সম্পৃক্ত করার দাবি তুলতে হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে ভোট ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে রেড অ্যালার্ট। স্থানীয় পর্যবেক্ষকদেরকে সম্পৃক্ত করা।

দলের ভেতরে এমন অস্থিরতা, যা প্রতিদিনই শিরোনাম হচ্ছে মিডিয়ায়। এমন অশ্লীল বক্তব্য অতীতের কোনো সরকারই দেয়নি। বর্তমান সরকারের মতো এত অসহায় অতীতে অন্য কেউই ছিল না। এমনকি ইদিআমিন, নরিয়েগা, ইরানের শাহের মতো স্বৈরাচারেরাও দেশ ত্যাগের সুযোগ পেয়েছিল। আওয়ামী লীগের বেলায় সেই সুযোগ খুব কম। তবে তাদের মালটিমিলিয়ন ডলারের শক্তিশালী নেটওয়ার্কটি এসব বন্ধ করতেই দেশে-বিদেশে ছায়া সরকার চালাচ্ছে।

ভূমধ্যসাগরে ভয়ঙ্কর মানবিক দুর্যোগ সত্ত্বেও আসাদকে সরাতে না পারার বিষয়টি এই লেখার মূল্যবান উদাহরণ। যতবারই নিরাপত্তা পরিষদে আসাদকে তোলে, ততবারই ভেটো দেন পুতিন। এর কারণ সিরিয়ার খনিজসম্পদ। বাংলাদেশ কখনোই সিরিয়া হবে না। 'এটাও সত্য, আসাদের চেয়ে বেশি ভেটোশক্তি লীগের পক্ষে।' কথায় বলে, মাটির গুণে কেঁচো মোটা। পরাশক্তিদের কারো চাই ঘাঁটির জন্য বঙ্গোপসাগর। কারো চাই বঙ্গোপসাগর এবং খনিজসম্পদ দুটোই। কেউ কেউ জিডিপি জিম্মি করে, ৫০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদানের বিনিময়ে হলেও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষমতার টোপ। সে জন্য যদি 'চেরোনবিলের' মতো দুর্ঘটনা ঘটে, তাতে কী? এ জন্যই ভূমধ্যসাগরে মানবিক দুর্যোগ সত্ত্বেও আসাদই ক্ষমতায়। যতক্ষণ না সুন্দরবন আর রূপপুরের মতো হিসাবগুলো মেলাতে পারবে বিএনপি, ক্ষমতার হিসাব মিলবে না। আসাদের মতোই এদেরকেও সরানোর ঝুঁকি নেবে না অনেকেই। 'সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই আরেকটা ৫ জানুয়ারির প্রস্তুতি।' তারপরেও বাংলাদেশীরা অসম্ভব প্রতিক্রিয়াশীল। সঠিক নির্দেশনা দিলে তারাই ঠেকাবে আরেকটা ৫ জানুয়ারির দৈত্য।

তবে সাম্প্রতিককালে যুগান্তর পত্রিকাতে কিছুটা ব্যতিক্রম। কারণ তাদের প্রকাশক, জাতীয় পার্টির এমপি। দুর্নীতিবিষয়ক তদন্ত রিপোর্টগুলো প্রশংসনীয়। বিরোধী দলে থাকার কারণেই পার্টির দুর্নাম ঘুচাতে হয়তো কিছুটা চেষ্টা প্রকাশকের। অন্য কোনো গণতান্ত্রিক দেশ হলে, দু-একটা রিপোর্ট দিয়েই অনেককে শ্রীঘরে পাঠানো যেত। শুধু বিএনপিরই চোখ-কান সব শাটডাউন।

২

অবশ্য জিহ্বার ঝাল কিছুটা কমেছে। ২০৪১-এর বদলে এখন ২০২১-এ এসে ঠেকেছে। বুঝে গেছে, নির্বাচনে হারলে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীর সামনে সমূহ বিপদ। সে জন্যই হয়তো মাঝে মধ্যে সাধুর ভেক ধরে পাবলিকের মন জয়ের চেষ্টা! আগাচো নিজেও যখন আরো এক টার্ম ক্ষমতায় থাকার মামাবাড়ির আবদার তুলেছেন, বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছে।

তবে নির্বাচনের আগেই হেরে গেলেও শেষ হয়ে যায়নি বিএনপি। তরকারির ঝাল না বুঝলে, বুঝতে হবে জিহ্বার কোনো অসুখ হয়েছে। সুতরাং জিহ্বার চিকিৎসা লাগবে। লন্ডন বিএনপির বিষয়ে বিশ্বমোড়লদের ইন্টারেস্ট না থাকলেও, হাসিনাকে ক্ষমতায় আনার গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়ে গণতন্ত্রের উপকার করেছেন হিলারি। আর হিজড়াবিরোধী দলের বিরুদ্ধে সংসদীয় গণতন্ত্রের সতীত্ব রক্ষায় এগুলোই বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে।

এখন যা করণীয়। পার্টিতে শুদ্ধি অভিযান। কারণ এরা বিএনপির বোঝা। প্রয়োজনে টিকিটিও দেখা যায় না। প্রতিদিনই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে মিডিয়ায় সোচ্চার থাকা; রাজনৈতিক ভাষায় সংস্কার। রকীব উদ্দিনের রাজনৈতিক পুত্র ইসিকে প্রত্যাখ্যান। জাতিসঙ্ঘে ঘর অধীনে আফ্রিকার কনফ্লিক্ট দেশে নির্বাচন করে দেয় আমাদের পুলিশ; এবার জাতিসঙ্ঘকেই আগামী তিনটি নির্বাচনে সম্পৃক্ত করার দাবি তুলতে হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে ভোট ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে রেড অ্যালার্ট। স্থানীয় পর্যবেক্ষকদেরকে সম্পৃক্ত করা। বিএনপিকে জনগণের চাওয়া-পাওয়ার গণতান্ত্রিক নির্বাচন আদায় করতে হলে জনগণকে সাথে নিয়ে জারি রাখতে হবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইনটি বাদ দেয়ার গুপ্ত এজেন্ডা দাবির সামনে ব্যাপকভাবে তুলে ধরতে হবে। সংবিধানকে কলুষিত করার বিরুদ্ধে তুমুল এক্টিভিজম।

৩

বর্তমান সময়ের বিশ্বের সবচেয়ে বিতর্কিত এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার রাষ্ট্রনায়ক হচ্ছেন পুতিন। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের ক্ষমতাসীনদের কর্মকাণ্ডের সাথে রয়েছে তার হুবহু মিল। পশ্চিমারা বলে, পুতিন ঠাণ্ডামাথার খুনি। পুতিনের সঙ্গে হ্যান্ডশেকের ভাগ্য খুব কম লোকেরই জোটে। যাদের জোটে, কী মূল্য দিতে হয়, রাজনৈতিক পর্যালোচনার মতো বিশ্লেষকের অভাব। নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় বিশ্বাসী এ রাষ্ট্রনায়কের ইতিহাস জানলে, আমাদের পরিস্থিতিও বুঝতে সুবিধা হবে। সাবেক কেজিবি প্রধান এবং একসময় পুলিশেরও প্রধান এই পুতিনের হাতে কয়েক শ' পুলিশ এবং হাজার হাজার এক্টিভিস্ট উধাও। তার বিরুদ্ধে গেলেই গুপ্তবাহিনী দিয়ে হত্যা। গেল কয়েক মাসে একাধিক রাষ্ট্রদূতসহ বহু এক্টিভিস্টকে হত্যার প্রমাণ। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, পুতিনমুক্ত রাশিয়া আন্দোলনের জনপ্রিয় বিরোধী নেতা 'বরিস মেনটভকে' ২০১৫ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি গুপ্তবাহিনী দিয়ে হত্যা।

সাবেক প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিনের দুর্নীতি আর কেলেঙ্কারির কথা কে না জানে? রাশিয়ার অর্থনীতিকে প্রায় ধ্বংস করেছিল বরিস। ব্যাংকের টাকা উধাও, আমানতকারীদের লম্বা লাইন, একটি পাউরুটির মূল্য ৯০ রুবেল? তারই প্রশাসনের কর্মচারী পুতিন সেই সুযোগই লুফে নিয়ে, দুর্নীতিবাজ বরিসকে বিচার না করার শর্তে, ১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী। ২০০০ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট। সংবিধানে টার্মলিমিট থাকায়, ২০০৮ থেকে ২০১২ পর্যন্ত আবারো প্রধানমন্ত্রী পদে থেকে নিজেকে পার্টি চেয়ারম্যান ঘোষণা করে প্রেসিডেন্টের সময়কাল আরো দুই বছর বাড়িয়ে নেয়া। এরপরই থার্ডটার্ম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী। তার শাসনামলে জিডিপির অভাবনীয় স্ফীতির মূলে, দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের বিস্তারলাভ এবং ব্যবসায় ইঞ্জিনিয়ারিং। ন্যাশনালাইজড কোম্পানিগুলোর দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের দক্ষিণহস্ত পুতিন। লুটপাটের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বেনামে পশ্চিমে, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার গেড়াকলে যার বেশির ভাগই আটক। বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় যাদের কথা লিখছে, যেন বাংলাদেশের ক্রেমলিনের প্রতিধ্বনি।

পরিস্থিতি বোঝার জন্য কম্পিউটার জিনিয়াস স্টিভ জবসের একটি মূল্যবান উদাহরণ। তার মতো বিস্ময়কর মানুষ আর কে! মাত্র ২৬ বছর বয়সেই অ্যাপেল কম্পিউটার বাজারজাত করে মাল্টিবিলিয়নিয়ার। অথচ এই মানুষটিই কিনা, হারবাল চিকিৎসকের কুবুদ্ধিতে মাত্র ৫৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল। তার মতো ব্যক্তিত্বের জন্য পৃথিবীর সর্বোচ্চ ক্যান্সার বিশেষজ্ঞের হাতে সর্বোচ্চ চিকিৎসা কোনো বিষয়ই নয়। হলে অনেক বছর বেঁচে যেতেন। ভুল সিদ্ধান্ত নিলে যা হয়। বিএনপির অনেক ইতিবাচক দিক নিয়ে লিখেছি। ঘরের শত্র" বিভীষণ আর বাইরের শত্র" আওয়ামী লীগের কথাও লিখেছি। আরেকটা ৫ জানুয়ারি ঘোষণার পর এখন কী করবে বিএনপি?

তথ্যচিত্রে প্রকাশ, সংবিধান সংশোধন করে নিজেকে আজীবন প্রেসিডেন্ট করতে চলেছেন পুতিন। '১৯৯৯ সনে ভোট দিয়ে রাশিয়ানরা যাকে নির্বাচিত করেছে, সেটাই ফাইনাল।' –ভ্লাদিমির পুতিন। (তথ্যসূত্র : ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, উইকিপিডিয়া...)।

আওয়ামী নীতিনির্ধারকদেরও ঘোষণা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীই নির্বাচনকালীন সরকারে থাকবে। সহায়ক সরকার প্রশ্নে বিএনপি অনড় থাকলে আরেকটা ৫ জানুয়ারির মতো নির্বাচন করবে।

একমাত্র নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় বিশ্বাসীরাই সংবিধানে ৫৭ ধারার ৩ উপধারার মতো কলুষতায় জড়ায়। নির্বাচনে জয়পরাজয়ের যে দলটির সাথে মাত্র দু-এক লাখ ভোটের ব্যবধান, সেই দলটির লাখ লাখ ভোটারকে নির্বাচনের বাইরে রাখার যেকোনো অপচেষ্টাই, আলোচনার প্রধান খোরাক হওয়া উচিত নয় কি?

# জাতীয় সংবাদ নির্বাচন ‘না’ ভোট ও সেনা চান ইসির কর্মকর্তারা

**ঢাকা, ২৫ জুলাই :** জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের দিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়মিত বাহিনী হিসেবে চান নির্বাচন কমিশনের (ইসি) মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা। তাঁরা ব্যালটে ‘না’ ভোট রাখারও সুপারিশ করেছেন।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ১৪টি আইন, বিধিমালা ও নির্দেশনা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে আইন সংশোধন ও সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে কমিশন। এ কারণে কমিশনের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের মতামত চাওয়া হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইসির মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা ৯১টি সুপারিশ পাঠান কমিশন সচিবালয়ের আইন শাখায়। এর মধ্যে একই সুপারিশ অনেকেই করেছেন। তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, কর্মকর্তারা মোট ৫৮টি বিষয়ে সুপারিশ করেছেন। গত সপ্তাহে আইন শাখা আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা এবং মানবসম্পদ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা উন্নয়ন শাখার কর্মকর্তাদের পাঠানো এসব সুপারিশকে একটি তালিকায় লিপিবদ্ধ করেছে।

ইসি সূত্র জানায়, এসব প্রস্তাবের একটি খসড়া করে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এ নিয়ে সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সংলাপেও আলোচনা করবে ইসি।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এ (আরপিও) আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংজ্ঞায় পুলিশ, আর্মড পুলিশ, র‍্যাব, আনসার, বিজিবি ও কোস্টগার্ডকে বোঝানো হয়েছে। এতে সেনাবাহিনী বা সশস্ত্র বাহিনীর কথা নেই। বর্তমান আইন অনুযায়ী, সশস্ত্র বাহিনী ‘স্ট্রাইকিং ফোর্স’, তারা ক্যাম্পে অবস্থান করবে, রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রয়োজন মনে করলে তাদের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ডাকবেন।

তবে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ২০০৮ সালের ১৯ আগস্ট এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংজ্ঞায় সশস্ত্র বাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সশস্ত্র বাহিনী নিয়মিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা পালন করে। ২০১৩ সালে আরপিও সংশোধনীতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংজ্ঞা থেকে সশস্ত্র বাহিনীকে বাদ দেওয়া হয়।

ইসির মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সুপারিশে বলা হচ্ছে, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়মিত বাহিনীর সংজ্ঞায় আনা দরকার। সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতাসীন সরকার বলবৎ থাকা অবস্থায় নির্বাচন হবে বিধায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সব দলের জন্য সমান নির্বাচনী পরিবেশ তৈরিতে সশস্ত্র বাহিনীর অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। সাবেক নির্বাচন কমিশনার এম সাখাওয়াত হোসেনও মনে করেন,

নির্বাচনে সশস্ত্র বাহিনীকে পুলিশ বা অন্যান্য বাহিনীর মতো করেই মোতায়েন করা উচিত। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে ভোটারদের আস্থা বাড়ে। সেনাবাহিনী মোতায়েন না হলে সুষ্ঠু নির্বাচন করা কঠিন। তিনি বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংজ্ঞা থেকে সশস্ত্র বাহিনীকে কেন বাদ দেওয়া হলো, বুঝতে পারলাম না।’

অবশ্য নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের প্রশ্নে দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত। বিএনপির অন্যতম দাবি ভোটের দিন সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়মিত বাহিনী হিসেবে মোতায়েন করতে হবে। গত বছরের ২২ নভেম্বর বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সংবাদ সম্মেলনে এই দাবির পাশাপাশি ভোটের দিন সেনাবাহিনীকে বিচারিক ক্ষমতা দেওয়ারও কথা বলেন। জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মওদুদ আহমদ প্রথম আলোকে বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রথম দরকার নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকার। সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে ভোটে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনের কথা বিএনপি বরাবরই বলে আসছে।

তবে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়মিত বাহিনী হিসেবে মোতায়েনের বিপক্ষে। দলটি সশস্ত্র বাহিনীকে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবেই নির্বাচনে দেখতে চায়। জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম প্রথম আলোকে বলেন, বর্তমান নির্বাচনী আইন অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনী যেভাবে মোতায়েন করা হয়, সেভাবেই আগামী নির্বাচনে রাখা উচিত।

তবে জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেন, আস্থার সংকটের কারণে সেনাবাহিনীর বিষয়টি সামনে এসেছে। তবে এতে যদি দলগুলোর মধ্যে আস্থা তৈরি হয়, তাহলে সেনাবাহিনীকে নিয়মিত বাহিনী হিসেবে মোতায়েন করা যেতে পারে।

ব্যালটে ‘না’ ভোট রাখার বিষয়ে ইসির কর্মকর্তাদের সুপারিশে বলা হয়, একটি আসনের কোনো প্রার্থীকেই ভোটারের পছন্দ না-ও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ভোটারের মতপ্রকাশের ভাষা হবে ‘না’ ভোট দেওয়া। ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ‘না’ ভোট ছিল। পরে ২০০৯ সালে বিধানটি বাতিল করা হয়।

তবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুই দলের কেউই ‘না’ ভোট রাখাকে জরুরি মনে করে না। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিম বলেন, এটি দরকার আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। আর বিএনপির নেতা মওদুদ আহমদ বলেন, ‘না’ ভোট রাখা নুরাখা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। এটা নিয়ে কথা হতে পারে।

এ ছাড়া ভয়ভীতির কারণে কোনো প্রার্থী যেন মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধার সম্মুখীন না হন, সে জন্য অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার বিধান রাখার সুপারিশ এসেছে। তবে ইন্টারনেটে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার-প্রচারণার কারণে উসকানি, ব্যক্তিগত আক্রমণের মতো ঘটনা ঘটতে পারে। তাই অনলাইনে প্রচার চালানো নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে।

সাবেক নির্বাচন কমিশনার এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘না ভোট’ গণতান্ত্রিক অধিকার। অবশ্যই এটা রাখা উচিত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা বন্ধে যে সুপারিশ করেছে, সেটি যৌক্তিক। কেননা, এই মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

বাস্তবতার নিরিখে নির্বাচনী আইনে সংস্কার আনার প্রস্তাব করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন ইসির কয়েকজন কর্মকর্তা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনজন আঞ্চলিক কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের সময় তাঁদের বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে। ভোট গ্রহণের সময় কর্মকর্তারা আহত হয়েছেন, মারাও গেছেন। প্রার্থী ও ভোটারদের মধ্যেও আতঙ্ক ছিল। আগামী নির্বাচনও দলীয় সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় হবে। এ কারণে আরপিও বা নির্বাচনী আইনে কিছু সংশোধন-সংযোজন দরকার।

জানতে চাইলে সাবেক নির্বাচন কমিশনার ছহুল হোসাইন প্রথম আলোকে বলেন, মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা পরিস্থিতি ভালো বোঝেন। তাঁদের সুপারিশ তাই গুরুত্বপূর্ণ। তবে কমিশনকে সব দিক যাচাই-বাছাই করে আইন সংশোধন ও সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তন হচ্ছে। নির্বাচনে ভোটের পরিবেশে পরিবর্তন আসছে। তাই নির্বাচনী আইনও যুগোপযোগী করতে হবে।

আরও কিছু উল্লেখযোগ্য সুপারিশ

মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দেওয়া হলফনামায় প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘরে অনেকেই ‘স্বশিক্ষিত’ লেখেন। কিন্তু এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। আইনে এটি পরিষ্কার করার সুপারিশ এসেছে। বর্তমান আইনে সরকারি চাকরি থেকে অবসর ও অপসারণের পর তিন বছর অতিবাহিত না হলে কেউ নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন না। কিন্তু সরকারের কোনো পদ থেকে পদত্যাগ করলে তাঁর ক্ষেত্রে তিন বছরের বাধ্যবাধকতা থাকবে কি না, সেটা স্পষ্ট নয়। এ কারণে আইনে এই ধারায় ‘পদত্যাগ’ শব্দটিও যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

সুপারিশে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের ভোটকেন্দ্র বন্ধে এখতিয়ারের ক্ষেত্রে আরও ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ, প্রিসাইডিং কর্মকর্তার পক্ষে পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ভয়ভীতির কারণে অনেক সময় অভিযোগ বা কেন্দ্রের প্রকৃত অবস্থা রিটার্নিং কর্মকর্তাকে জানানো সম্ভব হয় না। তাই কোনো কেন্দ্রের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে সন্তোষজনক মনে না হলে, রিটার্নিং কর্মকর্তার সুপারিশের অপেক্ষা না করে রিটার্নিং কর্মকর্তা যেন ভোট গ্রহণ বন্ধ করতে পারেন, সে ক্ষমতা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার বিধান সহজ করতে বলা হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়, বর্তমান আইনে ১ শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হয়। এতে যে ভোটাররা স্বাক্ষর করেন, তাঁরা ভয়ে থাকেন।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ব্যক্তিকে কখন বিজয়ী ঘোষণা করা হবে, সেটাও স্পষ্ট করতে বলা হয়েছে। কর্মকর্তাদের সুপারিশ, মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে একমাত্র প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা। এ ছাড়া সমান ভোট হলে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত করার বিধান বাদ দিয়ে সেখানে নতুন করে ভোট গ্রহণের বিধান রাখা এবং আরপিওতে নির্বাচনকালে স্থানীয় সরকার, স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে রদবদল, পদোন্নতি নির্বাচন কমিশনের অনুমতি না নিয়ে করা যাবে না, এমন বিধান রাখা।

নির্বাচনের সময় কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদের ‘বিচারিক ক্ষমতা’ দিয়ে মাঠে নির্বাচনী দায়িত্বে পাঠানো, প্রার্থীদের ওপর নির্ভরশীলতার সংজ্ঞায় ‘ভাই-বোনের’ অবস্থান স্পষ্টকরণ, প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জামানতের বিধান না রেখে অফেরতযোগ্য ৫০ হাজার টাকা রাখা, প্রতীক বরাদ্দ না হওয়া পর্যন্ত দলীয় প্রার্থীদের প্রচার বন্ধ রাখা, দল ও ব্যক্তির ব্যয় পর্যবেক্ষণের জন্য নির্বাচনী এলাকায় সরকারি কর্মকর্তাদের দিয়ে কমিটি করা, মনোনয়নপত্রের সঙ্গে আয়কর সনদ (টিআইএন) জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা, সবার বোঝার জন্য নির্বাচনী আইন আরপিও এবং সীমানা পুনর্নির্ধারণ আইন বাংলায় করার সুপারিশ করা হয়েছে।

# দশঘর ইউনিয়নে দ্রুত নির্বাচনের দাবিতে লন্ডনে সভা

বিশ্বনাথ উপজেলার দশঘর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের দাবিতে সভা করেছেন যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ইউনিয়নের বাসিন্দারা। গত ১৬ রোববার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেনের একটি রেস্টুরেন্টে প্রবীণ মুরব্বি মাহমুদ হোসেন এর সভাপতিত্বে ও আব্দুল কুদ্দুছ এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে প্রবাসীরা অংশনেন এবং দ্রুত নির্বাচন দিতে প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় নির্বাচনের দাবিকে সোচ্চার করতে গঠন করা হয়েছে আহ্বায়ক কমিটি। আহ্বায়ক কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন- আহবায়ক প্রবীণ মুরব্বি মাহমুদ হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম আহবায় আফছর মিয়া ছুট্টু, যুগ্ম আহবায়ক লাকি মিয়া, আজম আলী, ফারুক মিয়া, সদস্য সচিব সোবান আলী বারী, যুগ্ম সদস্য সচিব আখলাকুর রহমান, তানবীর আহম্মদ, আজিম উদ্দিন আজির, আমির আলী, অর্থ সচিব কামাল আহমদ, যুগ্ম অর্থ সচিব, তোফায়েল আহমদ আলম।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হরফ মিয়া, আব্দুল হামিদ, সিদ্দেক আলী, হামদু মিয়া, দুদু মিয়া সিকদার, ফারুক মিয়া, নূরুল ইসলাম, ফিরোজ আলম প্রমুখ।

উল্লেখ্য, আইনী জটিলতায় দীর্ঘ ১০ বছর যাবত নির্বাচন হচ্ছে না বিশ্বনাথ উপজেলার দশঘর ইউনিয়ন পরিষদের। ২০০৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ এই ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৭ সালে এর মেয়াদ শেষ হলেও মামলা জটিলতার কারণে পরিষদের আর কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে উক্ত ইউনিয়নের মানুষ নতুন করে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অভিযোগ উঠেছে নানান অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির। অন্যান্য ইউনিয়ন গুলোতে যেখানে আরো ২ বার করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর একারনে দ্রুত নির্বাচনের দাবিতে বিশ্বনাথের মতো যুক্তরাজ্যে সভা করেছেন ইউনিয়নের প্রবাসীরা। জানা যায়, ২০০৩ সালে জগন্নাথপুর উপজেলার মিরপুর ইউনিয়নের লহরী গ্রামের একাংশ ও বিশ্বনাথ উপজেলার দশঘর ইউনিয়নের মধ্যে সীমানা বিরোধের কারনে স্থানীয় হাজী আব্দুল মালিক নামক ব্যক্তি হাইকোর্টে মামলা করে। এই মামলার পর এখানে আজ পর্যন্ত কোন নির্বাচন হয়নি। এলাকাবাসী বলছেন একটি কুচক্রী মহল কৌশলে মামলার মারপ্যাচে ফেলে এখানে নির্বাচন হতে দিচ্ছে না। ফায়দা লুটতে ও স্ব-পদে বহলা থাকতে এমন করছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ করেন।

অন্যদিকে ২০১৫ সালে মিরপুর ইউনিয়নের শ্রীরামসি গ্রামের বাসিন্দা লন্ডন প্রবাসী মাহবুবুল হক শেরিন মিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের দাবি জানিয়ে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন মামলা করেন। যার জন্য বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানরাই চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। এলাকাবাসী জানান, বিনা কারণে একটি কুচক্রী মহল দু ইউনিয়নে নির্বাচন হতে দিচ্ছে না। আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন জনপ্রতিনিধি চাই। নির্বাচন না হলে গণস্বাক্ষরসহ বিভিন্ন দপ্তরে স্বারক লিপি প্রদান ও মানববন্ধ কর্মসুচি পালন করবো। তারপরও যদি কাজ না হয় কঠোর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।

# জগন্নাথপুর ব্রিটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাস্টের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

জগন্নাথপুর ব্রিটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে'র উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী গত ১১ জুলাই মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের অট্রিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি আশিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মহিব চৌধুরী ও সহ-সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম বাবুর যৌথভাবে পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক জেলা প্রশাসক ব্যারিস্টার এনামুল কবির ইমন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট বিভাগীয় ক্রিকেট বোর্ডের ডাইরেক্টর শফিউল আলম নাদেল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সেক্রেটারি মুজিবুর রহমান মুজিব।

সভায় বক্তারা জগন্নাথপুরে ট্রাস্টের উদ্যোগে কলেজ প্রতিষ্ঠায় সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক জেলা প্রশাসক ব্যারিস্টার এনামুল কবির ইমন এর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

সভায় বক্তারা সুনামগঞ্জে কোনো ইউনিভার্সিটি না থাকায় সেখানে একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করলে প্রবাসীরা সার্বিক সহযোগিতা ও বিনিয়োগ করতে আগ্রহী বলে জানানো হয়।

সভায় পরামর্শমূলক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ফাউন্ডার সভাপতি এম এ আহাদ, সাবেক সভাপতি এমএম নূর, আলহাজ্ব সাজ্জাদ মিয়া, প্রবীণ ট্রাস্টি নূরুল হক লালা মিয়া, আব্দুল আলী রউফ, সাবেক মেয়র গোলাম মতুর্জা, সিনিয়র সহ সভাপতি ইকবাল এম হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মল্লিক শাকুর ওয়াদুদ, সাবেক ট্রেজারার হাসনাত আহমদ চুন্নু, ট্রাস্টি আব্দুল মিয়া, আঙগুর আলী, একলাছুর রহমান, ফারুক মিয়া, বাদশা মিয়া, তাহের কামালী, ফারুক মিয়া, এখলাছুর রহমান, আব্দুল কাদির, আব্দুল হক জমির, ফয়জুর রহমান, সাবেক কাউন্সিলার জেনেট রহমান, সৈয়দ সাদেক, মিসবাহ জামান, সৈয়দ মরতুজ আলী, মতিউর রহমান, আরফিক আলী প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# প্রবীণ শিক্ষাবিদ তজম্মুল আলীর মৃত্যুতে বিশ্বনাথ এইড ইউকে'র শোক প্রকাশ

প্রবীণ শিক্ষাবিদ বিশ্বনাথ উপজেলা সদরের ঐতিহ্যবাহী রামসুন্দর অগ্রগামী উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক ও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম মরহুম তজম্মুল আলীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিশ্বনাথ এইড ইউকের নেতৃবৃন্দ। এক শোক বার্তায় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ শিক্ষাবিদ তজম্মুল আলী বিশ্বনাথের শিক্ষার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বনাথবাসী

একজন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদকে হারিয়েছে। তার অনুপস্থিতি কখনো পূরণ হবার নয়। বিশ্বনাথ এইড ইউকের পক্ষে শোক প্রকাশ করেছেন সভাপতি মিসবাহ উদ্দিন, সহ সভাপতি আব্দুর রহিম রঞ্জু, কাউন্সিলার আয়াছ মিয়া, সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসনাত, ট্রেজারার জাকির হোসেন কয়েছ, ট্রাস্টি খালেদ খান, আব্দুল বাছিত রফি, মোহাম্মদ ছোবহান, আবুল কালাম, শাহ সুপন, আব্দুল হামিদ টিপু, বখতিয়ার খান, সাব্বির আহমদ, শামছুল আলম মেহেদী, আবুল হোসেন, জাকেল বখত চৌধুরী জুয়েল, ফারুক মিয়া।

উল্লেখ্য, প্রবীণ শিক্ষক তজ্জমুল আলী গত ১১ জুলাই মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টায় সিলেটে তার নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। বৃহস্পতিবার বিশ্বনাথে দু'দফা জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবর স্থানে দাফন করা হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# মিরাবাজার উদ্দীপন নবপুষপের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত সিলেট নগরীর মিরাবাজারের উদ্দীপন নবপুষপ এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে তৃতীয়বারের মতো পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গত ৯ জুলাই রোববার পূর্ব লন্ডনের সালমনলেইনের একটি হলে তরুণ সংগঠক মুহিবুর রহমান মুহিব, মুন্না ইসলাম, দেলওয়ার হোসেন ও রাসেদ আহমেদের উদ্যোগে আয়োজিত এই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিশিষ্ট টিভি উপস্থাপক আহমেদ সদাগর সায়েক।

এ সময় তাকে সহযোগিতা করেন মোহাম্মদ জামান মনা, সালে আহমেদ জিলান, কামরুল শিবলি, জাকারিয়া খান, ইউসুফ রুকু, জুম্মি চৌধুরী, তৌহিদ মামুন ও কামাল আহমেদ। অনুষ্ঠানটি স্পন্সর করে এক্সিডেন্ট ডাইরেক্ট ক্লেইম লিমিটেড বার্মিংহাম। আলোচনা সভায় সিলেট নগরীর মিরাবাজারের উদ্দীপন নবপুষপ এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে আগামীতে আরো বড় পরিসরে পুনর্মিলনী আয়োজনের আহবান জানানো হয়। বিদেশের মাটিতে এরকম একটি পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজন করায় উপস্থিত সকলেই আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। এসময় আয়োজকরাও আগামীতে আরও ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এতে তারা সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবির আহমদ শামীম, সাদাৎ আলী সুমিন, দেলোয়ার হোসেন বাদাল, দেলোয়ার হোসেন খান মান্না, সুদিপ রাজন বাপ্পু, ইফতিখার আহমদ তারেক, আমিনুল ইসলাম সাজু, বাবুল রহমান, জমশেদ আলী, আল মুমিন, আকিক মিয়া, শাহিন আহমদ (লাম্বা), সিতু চৌধুরী, লিটন চৌধুরী, মুজিবুর রহমান মুজিব, তাহসিন সাকিল, ইমাম উজ্জামান সারোয়ার, দেলোয়ার জামান, শাহীন তালুকদার, শাহিন জামান, জুবায়ের চৌধুরী, ফারুক আহমদ, জুমি চৌধুরী, আব্দুল জলিল চৌধুরী, চৌধুরী আব্দুল, তানভির আহমদ, আশফাক আহমদ, রুবেল চৌধুরী, আব্দুল কাদির সামছু, নাসিম আহমদ, জাবেদ কাদির, মুজাম্মেল হক টিপু, তোয়াহিদুর মামুন, ফখরুল আহমদ, আসিফ ইকবাল জামিল, আজিজুর রহমান লায়েক, মাসুম আহমদ, ইফতিখার তানিম, আশরাফ আহমদ প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# জগন্নাথপুরের তিন সমাজসেবী স্মরণে সৈয়দপুর যুবকল্যাণ পরিষদের দোয়া মাহফিল

সৈয়দপুর যুবকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে সৈয়দপুরের বিশিষ্ট শিল্পপতি মরহুম আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল ফজল, সৈয়দপুর হুসাইনিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা সচিব মাওলানা সৈয়দ ফুজায়েল আহমদ ও সৈয়দ আবুল কালাম স্মরণে এক শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১২ জুলাই বুধবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রোবিজনেস সেন্টারে সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ সাদেক আহমাদের সভাপতিত্বে ও জিয়াউল ইসলাম সৈয়দ এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় পবিত্র কুরআন থেকে তিলওয়াত করেন সৈয়দ আমিনুল ইসলাম। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোঃ সাজিদুর রহমান। স্মরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে রাখেন যুক্তরাজ্য সফররত অর্থ প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ কমিউনিটি নেতা সৈয়দ নুরুল ইসলাম দুলু, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সৈয়দ নাহাশ পাশা, কমিউনিটি নেতা সৈয়দ আবুল কাসেম, নুরুল হক লালা মিয়া, আব্দুল আলী রউফ, মল্লিক শাকুর ওয়াদুদ, মোঃ তারিফ আহমদ, সৈয়দ জুনেদ আহমদ, শেখ আব্দুন নুর, সৈয়দ খালিদ মিয়া ওয়ালিদ, সৈয়দ ইউনুস আলী, পীর কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার, সৈয়দ আব্দুস সালাম রাজা, সৈয়দ মুজিবুর রহমান মন্টু, অধ্যাপক শৈখ আবু তালহা, মুজিবুর রহমান মুজিব, মাওলানা সৈয়দ ফারুক আহমদ, মোস্তাকুজ্জামান খোকন, শাহেদ আলী, রাহাত তরফদার, মোঃ কামরুল ইসলাম, সৈয়দ তারেক আহমদ, সৈয়দ আশফাক আহমদ, খোকন কুরেসী, সৈয়দ মনসুর আলম বাবুল, সৈয়দ হুসাইন আহমদ সাজনু, আবুল খয়ের, মোঃ সুহেল আহমদ, মোঃ রয়েস মিয়া, শেখ রেজওয়ানুর রহমান, সৈয়দ সাবির আহমদ, সৈয়দ মামুন আহমদ, রফিকুল হক হিরন, সরফরাজ জুবের, সৈয়দ আতাউর, সৈয়দ সুমন আহমদ, আবুহেনা রাজা প্রমূখ। শেষ পর্যায়ে মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

### বার্মিংহামে খেলাফত মজলিসের কর্মী সমাবেশে যুবায়ের আনসারী

# শান্তি ও মুক্তির জন্য কুরআন-সুন্নাহর প্রকৃত অনুসরণের বিকল্প নাই

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস বার্মিংহাম ও মিডল্যান্ড শাখার যৌথ উদ্যোগে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৬ জুলাই রোববার স্থানীয় একটি কমিউনিটি হলে বার্মিংহাম শাখার সভাপতি ব্যারিস্টার মাওলানা বদরুল হক এর সভাপতিত্বে ও সিনিয়র সহ-সভাপতি মুফতি মাহবুবুর রাহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় নায়বে আমীর, আল্লামা যুবায়ের আহমদ আনসারী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে আল্লামা যুবায়ের আহমদ আনসারী বলেন, মানবতার ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য কুরআন ও সুন্নাহ'র প্রকৃত অনুসরণের বিকল্প নাই। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ সকল ক্ষেত্রে শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় খেলাফত এর বিকল্প নেই। আর আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কাজ করে যাচ্ছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য শাখার প্রধান উপদেষ্টা শায়খ মাওলানা আব্দুল আজিজ। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদিস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য শাখার উপদেষ্টা মাওলানা শামছুদ্দীন, প্রবীণ আলেম মাওলানা আবু সাঈদ, যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি হাফিজ মাওলানা সালেহ আহমদ, মিডল্যান্ড শাখার সহ সভাপতি মাওলানা আহমদ হোসাইন, হাফিজ মুনছুর আহমদ রাজা, বার্মিংহাম শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুর রহীম, মাওলানা এনামুল ইসলাম খান, সাধারণ সম্পাদক হাফিজ সৈয়দ শিহাব উদ্দীন, মিডল্যান্ড শাখার সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা মুহিবুর রহমান মাসুম, সহসাধারণ সম্পাদক হাফিজ কবির, বার্মিংহাম শাখার সহসাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব শায়খুল ইসলাম জাকারিয়া, মাওলানা নুরুল ইসলাম, মাওলানা সিরাজ আহমদ, মাওলানা উবায়দুল্লাহ শামীম, হাফিজ মাওলানা আহসান হাবীব, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, আলহাজ্ব সিরাজ মিয়া, হাফিজ মুহসিন হক্কানী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# প্রবীণ কমিউনিটি নেতা আমীর আহমদ সিংকাপনী স্মরণে দোয়া মাহফিল

বিলেতের প্রবীণ কমিউনিটি নেতা, ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মরহুম আমীর আহমদ সিংকাপনী স্মরণে এক আলচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৭ জুলাই সোমবার পূর্ব লন্ডনের ভ্যালেন্স রোডের একটি হলে প্রবীণ ক্যাটারার্স ও সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট পত্রিকার সাবেক ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আলহাজ এ এস মোহাম্মদ সিংকাপনীর সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক কেএম আবু তাহের চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আলেম হাফেজ মাওলানা তফজ্জুল হক হবিগঞ্জী।

দোয়া মাহফিলে মরহুম আমীর আহমদ সিংকাপনীর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকের চেয়ারপার্সন নুরুল ইসলাম মাহবুব, জিএসসির সাবেক চেয়ারপার্সন আলহাজ এম আলাউদ্দিন আহমদ, মুক্তিযোদ্ধা আহবাব হোসেন চৌধুরী, সাবেক মেয়র আব্দুল আজিজ সরদার, কমিউনিটি নেতা আলহাজ জিল্লুল হক, মাওলানা আব্দুল মালিক, মাওলানা রফিক আহমদ রফিক, সাবেক ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার ওহিদ আহমদ, কাউন্সিলার মোহাম্মদ মোস্তাকিম প্রামানিক, আব্দুস সাত্তার খান, কবি শিহাবুজ্জামান কামাল, হাজী তাহির আলী প্রমূখ।

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তারা বলেন, মরহুম আমীর আহমদ সিংকাপনী সারাজীবন কমিউনিটির সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে প্রবাসে জনমত গঠন, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সকল সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করা ও বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে প্রবাসে নেতৃত্ব দিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ব্রিটেনের বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ ও কমিউনিটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মরহুম সিংকাপনীর তিনটি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখা আরো তিনটি বই প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। ওলীয়ে কামেল হাফেজ মাওলানা আব্দুল কাদের চৌধুরী সিংকাপনী (রাঃ) এর তৃতীয় পুত্র আমীর আহমদ সিংকাপনী পারিবারিক ঐতিহ্যের সূত্র ধরে সমাজের কল্যাণে কাজ করে গেছেন।

অনুষ্ঠানে মরহুম আমীর আহমদ সিংকানী ও সিংকাপনী মাওলানা ব্রাদার্সের জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন প্রধান অতিথি শায়খুল হাদিস আল্লামা তাফজ্জুল হক হবিগঞ্জী। দোয়া মাহফিলে আলেম, উলামাসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও মরহুমের আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি


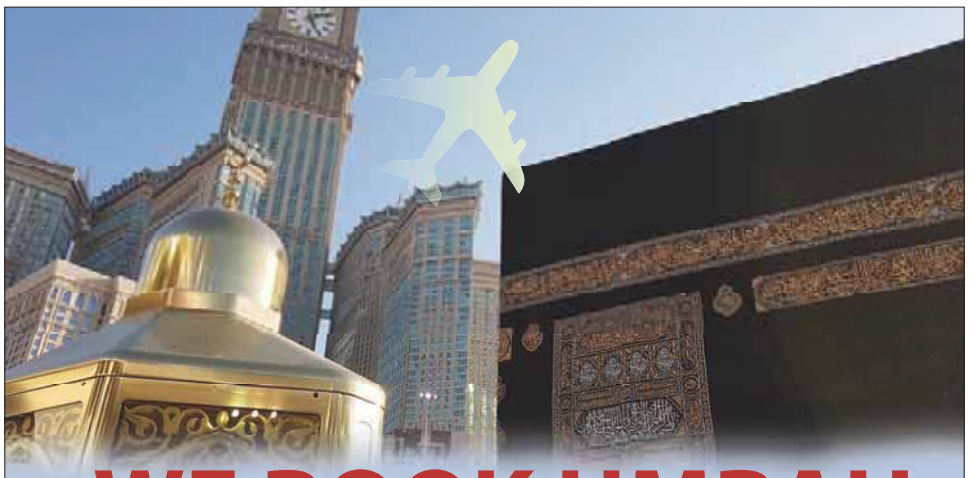

WE BOOK UMRAH
FULL PACKAGE

TICKET ● HOTEL 3-5 STARS ● VISA ● TRANSPORT
EXPERIENCED MUALLIM TOUR GUIDE AROUND MECCA AND MADINA

TAKING BOOKINGS FOR UMRAH
SPECIAL OFFER FOR ADVANCED BOOKINGS

ZAM ZAM TRAVELS
MONEY TRANSFER AND CARGO

388 GREEN STREET, LONDON, E13 9AP
0208 470 1155
zamzamtravelsuk@gmail.com

জামেয়া ইসলামীয়া দারুল উলুম দেউলগ্রাম মাদ্রাসা
বিয়ানীবাজার সিলেট এর প্রাক্তণ ছাত্র পরিষদ ইউ'কের উদ্যোগে
ওয়াজ ও দোয়া মাহফিল
Venue:
BLUE MOON MEDIA CENTRE
Mile End Road (Opposite Water Lily) London E1 4UN
Time : 6-10 PM
2nd August 2017
Wednesday, বুধবার
সভাপতিত্ব করবেন
হযরত মাওলানা হাফিজ শামসুল হক সাহেব
সভাপতি, জামেয়া ইসলামীয়া দারুল উলুম দেউলগ্রাম মাদ্রাসা প্রাক্তণ ছাত্র পরিষদ ইউ'কে
প্রধান অতিথি : আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসিরে কোরআন
হযরত মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরী
বিশেষ অতিথিবৃন্দ :
হযরত মাওলানা তুহুর উদ্দীন সাহেব প্রিন্সিপাল এশাতুল ইসলাম ফোর্ডস্কয়ার লন্ডন
হযরত মাওলানা মোস্তফা আহমদ সাহেব চেয়ারম্যান দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসা লন্ডন
হযরত মাওলানা জমসেদ আলী সাহেব চেয়ারম্যান মাজাহিরুল উলুম লন্ডন
হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব শায়খুল হাদিস এশাতুল ইসলাম ফোর্ডস্কয়ার লন্ডন
অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ সাহেব খতীব আলহুদা একাডেমী লন্ডন
হযরত মাওলানা ইমদাদুর রহমান মাদানী সাহেব প্রিন্সিপাল মাজাহিরুল উলুম লন্ডন
আহবানে : মাওলানা ছাদিকুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক দেউলগ্রাম মাদ্রাসা প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ ইউকে, Mobile : 07960818621
দেউলগ্রাম মাদ্রাসা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউকের পক্ষে
মাওলানা মাহবুব আহমদ, মাওলানা আব্দুল আহাদ, মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন, মাওলানা শাব্বির আহমদ, মাওলানা আব্দুল হামিদ, মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান, মাওলানা আনোওয়ার হুসাইন, মাওলানা মামুন আহমদ, মাওলানা আতিকুর রহমান, হাফিজ মাওলানা রশিদ আহমদ, মাওলানা আব্দুল খালিক সাহেদ, মাওলানা মুহসিন উদ্দীন, মাওলানা জুবায়ের আহমদ, হাফিজ নুরুল ইসলাম, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা ফয়েজ আহমদ।
বিস্তারিত জানতে : 07484273897, 07949307440, 074276033019

# লন্ডনে প্রবীণ শিক্ষাবিদ তজম্মুল আলী স্মরণে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

প্রবীণ শিক্ষাবিদ বিশ্বনাথ উপজেলা সদরের ঐতিহ্যবাহী রামসুন্দর অগ্রগামী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় ৫ দশকের সাবেক প্রধান শিক্ষক মরহুম তজম্মুল আলীর রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্কুলের সাবেক শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে বিপুল সংখ্যক সাবেক ছাত্র ও শিক্ষকগন অংশনেন।

গত ১২ জুলাই বুধবার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন জামে মসজিদে স্কুলের সাবেক ছাত্র আসাদুর রহমান আসাদ ও সাবেক শিক্ষক আব্দুল গফুর এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত মিলাদ মাহফিল পরিচালনা করেন ব্রিকলেন জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা নজরুল ইসলাম। দোয়া পরিচালনা করেন মুফতি মাওলানা আশরাফুর রহমান। এসময় সাবেক ছাত্রদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাহ আজিজুর রহমান, মির্জা আছহাব বেগ, নজরুল ইসরাম, আজম খান, মহসিন আহমদ, আব্দুল খালিক, হাজী হাছন আলী, গৌছ খান, ডঃ মুজিবুর রহমান, গোলজার খান, জাকির হোসেন কয়েছ, মোহাম্মদ মানিক মিয়া, আব্দুস সাত্তার, ওয়াহিদ আলী, মাসুক মিয়া, ফারুক মিয়া, আব্দুল হান্নান প্রমুখ।

উল্লেখ্য, প্রবীণ শিক্ষক তজ্জমুল আলী গত ১১ জুলাই মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টায় সিলেটে তার নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। বৃহস্পতিবার বিশ্বনাথে দু'দফা জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# আল্লামা তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জী হাসপাতালে, দোয়া কামনা

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সিনিয়র সহ সভাপতি, উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষ হাদিস বিশারদ, শায়খুল হাদিস আল্লামা তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জী অসুস্থ হয়ে গত ২০ জুলাই বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যের উইলিয়াম হার্ভে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সভাপতি মাওলানা শুয়াইব আহমদ, সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদ, ট্রেজারার হাফিজ হোসেন আহমদ বিশ্বনাথী, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ নাইম আহমদ, তাঁর ভাতিজা ক্বারি মাওলানা মোদ্দাছির আনওয়ার, ডা. ইকবাল হোসেন, হাজী বশির আহমদ প্রমুখ অসুস্থ তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জীর

সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত রয়েছেন। এদিকে অসুস্থ হবিগঞ্জীকে দেখতে তাঁর শুভাকাঙ্খীরা হাসপাতালে ভিড় করছেন এবং তাঁর সুস্থতা কামনায় দেশে এবং প্রবাসে দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে।

অসুস্থ হবিগঞ্জীকে দেখতে প্রখ্যাত আলেম মাওলানা যুবায়ের আহমদ আনসারী, ইউকে জমিয়তের উপদেষ্টা মাওলানা তাহের উদ্দিন হাসপাতালে ছুটে যান। আল্লামা গত ২৪ জুলাই সোমবার তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জীর হার্টের এনজিওগ্রাম সম্পন্ন হয়েছে। ইউকে জমিয়তের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ অসুস্থ আল্লামা হবিগঞ্জীর রোগমুক্তি ও নেক হায়াতের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ১২ জুলাই মঙ্গলবার তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জী জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে'র কাউন্সিল ও সম্মেলনে যোগ দিতে লন্ডন আসেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# সেলেব্রিটি শেফ টমি মিয়াকে হাঙ্গলতে সংবর্ধণা প্রদান

সেলেব্রিটি শেফ টমি মিয়ার সম্প্রতি এমবিএ খেতাব প্রাপ্তি উপলক্ষে এক সংবর্ধণা সভা লন্ডনের হাঙ্গলো এলাকার টুইকহেনহামের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৩ জুলাই বৃহস্পতিবার ব্যবসায়ী মজিবুর রহমান জুনু ও নিজাম এম রহমানের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় হাঙ্গলো কাউন্সিলের কাউন্সিলার খালিক মালিক, ব্রেন্ট কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলার পারভেজ আহমদ, কাউন্সিলার রিতা বেগম, সাবেক কাউন্সিলার তালাল কারিম, মেজর (অবঃ) শরিফুল হক মুকুল, কমিউনিটি নেতা আব্দুর রাজ্জাক, এইচ এল লাতুর, বিসিএ'র সেক্রেটারি অলি খান, ডেপুটি সেক্রেটারি হেলাল মালিক, ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল হাফিজ, প্রেট্রিক ইলিয়াস, বেতার বাংলার ডাইরেক্টর সাংবাদিক মোস্তাক

আলী বাবুল, টিভি প্রেজেন্টার সারা আলী খান, থ্রিশা সিলভা প্রমুখ। সভায় বক্তারা সেলেব্রিটি শেফ টমি মিয়ার এমবি খেতাব লাভ করায় তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং তার ভবিষ্যত সফলতা কামনা করেন।

এদিকে শেফ টমি মিয়া রেস্টুরেন্টে স্টাফ সংকট দূর করতে বাংলাদেশসহ সাউথ এশিয়ার দেশগুলি থেকে স্টাফ আনতে অনলাইন পিটিশনে স্বাক্ষর করতে সকলের প্রতি আহবান জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি


KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

Hotline: 0207 790 1234 (PBX)
Direct: 0207 702 7460

Open 7 days a week 10am-8pm

TRAVEL SERVICES
- CHEAP AIR TICKETS FOR INTERNATIONAL & DOMESTICFLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS
- HAJJ & HOLIDAY PACKAGES
- LOW COST FLIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD
- WORLDWIDE CARGO SERVICE
- WE CAN HELP WITH: Passport - No Visa - Renewal Matters

CARGO SERVICES
- আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
- বাংলাদেশের ঢাকা ও সিলেটসহ যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌছে দিয়ে থাকি
- আমরা ডিএইচএল -এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি

Biman BANGLADESH IATA বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকেটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি

- Worldwide Money Transfer
- Bureau De Exchange

We buy & sell BDTaka, USD, Euro

313-319 COMMERCIAL ROAD
LONDON E1 2PS, F: 0207 790 3063
E: kushiaratravel@hotmail.com

ঢাকা ও সিলেটসহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার ফ্ল্যাট, বাসাবাড়ি ও জমি ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা সহযোগিতা করি।

St> is-04-cont



S & M building Maintenance ltd

- SYSTEM TO COMBI BOILER CONVERTION
- BOILER SERVICE & NEW INSTALLATION
- CENTRAL HEATING POWER FLASHING
- LANDLORD GAS SAFETY CERTIFICATE
- ALL ASPECTS OF PLUMBING WORK
- COOKER SERVICE & INSTALLATION
- REFURBISH THE WHOLE HOUSE

GAS safe REGISTER No: 231695

ABDUL MUNIM CHOUDHURY
UNIT 21-THE WHITECHAPEL CENTRE
85-MYRDLE STREET LONDON E1 1HL

Mob 07863 289758
07985 262 696
Email:
s-m-building
@hotmail.com



লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'

ক্রেডিট কার্ড বিল ও লোন পরিশোধ করতে পারছেন না?

Interest freeze + আপনার Total ঋণের up to ৭৫% মাফ করে ৬০ মাসে সহজ monthly payment এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।

Serving for last 8 years

Call: Mon - Sat : 10am - 8pm
(Please do not call from withheld number)

Ask for details
- আমরা ক্রেডিট ফাইল রিপেয়ার ও সংশোধন করে থাকি
- ক্রেডিট স্কোর Improve করতে সাহায্য করে থাকি,
- To get Credit Cards & Loan আমাদের সাহায্য নিন
- অতি অল্প সময়ে লোন ও ক্রেডিট কার্ডের জন্য আমাদের সাহায্য নিন

Mr Ali (T-mob) : 07950 417 360
Tel: 02081230430 Fax: 020 7806 0776
Email: debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite 10, 219 Bow Road, London E3 2SJ

Please find us in you tube and Google by typing: e3 debt management
www.facebook.com/e3debtmanagement
www.sites.google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

# বিয়ানীবাজার-গোলাপগঞ্জ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে নামে নতুন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ

বিয়ানীবাজার গোলাপগঞ্জের যুক্তরাজ্য প্রবাসী নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় সামাজিক, রাজনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বিয়ানীবাজার-গোলাপগঞ্জবাসীকে নিয়ে 'বিয়ানিবাজার-গোলাপগঞ্জ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে' নামে একটি সামাজিক সংগঠন গঠন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে গত ১৭ জুলাই সোমবার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং আমিনুল ইসলাম রাবেল ও লুৎফুর রহমান সায়াদের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন আফছার খান সাদেক, সেলিম খান, মাইজ উদ্দীন, ইসবাহ রহমান, আব্দুল করিম নাজিম, সোহেল চৌধুরী, বদরুজ্জামান বদর, নাজিম উদ্দীন, হেলাল চৌধুরী, মামুনুর রশীদ খান টেনু, আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, বিলাল মোহাম্মদ ফাহিম টুনা, আমিনুর খান, ময়নূল হক, তারেক আহমদ, মোহাম্মদ নাজিম উদ্দীন, আব্দুর রহিম শামীম, শামসুল হক এহিয়া, শামসুল ইসলাম বাচ্চু, দেলওয়ার হোসেন লিটন, মনজ্জির আলী, শামীম আহমেদ, কামাল উদ্দীন আহমদ, জইন উদ্দীন পাপলু, জেবুল ইসলাম, নূরউদ্দীন লোদী, ফারুক উদ্দীন, রাসেল আহমদ জুয়েল, শিমূল চৌধুরী, ময়নূল ইসলাম, দূলাল আলম, গিয়াস উদ্দীন, তানহার আহমদ তুহিন, আনোয়ার আহমদ, সাইদূল আলম, ময়নূল হক, একরাম হোসেন, রাজু আহমেদ, সরোয়ার আহমেদ, লাহীন উদ্দীন, কিবরিয়া ইসলাম, বিলাদুর রহমান কাসিম, সেলিম উদ্দীন প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, বিয়ানীবাজার-গোলাপগঞ্জ এক। আর ঐক্যের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিয়ানীবাজার গোলাপগঞ্জ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে। আজকের এই উপস্থিতিই প্রমাণ করে আমারা ঐক্যবদ্ধ। বক্তারা বলেন, এই সংগঠন সংবর্ধণা কমিটি যেন না হয়।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। সংগঠন হবে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। বিয়ানিবাজার-গোলাপগঞ্জের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে একটি সুন্দর সাংগঠনিক অবকাঠামো তৈরি করে সংগঠনকে কল্যাণমুখি করে মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য প্রত্যেক সমন্বয়কারীকে যার যার এলাকার মানুষের সাথে যোগাযোগ করে সংগঠনের কার্যকলাপ অবহিত করে পরবর্তী সভায় নিয়ে আসার আহবান জানানো হয়। সভায় জানানো হয়, উভয় উপজেলার ২০টি ইউনয়ন ও ২টি পৌরসভার যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে শীঘ্রই কার্যকরী কমিটি গঠন করা হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# জামেয়া দারুল উলুম দেউলগ্রাম মাদ্রাসার প্রাক্তণ ছাত্র পরিষদ ইউকে'র উদ্যোগে আলোচনা সভা

জামেয়া দারুল উলুম দেউল গ্রাম মাদ্রাসার প্রাক্তণ ছাত্র পরিষদ ইউকে'র উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১১ জুলাই মঙ্গলবার বাদ আসর পূর্ব লন্ডনের ফোর্ড স্কয়ার মসজিদে সংগঠনের সভাপতি হাফিজ মাওলানা শামছুল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ছাদিকুর রহমানের পরিচালোনায় অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে বিশিষ্ট মুরব্বি আলহাজ্ব রায়হান আহমদ ও মাদ্রাসার সাবেক সেক্রেটারি আলহাজ্ব মাষ্টার আতাউর রহমানের মাগফেরাত কামনায় হাফিজ মাওলানা শামছুল হকের পরিচালনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় তাদের কর্মময় জীবনের উপর আলোচনা পেশ করেন মাওলানা শিব্বির আহমদ, মাওলানা মাহমুদ আলী, আলহাজ নুরুল হক, আলহাজ্ব নাজিম উদ্দিন, ফখরুল ইসলাম, দুলাল আলম প্রমূখ। দোয়া মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আবদুল আহাদ, মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান, মাওলানা মামুন আহমদ, হাফিজ নুরুল ইসলাম প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

### এক মিলিয়ন পাউন্ড ফান্ডরেইজিংয়ের টার্গেট

# হিউম্যান এইড এর উদ্যোগে 'লন্ডন-টু-মদীনা' বাইসাইকেল রাইড

**দেশ রিপোর্ট:** সিরিয়ার নির্যাতিন মানুষের চিকিৎসা সহায়তায় এক মিলিয়ন পাউন্ড ফান্ডরেইজিংয়ের লক্ষ্যে ১০ বৃটিশ সাইক্লিস্ট লন্ডন থেকে সৌদি আরবের মক্কা-মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। বৃটিশ চ্যারিটি সংস্থা হিউম্যান এইড'র উদ্যোগে পরিচালিত 'লন্ডন-টু-মদীনা' সাইকেল রাইডে অংশগ্রহণকারী ১০ সাইক্লিস্ট ৩ হাজার ৫শ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ছয় সপ্তাহে মক্কায় পৌছবেন এবং আগামী আগস্ট মাসে হজ্জ পালন করবেন।

গত ১৪ জুলাই শুক্রবার বিকেল ৩টায় লন্ডন মুসলিম সেন্টারের সম্মুখ থেকে যাত্রা শুরু করে সাইক্লিস্ট দলটি। লন্ডন থেকে প্যারিস, জার্মানী, সুইজার্লেন্ড, গ্রীস, মিশর হয়ে মদীনায় পৌঁছবেন তাঁরা। সেখানে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর রওজা জেয়ারত শেষে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। লন্ডন-টু-মদীনা যাত্রপথে যেখানে রাত হবে খোনে তাবু বসিয়ে রাত্রিযাপন করবেন। কোনো কোনো অঞ্চলে রাত্রিযাপন করবেন বিভিন্ন মসজিদে। ছয় সপ্তাহের যাত্রাপথে কখনো হোটেলে রাত্রিযাপন করবেন না। বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় মানুষের আতিথেয়তা গ্রহণ করবেন । হজ্জপালন শেষে উড়োজাহাজে লন্ডন ফিরবেন।

'লন্ডন-টু-মদীনা' সাইকেল রাইডে অংশগ্রহণকারী ১০ সাইক্লিস্ট হচ্ছেন- আব্দুল ওয়াহিদ, আব্দুল মুকিত, মোহাম্মদ এহসান, শামসুদ্দিন, তাহের আখতার, দবির উদ্দিন, নুরুল হাসান, সাহেব মোহাম্মদ, আব্দুল আকবার ও সাইফুল্লাহ নাসির। এই ১০ জনের মধ্যে আব্দুল ওয়াহিদ বৃটিশ মুসলিম । মুসলমান হওয়ার আগে তাঁর নাম ছিলো ডোনালড স্টুয়ার্ড। বাকি ৯ জন বাংলাদেশী, পাকিস্তানী ও ভারতীয় বংশোদ্ভুত বৃটিশ নাগরিক।

# ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট ইউকের ডিনার পার্টি সফল করার আহবান

ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট ইউকের উদ্যোগে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ৭ টায় পূর্ব লন্ডনের অ্যাট্রিয়াম হলে এক বিশেষ ডিনার পার্টির আয়োজন করা হয়েছে।

ডিনার পার্টিতে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের প্রেসিডেন্ট ডা. এম এ রকিব, প্রখ্যাত কার্ডিওলোজিস্ট ও স্পেশালিষ্ট ডাঃ খালেদ মহসিন, পাবলিসিটি সেক্রেটারি আবু তালেব মুরাদ ও পরিচালক কর্ণেল (অবঃ) শাহ আবিদুর রহমানসহ বিশিষ্টজন অংশগ্রহণ করবেন।

উল্লেখ্য, বর্তমানে হাসপাতালে এনজিওগ্রাম ও হৃদরোগীদের সবধরনের চিকিৎসা চলছে। এছাড়াও অপেন হার্ট সার্জারির জন্য অপারেশন থিয়েটার স্থাপনের প্রচেষ্টা চলছে। এ লক্ষ্যে লন্ডন, সারে, ব্রাইটন ও এসেক্সের বিভিন্ন স্থানে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে। লন্ডনে ২৫ সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠান যাতে সাফল হয় এ লক্ষ্যে ২টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার বেলা ১টায় বিসিএ অফিস হ্যারো রোডে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে।

বিসিএ প্রেসিডেন্ট জনাব কামাল ইয়াকুব সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য-সদস্যাকে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

**বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ:**

মাহমাদুর রশীদ
চেয়ারম্যান- 07956289748

এম এ আহাদ
প্রেসিডেন্ট 07438028482

মিছবাহ জামাল
সেক্রেটারি- 07957124487

আবদাল মিয়া
ট্রেজারার- 07981796894

## এডভাইজারি কমিটি ইউকে

# গোলাপগঞ্জে কমিউনিটি সেন্টার বিক্রি

সিলেটের গোলাপগঞ্জের চৌঘরীতে সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় ২তলা বিশিষ্ট (৬ তলা ফাউন্ডেশন) একটি কমিউনিটি সেন্টার পরিচালনার অভাবে বিক্রি হবে। মুল্য আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

**যোগাযোগ: 07846 809 310 / 07977 221 840 (লন্ডন)।**
**0088 01799 696747, 0088 01918 001224 (বাংলাদেশ)।**

(WD: 26-29)

# কভেন্ট্রি যুবলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

যুক্তরাজ্য আওয়ামী যুবলীগের কভেন্ট্রি শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গত ২৪ জুলাই সোমবার যুক্তরাজ্য যুবলীগের সভাপতি ফখরুল ইসলাম মধু ও সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদ খান- হোসেন আহমেদকে সভাপতি ও আব্দুল বাছিরকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট যুবলীগ কভেন্ট্রি শাখা কমিটি অনুমোদন করেন।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- সহ সভাপতি মোহাম্মদ আলী হুসেন, মোশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ ইসলাম রিপন, আব্দুল ওহাব, রুহেল আহমেদ, আব্দুল মুমিন, ফয়ছল আহমেদ চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক: তাজ উদ্দিন মুক্তা, আর আর হাসান অমি, লায়েছ মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহিম আহমেদ, আব্দুল আহাদ, আই কে জুয়েল, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ বাতির আলী, সহ প্রচার সম্পাদক শায়েখ আলী, দপ্তর সম্পাদক ওয়াহিদুল ইসলাম শ্যামল, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রকিব, আইন বিষয়ক সম্পাদক জুনেদ চৌধুরী, সহ আইন বিষয়ক সম্পাদক, শাফায়াত ইসলাম কমল, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক সাব্বির আহমদ আসাদ, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হাফেজ কাপ্তান মিয়া, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আরাফাত হোসেন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সেলিম আহমেদ, জনশক্তি ও কর্মসংস্থান সম্পাদক আলী আহমদ, জনসংযোগ সম্পাদক ফয়ছল ইসলাম, ক্রীড়া সম্পাদক তোফায়েল খাঁন, প্রবাস বিষয়ক সম্পাদক সফিকুর রহমান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আয়েশা বেগম।

নির্বাহী সদস্যরা হলেন- শাহজাহান সিরাজ, ওয়াছি উদ্দিন তালুকদার রায়হান, শাহিন আহমেদ, শাহাদাত হোসেন রুবেল, আব্দুর রউফ, শামসুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম, মুক্তাদির উদ্দিন, শাহ বদরুল ইসলাম, গউছ উদ্দিন, আশরাফ আহমেদ, জাবেদ আনোয়ার, ফিরোজ মিয়া, জুলহাস মিয়া, সুবেদ আহমেদ, আব্দুর রাশিদ, আব্দুস সবুর, আজমান আলী, আব্দুর রাজ্জাক, সোহেল চৌধুরী, সুহেল আলী।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি


HARIS BUILDERS
যোগাযোগঃ এম হারিছ আলী
Mob : 07946 028 893
■ Extension ■ Plumbing ■ Tiling
■ Loft Conversions.
■ Kitchen Fittings
■ Major Redecorating
■ Restaurant Decorating
(12-cot.

B & D Builders
(All kind of building works undertaken with guarantee)
ব্রিক এণ্ড ব্লক ওয়ার্কস, প্লাস্টারিং এন্ড স্কিমিং, বাথরুম, কিচেন, ফিটিং, টাইলিং, পেইনটিং, ডেকোরেটিং, প্লাম্বিং এবং গার্ডেনিং এর কাজ করে থাকি।
আজই যোগাযোগ করুন:
মোবাইল: 07951 728 788
(WD: 24-31)

# প্লানেট হোমিও, হার্বাল ও হিজামা সেন্টার

যৌন অক্ষমতা নিয়ে যারা হতাশায় জীবনযাপন করছেন, তাদের একমাত্র সমাধান হোমিওপ্যাথি ও হার্বাল চিকিৎসায় বিদ্যমান। তাই এই চিকিৎসা গ্রহণ করে দাম্পত্যজীবন মধুময় করে তুলুন। এখানে যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম :

**আমরা হিজামা, এলার্জি ও প্রস্রাব টেস্ট করে থাকি**

পুরুষত্বহীনতা, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, বুকজ্বালা, আর্থ্রাইটিস, স্ত্রীরোগ, ব্লাড-প্রেসার, ডায়াবেটিস, কোলস্টেরল, টনসিল, হে-ফিভার, এজমা, পাইলস, দাঁতের সমস্যা, মাইগ্রেন, একজিমা, কোস্ট-কাঠিন্য, সরাইসিস, হাঁপানি, সাইনোসাইটিস, এলার্জি, মাথ্যব্যাথা, চুলপড়া ইত্যাদি - এবং মেয়েদের সব ধরণের জটিল সমস্যা গোপনীয়তা রক্ষা করে ও বাচ্চাদের চিকিৎসা অতি যত্ন সহকারে করা হয়।

এখানে ইংরেজী, বাংলা ও সিলেটি ভাষায় রোগ সম্পর্কিত সকল গোপন কথা খুলে বলতে পারবেন। ইউরোপসহ দুরের রোগীদের টেলিফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

**Dr. Mizanur Rahman**
MSc, DHMS, D.Hom, MD(AM)PhD
**Secretary**
British Bangladesh Traditional Dr. Association in The UK

**Dr. Ahmed Hossain**
MA, D.Hom(England)
**Chairman**
British Bangladesh Traditional Dr. Association in The UK

271a Whitechapel Road
(2nd Floor, Room G)
London E1 1BY

Tel : 020 3372 5424
Mob : 07723 706 996
Email : homoeoherbal@yahoo.co.uk

www.homoeoherbal.co.uk
খোলা : সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

# ব্র্যাক সাজান এক্সচেঞ্জ এবং ন্যাশনাল ব্যাংকের মধ্যে রেমিটেন্স ড্রয়িং অ্যারেঞ্জম্যান্ট স্বাক্ষরিত

ব্র্যাক সাজান এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের সাথে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের রেমিটেন্স ড্রয়িং এরেঞ্জম্যান্ট স্বাক্ষর সম্পাদিত হয়েছে। এতে ব্র্যাক সাজান এর প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও আব্দুস সালাম এবং ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড এর পক্ষে এমডি চৌধুরী মোস্তাক আহমেদ স্বাক্ষর প্রদান করেন।

গত ১১ জুলাই মঙ্গলবার ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয় মতিঝিলে এই স্বাক্ষর প্রদান অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক সাজানের কান্ট্রি হেড সানজানা ফরিদ এবং উভয় প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা।

উল্লেখ্য, এখন থেকে ব্র্যাক সাজানের গ্রহকরগণ ব্রিটেন, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডে সরাসরি টাকা পাঠাতে পারবেন।

# দশঘর এনইউ উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক মুহিব উদ্দিন সংবর্ধিত

বিশ্বনাথ উপজেলার দশঘর নিজামূল উলুম উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক জার্মান প্রবাসী বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মুহিব উদ্দিন আহমদের যুক্তরাজ্যে আগমন উপলক্ষে এক সংবর্ধণা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত ২০ জুলাই বৃহস্পতিবার নর্থহাম্পটনের এনবিএ হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রবীণ সমাজসেবী হাজী আব্দুর রহিম। স্কুলের প্রাক্তণ ছাত্র ও বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা এম এ রউফ এর পরিচালনায় সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের সাবেক শিক্ষক ও সাংবাদিক রহমত আলী এবং হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলাদেশ ইউকে এর সহ সভাপতি এলাইস মিয়া মতিন।

সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর এনামুল হক, সাবেক কাউন্সিলার সাদেক চৌধুরী, ইমরান চৌধুরী, স্কুলের প্রাক্তণ ছাত্র হাবিবুর রহমান, নুরুল ইসলাম, সেলিব্রেটি শেফ টিপু রহমান ও মখলিছ মিয়া প্রমূখ। বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন নর্থাম্পটন চ্যানেল এস প্রতিনিধি এহসানুল ইসলাম শামিম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ক্বারী সাইফুল ইসলাম এবং অতিথিদের ফুল দিয়ে স্বাগত জানান এম এ কুদ্দুস ও সিরাজ উদ্দিন প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে মুহিব উদ্দিন আহমদ এ সংবর্ধণা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং স্কুলে শিক্ষকতাকালীন বিভিন্ন বিষয়ে স্মৃতিচারণ করেন। তার আদর্শ অনুকরণ করে এম এ রউফ এর মত অনেক ছাত্র সমাজের বিভিন্নস্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিক্ষকতাকালীন সময়কে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক একটি বিশেষ অধ্যায়। অনুষ্ঠানে তিনি ভবিষ্যতে প্রবাস জীবন থেকে দেশে গিয়ে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করার অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথি রহমত আলী তার বক্তৃতায় মুহিব উদ্দিনের বিভিন্ন কাজের প্রশংসা করে তাকে একজন আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি মুহিব উদ্দিন আহমদের স্কুলে থাকালীন স্কুলের বিভিন্ন উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেন। সম্প্রতি রামসুন্দর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের মৃত্যুতে তিনি শোক প্রকাশ এবং তাঁর রুহের মাগফেরাত করেন। এসময় তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# মোহাম্মদপুর (দক্ষিণ) যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

জগন্নাথপুর উপজেলার এরালিয়া মোহাম্মদপুর (দক্ষিণ) যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের উদ্যোগে গত ১৭ জুলাই পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে ঈদ পুনর্মিলনীর আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোঃ আব্দুল মতিন। পবিত্র রমজান ও ঈদের তাৎপর্যের উপর বক্তব্য রাখেন মাওলানা মোঃ আজিজুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোঃ আজিজুর রহমান, মোঃ আছাব মিয়া, মাসুক মিয়া, আবু শহীদ, ফিরোজ মিয়া, আছগর আহমেদ। এতে উপস্থিত ছিলেন মোঃ রিপন মিয়া, আলমগীর হোসাইন, মোঃ শামসুর রহমান সুন্নাহ প্রমুখ।-সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# মহনগরী খেলাফত মজলিসের ২৮ জুলাইর সমাবেশ সফলের আহবান

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার দায়িত্বশীল বৈঠক গত ২৩ জুলাই রোববার পূর্ব লন্ডনের আল ইখওয়ান রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে। লন্ডন মহানগরীর সভাপতি মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আজিজুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান। বিশেষ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি মাওলানা ছালেহ আহমদ হামিদী, মাওলানা শাহনুর মিয়া ও সহ সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন মহানগরীর সহসভাপতি মাওলানা আরমান আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ শহির উদ্দিন, বায়তুলমাল সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ আলী, সদস্য হাফিজ সানাওয়ার আলী।

বৈঠকে আগামী ২৮ জুলাই, শুক্রবার সন্ধ্যা সোয়া ৯টায় যুক্তরাজ্যস্থ কার্যালয় খিদমাহ একাডেমীতে অনুষ্ঠিতব্য কর্মী সমাবেশ সফলের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দলের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর আল্লামা যুবায়ের আহমদ আনসারী। এছাড়াও যুক্তরাজ্য ও লন্ডন মহানগরী শাখার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখবেন।

শেষে ভারতে চিকিৎসাধীন হেফাজতে ইসলাম এর আমীর আল্লামা আহমদ শফী ও লন্ডনে চিকিৎসাধীন আল্লামা তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জীর দ্রুত সুস্থতা ও নেক হায়াত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি মাওলানা ছালেহ আহমদ হামিদী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# ইসাকপুর ডেভেলাপমেন্ট ট্রাস্টের সভা অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সুনামগঞ্জ জেলার ইসাকপুর গ্রামের প্রবাসীদের সংগঠন ইসাকপুর ডেভেলাপমেন্ট ট্রাস্টের এক বিশেষ সভা গত ২৪ জুলাই সোমবার নর্থ অব ইংল্যান্ডের উল্ভার হাম্পটনের একটি রেস্তুরায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি সিতাব খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বদর উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন ট্রাস্টিবৃন্দ। সভার মূল আলোচনা ছিলো সংগঠনের সংবিধান নিয়ে। উপস্থিত ট্রাস্টিবৃন্দ প্রাণবন্ত আলোচনার পর সেটা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

এ ছাড়াও সংগঠনের কার্যক্রম বেগবান করতে ট্রাস্টি সংখ্যা বাড়াতে সদস্যগণ উদ্যোগী হবার আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর রোববার ট্রাস্টি ও ইসাকপুর গ্রামের প্রবাসীদের সম্মিলিত এক পারিবারিক অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

অনুষ্ঠানে ট্রাস্টিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিতাব খান, বদর উদ্দিন, সাজ্জাদ আলী, লুতফুল করি, মুহিব মিয়া, জয়নাল আবেদিন খান, শাহ ফজলুল করিম আলমগীর হোসেন, সেলিম উদ্দিন, আব্দাল হোসেন, মাহবুবুর আলম, হেলাল উদ্দিন, শাহ মোহাম্মদ আসাদুল করিম, আজমল খান, আশহাব উদ্দিন, মুহিত মিয়া, মহাম্মদ অলিউর রহমান, আওলাদ খান, মাশুক উল্লাহ, আবির খান, চাদ খান, গউস উদ্দিন, সৈয়দ খান প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# চরমহল্লা ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল ও সংবর্ধণা সভা

চরমহল্লা ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের উদ্যোগে সদ্যপ্রয়াত ব্যারিস্টার ফজলুল হক এর রুহের মাগফেরাত কামনায় গত ১৮ জুলাই বুধবার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন জামে মসজিদে এক দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ অংশনেন। সভায় বক্তারা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ব্যারিস্টার ফজলুল হক এর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

এদিকে দোয়া মাহফিল পরবর্তী এক সভায় ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রনে যুক্তরাজ্য সফররত কবিরুল ইসলামকে সংবর্ধণা প্রদান করা হয়েছে। পূর্ব লন্ডনের স্পিটালফিলড কমিউনিটি হলে সংগঠনের সভাপতি নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রাজু মিয়ার পরিচালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মছব্বির আলী, কমিউনিটি নেতা নূরুল আলম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদিন, সাবেক ট্রেজারার আতিকুর রহমান। সভায় সংবর্ধিত অতিথি তাঁর বক্তব্যে এলাকার শিক্ষার উন্নয়নে তিনি সর্বাত্মক চেস্টা চালিয়ে যাবেন বলে জানান।

# মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে মাইল এন্ড হসপিটালে নতুন রিসেট সার্ভিস চালু

রিকোভারি ওয়াক ইভেন্ট বা আরোগ্য লাভের জন্য হাঁটার একটি কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রিসেট ড্রাগ এন্ড এ্যালকোহল সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ৩ জুলাই মাইল এন্ড হসপিটালে অনুষ্ঠিত এই কার্যক্রমে সেবা গ্রহিতারা অংশ নেন।

পূর্বে এই সার্ভিসটি বিভিন্ন যোগাযোগ কেন্দ্রে বিভক্ত ছিলো, যা বর্তমানে একটি পয়েন্টে একীভূত করা হয়েছে। এর ফলে ড্রাগ/এ্যালকোহলে আসক্তরা সাহায্যের জন্য মাত্র একটি পয়েন্টে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা পাবেন।

মাইল এন্ড হসপিটালের বিমোন্ট হাউজে এই রিসেট ট্রিটমেন্ট সার্ভিসের উদ্বোধন করেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কমিউনিটি সেফটি বিভাগের ডিভিশনাল ডিরেক্টর, এ্যান করবে এবং এনএইচএস ইস্ট লন্ডন ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের চেয়ার মারিয়া গ্যাব্রিয়েল।

বিয়মন্ট হাউজের বাইরে থেকে শুরু হয় আরোগ্য বা মুক্তিলাভের জন্য হাঁটার কর্মসূচি এবং ১৮৩ হোয়াইটচ্যাপল রোডস্থ রিকভারী সাপোর্ট সার্ভিসের সামনে এসে তা শেষ হয়। এখানে স্টাফরা সেবা গ্রহিতাদের আরোগ্য লাভের পুরো পথ পরিক্রমার গল্প তাদের মুখ থেকে শুনেন। দিনব্যাপি এই কার্যক্রমে প্রায় ৫০ জন সেবা গ্রহিতা অংশ নিয়েছিলেন এবং অতিথিরা সেবা কেন্দ্রের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র জন বিগস বলেন, মাদক ও মদজাতীয় পানীয়ের কারণে যে সমস্যাগুলো হয়, তা শুধুমাত্র আইনী ব্যবস্থা দিয়ে মোকাবেলা করা যায় না। আসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতাও দিতে হয়। এজন্যই মাদাকাসক্তদের চিকিৎসা ও পূণর্বাসন কার্যক্রমে কাউন্সিল প্রতি বছর ৫ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি অর্থ ব্যয় করে থাকে।

তিনি বলেন, রিসেট সেন্টারটি বাসিন্দাদের জন্য একটি অমূল্য জীবনদায়ক সেবা, যা আরোগ্য লাভ ও পূণর্বাসনের পুরো পথপরিক্রমায় প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে থাকে। গত বছর কাউন্সিল মাদক ও মদে আসক্তি থেকে মুক্তি পেতে আগ্রহী ৩৫০ জনকে চিকিৎসা ও পূণর্বাসনে সাহায্য করেছে।

১৮ বা ততোধিক বয়সী টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের ড্রাগ ও এ্যালকোহলে আসক্তি থেকে আরোগ্য লাভের চিকিৎসা ও রিকোভারি সার্ভিস প্রদান করে থাকে রিসেট সার্ভিস। ২০১৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারীতে এই সার্ভিসের যাত্রা শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত গত ৬ মাসে প্রায় ৫০০ জন নতুন সেবাগ্রহিতা চিকিৎসার আওতায় এসেছেন।

একজন সেবা গ্রহিতা বলেন, আমার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ি নতুন এই রিসেট সার্ভিস ওয়ান স্টপ শপের মতো, যেখানে আমি সকল স্টাফকেই অত্যন্ত সেবাপরায়ন হিসেবে পাই এবং তারা কখনোই আগাম সিদ্ধান্তে পৌঁছেন না, যা আমার মতো অধিকাংশ সার্ভিস গ্রহিতারই পছন্দ।

যদি কেউ নিজের কিংবা পরিবারের কারো মাদকাসক্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকেন, তাহলে ০২০ ৮১২১ ৫৩০১ নাম্বারে ফোন করে রিসেট সার্ভিসের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

## লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের উদ্যোগে স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল

# মানুষের কর্মই মানুষকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখে

**বার্মিংহাম থেকে প্রতিনিধি :** দ্যা ব্রিটিশ মুসলিম স্কুল হলরুমে কমপ্লেক্সের অন্যতম লাইফ মেম্বার ও বার্মিংহাম আল ইসলাহর প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মরহুম মাওলানা কাজী সেলিম উদ্দিন (রাঃ) ও কমপ্লেক্সের ফাউন্ডার মেম্বার বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মরহুম আলহাজ্ব রইছ মিয়া স্মরণে লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের উদ্যোগে এক সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৩ জুলাই রোববার দুপুরে লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল মাওলানা এম এ কাদির আল হাসানের সভাপতিত্বে ও কমপ্লেক্সের প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি মাওলানা মোঃ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত মাহফিলে মরহুমদ্বয়ের জীবনের বিভিন্ন কল্যাণমূলক দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের অন্যতম ফাউন্ডার মেম্বার মাওলানা রুকনুদ্দীন আহমদ, কমপ্লেক্সের ভাইস চেয়ারম্যান কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আলহাজ কাজী আংগুর মিয়া, সেক্রেটারি মোঃ মিসবাউর রহমান, জয়েন্ট সেক্রেটারি মোঃ খুরশেদ উল হক, ফাউন্ডার মেম্বার আলহাজ হিরণ মিয়া, আলহাজ কাজী ইকবাল হোসাইন (দলা মিয়া), কমিউনিটি নেতা রাজা মিয়া, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল মুনিম, মরহুম কাজী মাওলানা সেলিম উদ্দিনের একমাত্র ছেলে কাজী মহসিন উদ্দিন, মরহুম আলহাজ রইছ মিয়ার বড় ভাই আলহাজ নূর মিয়া, মরহুমের ছেলে সাদেক মিয়া সরওয়ার, কমিউনিটি নেতা আবু নওশাদ ও মোঃ সফিক মিয়া চৌধুরী গণি ।

হাফিজ সাকির মিয়ার পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মাহবুব কামালের নাশিদ পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হওয়া উক্ত মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্যান্ডওয়েল কাউন্সিলের মেয়র আলহাজ আহমেদুল হক এমবিই, স্যান্ডওয়েল আল ইসলাহর প্রেসিডেন্ট মাওলানা রফিক আহমদ, সেক্রেটারি হাফিজ আলী হোসেন বাবুল, লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের জয়েন্ট সেক্রেটারি মোঃ আব্দুল হাই, বার্মিংহাম আল ইসলাহর ভাইস প্রেসিডেন্ট হাজী হাসান আলী হেলাল, কোষাধ্যক্ষ হাজী সাহাব উদ্দিন, সুফী ইদরিছ আলী প্রমুখ।

সভায় বক্তারা মরহুম মাওলানা কাজী সেলিম উদ্দিন (রাঃ) ও মরহুম আলহাজ রইছ মিয়ার জীবনের নানাবিধ জনকল্যাণ ও দ্বীনি খেদমতের কথা তুলে ধরেন। বক্তারা বলেন, তাঁদের জীবনের বেশির ভাগ সময়ই তাঁরা দ্বীনি খেদমতে এবং মানুষের কল্যাণে অতিবাহিত করেছেন। তাঁদের পরিশ্রম, ত্যাগ ও দ্বীনি খেদমত বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত হিসেবে যুগে যুগে অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবে।

মরহুমদ্বয়ের ইসালে ছাওয়াব উপলক্ষে লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সে খতমে কুরআন, খতমে দালায়েলুল খায়রাত ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মিলাদ শেষে মরহুমদ্বয়ের রুহের মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

# শায়খে কাতিয়া (রাঃ) স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

মাওলানা মুহাম্মাদ আমীনুদ্দিন শায়খে কাতিয়া (রাঃ) এর দাওয়াতি জীবনের বিভিন্ন কর্মতৎপরতাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে 'আমীন ফাউন্ডেশন' নামে একটি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে। গত ১৯ জুলাই বুধবার পূর্ব লন্ডনের ডকল্যাণ্ডের ইস্টফেরী রোডে 'আমীন ফাউন্ডেশন'র উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

শায়খে কাতিয়া (রাঃ) এর নাতী মুহাম্মাদ ওলিউল্লাহ আমিনী ও হাফিজ ফারাহ'র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে শায়খে কাতিয়া (রাঃ) জীবনালেক্ষ্য নিয়ে বিশেষ আলোচনা পেশ করেন বার্মিংহাম থেকে আগত মাওলানা এখলাছুর রহমান ও চ্যানেল-এস এর ব্যুরো চিফ আশরাফ আহমদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মাওলানা ইমদাদুর রহমান মাদানী, মাওলানা সাদিকুর রহমান, মাওলানা আবদুল আহাদ ও মাওলানা সাঈদ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান, কাউন্সিলার অহিদ আহমদ, কাউন্সিলার মাইয়ূম মিয়া, কাউন্সিলার মুস্তাকিম আনসারী, সলিসিটর নজমুল হক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব কবি আবদুল মুকিত মুখতার প্রমূখ। অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাজাহিরুল উলূম মাদারাসার মুহতামিম মাওলানা ইমদাদুর রহমান মাদানী। দোয়া মাহফিলে উপস্থিত সকলকে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়।

উল্লেখ্য, শায়খে কাতিয়া (রাঃ) এর জীবন ও কর্ম নিয়ে লেখা তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং দু'টি পান্ডুলিপি তৈরি হয়েছে। এসব গ্রন্থ থেকে জানা গেছে, শায়খে কাতিয়া বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকাসহ প্রায় অর্ধশত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মরহুমের কর্মধারাকে এগিয়ে নেবার প্রত্যয় নিয়ে তাঁরই সুযোগ্য সন্তান মাওলানা ক্বারি ওবায়দুল্লাহ আমিনী এই 'আমিন ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# স্পোর্টস এন্ড ইয়ুথ অর্গানাইজেশন লন্ডন স্পোটিফের যাত্রা শুরু

খেলাধুলা, সমাজ উন্নয়ন এবং মানবিক সাহায্যের ব্রত নিয়ে গঠিত হয়েছে স্পোর্টস এন্ড ইয়ুথ অর্গানাইজেশন লন্ডন স্পোটিফ। এই সংগঠন কমিউনিটির তরুণ প্রজন্মকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদেরকে খেলাধূলা ও ইয়ুথ এক্টিভিটিসে উৎসাহ যোগাবে। এ লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে নানা পরিকল্পণা।

গত ১৬ জুলাই রোববার সংগঠনের কমিটি গঠন উপলক্ষে ইস্ট লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে চ্যানেল এসর সিনিয়র রিপোর্টার ইব্রাহিম খলিলকে প্রেসিডেন্ট ও তরুণ ক্রিকেটার ও ব্যবসায়ী মুহিবুল আলমকে সেক্রেটারি করে প্রাথমিকভাবে ১৩ সদস্যের কমিটি এবং ৬ সদস্যের ইসি কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট জাকির আহমেদ, ট্রেজারার মুহাম্মদ সাব্বির ইসলাম, ডেপুটি ট্রেজারার শাহেদ খান, মিডিয়া ও কমিউনিকেশনস শোয়েব আহমেদ, এসিসটেন্ট মিডিয়া ও কমিউনিকেশনস টানেল ইসলাম, ক্রিকেট ক্লাব ম্যানেজার কলিম উদ্দিন, কোচ ফয়সল আহমেদ, ট্রেইনার মাহবুব হোসাইন, কালচারাল সেক্রেটারি শায়েক আহমেদ এবং ইভেন্ট সেক্রেটারি আজহারুল ইসলাম আদনান।

এছাড়াও ৬ জন ইসি মেম্বার হলেন ইব্রাহিম খলিল, জাকির আহমেদ, মুহিবুল আলম, সাব্বির ইসলাম, শোয়েব আহমেদ ও কলিম উদ্দিন।

ইতিপুর্বে বার্নাডো ক্রিকেট ক্লাব নামে এই সংগঠনটি দীর্ঘদিন ধরে ইউকের বিভিন্ন ঘরোয়া ক্রিকেট লীগে খেলাধূলা করে আসছে। এনসিএল ক্রিকেট লীগ, মিডলসেক্স ক্রিকেট লীগ, ইস্ট লন্ডন লীগসহ বিভিন্ন ইভেন্টে সফলতার সাক্ষর রেখে যাচ্ছে ক্লাবটি। আগামীতে খেলাধূলা ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে অবদান রাখতে চায় নতুন এই সংগঠন। এ জন্য নতুনকরে নামকরণ করা হয়েছে লন্ডন স্পোটিফ। সংগঠনের ক্রিকেট ক্লাবে খেলতে আগ্রহী ক্রিকেটারদের নাম রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আহবান জানানো হয়েছে।

# আমেরিকা প্রবাসী কমিউনিটি নেতা ফখর উদ্দিন লন্ডনে

সিলেট সদর এসোসিয়েশন নিউ ইয়র্কের সাধারণ সম্পাদক, শাপলা এসোসিয়েশন নিউ ইয়র্কের উপদেষ্টা, সিলেট হাজারী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান সমন্বকারী,

আমেরিকার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রথমসারির নেতা ফখর উদ্দিন সম্প্রতি যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স সফরে এসেছেন। তিনি ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন ইউকের সোশ্যিয়েল এণ্ড কালচারাল সেক্রেটারি কমিউনিটি নেতা নাসির উদ্দিন-এর বড় ভাই।

সফরকালে তিনি যুক্তরাজ্যে বসবাসরত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের সাথে সাক্ষাৎ করার পাশাপাশি বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠন আয়োজন সংবর্ধণা ও মতবিনিময় সভায় অতিথি হিসেবে যোগদান করবেন।

লন্ডনে অবস্থানকালে তাঁর সাথে ০৭৩৭ ৬৩৩০ ৬৪৩ নাম্বারে যোগাযোগ করা যাবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## বিসিএ এসেক্স রিজিয়নের নেটওয়ার্কিং ও সংবর্ধণা

# নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয়

বৃটিশ বাংলাদেশী ক্যাটারারদেও প্রাচীন সংগঠন বাংলাদেশ ক্যাটারার এসোসিয়েশন বিসিএর এসেক্স রিজিয়নের উদ্যোগে নেটওয়ার্কিং ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৯ জুলাই বুধবার এসেক্স বেনফ্লিটের মহারাজা রেস্টুরেন্টে বিসিএর কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ সভাপতি জামাল উদ্দিন মকদ্দুস এর সভাপতিত্বে ও বিসিএর কেন্দ্রীয় প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি ফরহাদ হোসেন টিপুর পরিচালনায় এবং সিনিয়র ক্যাটারার সিরাজ আলীর সার্বিক ব্যাবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ মাওলানা সিরাজুল ইসলাম।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিসিএর সদ্যবিদায়ী সভাপতি পাশা খন্দকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সদ্যবিদায়ী সেক্রেটারি জেনারেল এম এ মুনিম, বিসিএর নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট মোস্তফা কামাল ইয়াকুব, সিনিয়র সভাপতি ফজল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মিঠু চৌধুরী, সিনিয়র সহ সভাপতি এনামুল হক চৌধুরী, ইউসুফ সেলিম, সৈয়দ হাসান আহমদ। অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিসিএর কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি নাজিম উদ্দিন নজরুল, আবিদুর রহমান বাবুল, কামরুজ্জামান জুয়েল, কেন্দ্রীয় ডেপুটি সেক্রেটারি সেলিম মালিক, কালচারাল সেক্রেটারি নাসির উদ্দিন, এসইসি মেম্বার আতাউর রহমান লায়েক, আব্দুল সোবহান, আফজল হোসেন, আলতাফুর রহমান শাহীন, আব্দুল হক ও আলতাফ হোসেন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিসিএ এসেক্স রিজিয়নের সাবেক ট্রেজারার তৌরিছ মিয়া, মেম্বারশীপ সেক্রেটারি ইশতিয়াক হোসেন দুদু, প্রেস সেক্রেটারি মিছবাহ উদ্দিন, এসেক্স বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ওহিদুল হাসান চৌধুরী, প্রবীণ ক্যাটারার শেখ আব্দুল খালিক, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন ইউকে এডভাইজরী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আব্দুল আহাদ, স্পন্সর ডেভিট রয়স্টন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করেন ক্যাটারার শেখ খালিক মিয়া, আব্দুস সবুর, দিলাওর হোসেন, নাজমুল হক, মানিক মিয়া, বোরহান উদ্দিন বাবুল। সভায় বিসিএর বিদায়ী ও নব নির্বাচিত কর্মকর্তাদের ফুল দিয়ে বরণ করেন বিসিএ এসেক্স রিজিয়নের সদস্যবৃন্দ।

সভায় বিসিএ নেতৃবৃন্দ বলেন, কারি শিল্প বর্তমান সময়ে সবচেয়ে কঠিন সময় পার করছে। ইমিগ্রেশন, দক্ষ স্টাফ ও শেফ সংকটের কারণে প্রতিদিন কোনো না কোনো রেস্টুরেন্ট বন্ধ হচ্ছে। বক্তারা বিসিএর নব নির্বাচিত কমিটিকে নবীণ-প্রবীণের নেতৃত্বে একটি সময়োপযোগী কমিটি হিসেবে উল্লেখ করেন। বক্তারা বর্তমান চলমান সমস্যা থেকে উত্তরণে নতুন কমিটির নেতৃত্বে সকল রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীকে বিসিএর সদস্য পদ গ্রহণ করে সমস্যা সমাধানে কাজ করার আহবান জানান। বিসিএ নেতৃবৃন্দ বলেন, কারি শিল্পের সংকট সমাধানে ঐক্যবদ্ধভাবে বৃটিশ মূলধারায় জোর লবিং চালালেও এ শিল্পের সাথে জড়িত সকলেই কঠোর বাস্তবাতার মুখোমুখি হতে হবে। সভায় বিসিএর নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃত্বে উপস্থিত সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# বার্কশায়ারে ব্যারিস্টার এনামুল কবির ইমনকে সংবর্ধণা প্রদান

যুক্তরাজ্য সফররত সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক জেলা প্রশাসক ব্যারিস্টার এনামুল কবির ইমনকে সংবর্ধণা দিয়েছে বার্কশায়ার প্রবাসী বাংলাদেশীরা। এতে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় ব্যবসায়ী, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২১ জুলাই শুক্রবার স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সংবর্ধণা সভায় সভাপতিত্ব করেন আব্দুল রউফ। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা নূরুল হক লালা মিয়া, সোয়েব আহমদ, আব্দুল হাই আজাদ, আবুল মনসুর আজাদ, আব্দুল শাকুর, তরাজ উদ্দিন, মজুমদার মিয়া, ধারা মিয়াসহ অনেকে।

সভায় বক্তারা সুনামগঞ্জের উন্নয়নে ব্যারিস্টার এনামুল কবির ইমনের মতো যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন রয়েছে উল্লেখ্য করেন এবং আগামী নির্বাচনে তাকে সুনামগঞ্জের যেকোন আসন থেকে প্রার্থী করতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আহবান জানান। সভায় ব্যারিস্টার এনামুল কবির ইমনের সাথে উপস্থিত ছিলেন তার স্ত্রী ব্যারিস্টার ফারজানা শিলা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# মন্ত্রী এম এ মান্নানের সাথে জগন্নাথপুর ব্রিটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাস্টের মতবিনিময়

জগন্নাথপুর ব্রিটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে'র উদ্যোগে যুক্তরাজ্য সফররত অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নানের সাথে মতবিনিময় সভা ১৮ জুলাই মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেনের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ট্রাস্টের সিনিয়র ট্রাস্টিবৃন্দসহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় নেতৃবৃন্দ জগন্নাথপুরের শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং এলাকার প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি পুনসংস্কার করার আহবান জানালে মন্ত্রী তা দ্রুত শুরু করা হবে বলে জানান।

সংগঠনের সভাপতি আশিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা যৌথভাবে পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মহিব চৌধুরী ও সহ সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম বাবু। মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ফাউন্ডার সভাপতি এম এ আহাদ, এটিএন বাংলার সিইও হাফিজ আলম বখশ, প্রবীণ ট্রাস্টি নূরুল হক লালা মিয়া, আব্দুল আলী রউফ, সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব সাজ্জাদ মিয়া, সাবেক মেয়র গোলাম মতুর্জা, সিনিয়র সহ সভাপতি ইকবাল এম হোসেন, কাজী খালেদ, কাউন্সিলার, হুমায়ুন কবির, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মল্লিক শাকুর ওয়াদুদ, মুজিবুর রহমান মুজিব, আঙগুর মিয়া, তাহের কামালী, সাবেক ট্রেজারার হাসনাত আহমদ চুন্নু, ট্রাস্টি আব্দাল মিয়া, এলাইচ মিয়া, ফারুক মিয়া, বাদশা মিয়া, তাহের কামালী, ফারুক মিয়া, এখলাছুর রহমান, আব্দুল কাদির, আব্দুল হক জমির, ফয়জুর রহমান প্রমূখ।

সভায় বক্তারা সুনামগঞ্জে কোনো ইউনিভার্সিটি না থাকায় সেখানে একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করলে প্রবাসীরা সার্বিক সহযোগিতা ও বিনিয়োগ করতে আগ্রহী বলে জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# সংহতি সাহিত্য সোসাইটির উদ্যোগে 'পয়েটিক ইস্ট এ্যান্ড' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব

বিলেতের সুপরিচিত 'সংহতি সাহিত্য সোসাইটি'র উদ্যোগে পূর্ব লন্ডনের প্রবীণ কবি সাহিত্যিকদের লেখালেখি নিয়ে সেমিনার, সরাসরি সাক্ষাৎকার ও 'পয়েটিক ইস্ট এ্যান্ড' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ জুলাই শনিবার হোয়াইটচ্যাপেল আইডিয়া স্টোরে অনুষ্ঠিত প্রকাশনা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন ষাট ও সত্তর দশকের অনেক প্রবীণ কবি সাহিত্যিক।

প্রকাশিত গ্রন্থ 'পয়েটিক ইস্ট এ্যান্ড'-এ স্থান পায় অনেক প্রবীণ কবির কবিতা। বিশেষ করে বিলেতে পঞ্চাশ'র দশক থেকে একবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত যারা কবিতা লিখছেন, তাদের অনেকের কবিতা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী নিয়ে বইটি প্রকাশ করেছে 'সংহতি সাহিত্য সোসাইটি'।

উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে কবি আবদুল মুকিত মুখতার-এর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'একটি মেয়ের গান' প্রকাশ করেছিল 'সংহতি সাহিত্য সোসাইটি'। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# তজম্মুল আলী স্মরণে নাগরিক শোক আয়োজনের সিদ্ধান্ত

প্রবীণ শিক্ষাবিদ বিশ্বনাথ উপজেলা সদরের ঐতিহ্যবাহী রামসুন্দর অগ্রগামী উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক ও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম মরহুম তজম্মুল আলী স্যার স্মরণে নাগরিক শোক সভা আয়োজন করতে যাচ্ছে বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে। গত ১৮ জুলাই মঙ্গলবার ট্রাস্টের নির্বাহী সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সভায় মরহুম তহম্মুল আলীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং শোকাহত পরিবার বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

এসময় বক্তারা বলেন, তিনি ট্রাস্টের উন্নয়নসহ বিশ্বনাথের শিক্ষা বিস্তারে মরহুম তজম্মুল আলী স্যার বিশাল অবদান

রেখে গেছেন। বিশ্বনাথের সর্বজন শ্রদ্ধের এই মরহুম শিক্ষাবিদের স্মরণে শোক সভায় সর্বস্তরের প্রবাসীদের উপস্থিত থাকার আহবান জানানো হয়।

সংগঠনের সভাপতি মতছির খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিসবাহ উদ্দিনের পরিচালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি শেখ তাহির উল্লাহ, সাজ্জাদুর রহমান, সহ সাধারণ সম্পাদক আখলাকুর রহমান, মোহাম্মদ মজনু মিয়া, ট্রেজারার আজম খান, সহ ট্রেজারার আব্দুল ওয়াদুদ শাহেল, প্রচার সম্পাদক মানিক মিয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক কদর উদ্দিন, ইসি সদস্য বাদরুল হোসেন বাবুল, শাহ জয়নাল আবেদিন, আব্দুল মুকিত, ফারুক মিয়া, আব্দুস সাত্তার, কবির মিয়া। শোক সভার ভেন্যু পরবর্তীতে জানানো হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# সিলেটে নির্বাচনে ৫০ নতুন মুখ

**সিলেট, ২৩ জুলাই :** রাজনীতিতে নানা সমীকরণের খেলা চলছে সিলেটে। দল গোছাতে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এবার প্রাধান্য দিচ্ছে তরুণদের। আর এ অবস্থায় আগামী সংসদ নির্বাচন নিয়ে সিলেট আওয়ামী লীগ ও বিএনপিতে নানা হিসাব-নিকাশ চলছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন- দল গঠনে নতুনদের যেভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এর ধারাবাহিকতা থাকবে সংসদ নির্বাচনেও। এরই মধ্যে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির অর্ধশতাধিক নতুন মুখ মাঠে সক্রিয়। বন্যায় আক্রান্ত সিলেটের ত্রাণ বিতরণ নিয়ে তারা নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় সরব হয়ে উঠেছেন। এজন্য নতুনদের নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। তাদের নিয়েও প্রতিদিন হচ্ছে শোডাউন। কোথা কোথাও পুরাতনদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে পড়ছেন নতুনদের সমর্থকরা। উত্তেজনা ছড়াচ্ছে নির্বাচনী এলাকায়। বিএনপি থেকে ইতিমধ্যে সম্ভাব্য প্রার্থীদের কয়েকটি তালিকা ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। এসব তালিকা নিয়ে বিশ্লেষণ চলছে বলে সিলেট বিএনপি'র শীর্ষ নেতারা জানিয়েছেন। আওয়ামী লীগের বর্তমান কয়েকজন সংসদ সদস্য রয়েছেন দোলাচলে। সিলেট-১ আসন নিয়ে অনেক আগে থেকেই জমে উঠেছে নানা আলোচনা। এ আসনে বর্তমান এমপি ও অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বার বারই নিজ মুখে বলছেন- তিনি আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হতে আগ্রহী নয়। এজন্য ইতিমধ্যে মাঠে নামানো হয়েছে নতুন মুখ জাতিসংঘ মিশনের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি ড. একে আবদুল মোমেনকে। বড় ভাই মুহিতের সঙ্গে তিনি সিলেটে ওয়ার্মআপ শুরু করেছেন। এ আসনে আওয়ামী লীগ থেকে আরও কয়েকজন প্রার্থী রয়েছেন সুযোগের অপেক্ষায়। এর মধ্যে রয়েছেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট মিসবাহউদ্দিন সিরাজ, সাবেক মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরান। এ আসনে বিএনপিতেও এবার নতুন মুখ আসছেন এটা নিশ্চিত। ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি'র প্রার্থী ছিলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান। তার মৃত্যুর পর এ আসনে নির্বাচনী মাঠে ছিলেন সমশের মুবীন চৌধুরী। সমশের মুবীন চৌধুরী পদত্যাগের পর এখন মাঠে সক্রিয় রয়েছেন নতুন মুখ খন্দকার আবদুল মুক্তাদির। পাশাপাশি এ আসনে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। দু'দলের সিনিয়র নেতারা জানিয়েছেন- এবার সিলেট সদর আসনে নতুন দুই মুখের লড়াই হবে। এই আঙ্গিকেই তারা নির্বাচনী মাঠ প্রস্তুত করছেন। এ আসনে হঠাৎ চমক হয়ে আসতে পারেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার ছহুল হোসেন। সিলেট-২ আসনে নতুন মুখ মাঠে। পুরাতনদের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক এমপি ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান চৌধুরী মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু এ আসনে মরণ কামড় দিতে চাইছেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুজ্জামান। বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগরে আনোয়ারুজ্জামান তার নিজস্ব বলয় তৈরি করেছেন। এ আসনে আওয়ামী লীগ থেকে নতুন মুখ সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মুহিবুর রহমান, জাতীয় পার্টি থেকে আবদুল্লাহ সিদ্দিকীও নির্বাচনী মাঠে রয়েছেন। বিএনপি দলীয় সাবেক এমপি এম. ইলিয়াস আলী গত ৫ বছর ধরে নিখোঁজ। তার অবর্তমানে হাল ধরেছেন স্ত্রী তাহসিনা রুশদীর লুনা। গত সোমবার লন্ডনে চ্যানেল এসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে লুনা জানিয়েছেন- দল চাইলে তিনি স্বামীর আসনে নির্বাচন করবেন। লুনাকে নিয়ে এলাকায় বিএনপি'র মধ্যে নতুন ইমেজ তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় নেতারা। সিলেট-৩ আসনে নতুন মুখের ছড়াছড়ি বেশি। এরপরও দুইবারের এমপি মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরীও রয়েছেন শক্ত অবস্থানে। চলতি বন্যায় তিনি এলাকায় ত্রাণ বিতরণে চমক দেখিয়েছেন। নতুনদের মধ্যে রয়েছেন- আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ নেতা হাবিবুর রহমান হাবিব, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও সাংবাদিক শাহ মুজিবুর রহমান জকন। পাশাপাশি সাবেক মহিলা এমপি সৈয়দা জেবুন্নেছা হকের নামও শোনা যাচ্ছে। এ আসনে বিএনপি'র সাবেক এমপি শফি আহমদ চৌধুরী তো সক্রিয় রয়েছেনই। পাশাপাশি যুবদলের কেন্দ্রীয় নেতা আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী, বিএনপি'র আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার আবদুস সালাম, জেলা বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল আহাদ খান জামাল, বালাগঞ্জ উপজেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমানও মাঠে সক্রিয়। এর মধ্যে কয়েকজন সাম্প্রতিক সময়ে এলাকায় পোস্টারিংও করেছেন। সিলেট-৪ আসনেও অনেক নতুন মুখ। এ আসনে আওয়ামী লীগের বর্তমান এমপি ইমরান আহমদ। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ থেকে দুই নতুন মুখের নাম শোনা যাচ্ছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক আহমদ গেল নির্বাচনেও মনোনয়ন চেয়েছিলেন। এবারও তিনি মনোনয়ন চাইবেন বলে তার ঘনিষ্ঠজনেরা জানিয়েছেন। পাশাপাশি অধ্যক্ষ ফজলুর রহমানের নামও শোনা যাচ্ছে। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান আবদুল বাছির মিয়ার নামও এলাকায় জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে। বিএনপিতে সাবেক এমপি দিলদার হোসেন সেলিম আগে থেকেই মাঠে। সাম্প্রতিক সময়ে এ আসনে নিজের শক্তি বাড়িয়েছেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র সহ স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট শামসুজ্জামান জামান। জামানের পক্ষে এলাকায় পোস্টারিং হয়েছে। এছাড়া সিলেট জেলা বিএনপি'র সাবেক আহবায়ক প্রবীন নেতা এডভোকেট নুরুল হক ও গোয়াইনঘাটের উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিমের নামও শোনা যাচ্ছে। জাতীয় পার্টি থেকে এ আসনে নতুন কয়েকজনের নাম শোনা যাচ্ছে। গেল নির্বাচনে এ আসন থেকে মনোনয়ন চেয়েছিলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য তাজ রহমান। এবারো তিনি মাঠে। এছাড়া সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান সিরাজ উদ্দিন, পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য আশিক উদ্দিন ও ছাত্র সমাজের সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সাংবাদিক মুজিবুর রহমানও মাঠে সক্রিয় রয়েছেন। সিলেট-৫ আসনে আওয়ামী লীগ থেকে নতুন মুখ হিসেবে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুকউদ্দিন, যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. আহমদ আল কবির, কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য মুমিন চৌধুরী, হাইকোর্টের আইনজীবী এডভোকেট মোস্তাক আহমদ মাঠে সক্রিয়। বিএনপি থেকে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারাও নতুন মুখ। এর মধ্যে রয়েছেন- জেলা বিএনপি নেতা মামুনুর রশীদ (চাকসু মামুন) ও উপজেলা চেয়ারম্যান আশিক উদ্দিন। দু'জনের অবস্থানই এলাকায় শক্তিশালী। জাতীয় পার্টি থেকে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান শাব্বির আহমদ ও জাকির হোসেনের নাম শোনা যাচ্ছে। জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত এমপি হুইপ সেলিম উদ্দিনও মাঠে রয়েছেন। সিলেট-৬ আসনে এবার আওয়ামী লীগ ও বিএনপিতে অনেক নতুন মুখ। আওয়ামী লীগ থেকে এ আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তাকে টক্কর দিয়ে মাঠে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন কানাডা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সরওয়ার হোসেন ও লন্ডন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আফসার খান সাদেক। চলতি বন্যায় সরওয়ার হোসেন এলাকায় বাজিমাত করেছেন। নিজ তহবিল থেকে গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজারে পর্যাপ্ত ত্রান বিতরণ করেছেন। গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজারে সরওয়ার হোসেনকে নিয়ে শোডাউন করেছে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের একাংশ। এ আসনে বিএনপিতেও রয়েছেন একাধিক নতুন মুখ। এর মধ্যে রয়েছেন- সিলেট জেলা বিএনপি'র সভাপতি আবুল কাশের শামীম, বিএনপি নেতা ফয়সল আহমদ চৌধুরী, জেলা বিএনপি নেতা মাওলানা রশিদ আহমদ, জেলা বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক এমরান আহমদ, জাসাসের কেন্দ্রীয় সাধারন সম্পাদক হেলাল খান ও কুনু মিয়া।

## জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কাকন বিবি বীরপ্রতীক

# হাসপাতালে জুটছে না কেবিন

**সিলেট, ২৩ জুলাই :** মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিকন্যা ও বীরাঙ্গনা কাকন বিবি বীরপ্রতীক এখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। শরীর প্রায় নিস্তেজ। কথা বলতে পারেছেন না। সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চতুর্থ তলার ২ নম্বর ওয়ার্ডের ১৯ নম্বর শয্যায় তিনি চিকিৎসাধীন। কাকন বিবি গত বুধবার ব্রেইনস্ট্রোক করেন। এর পর থেকে শরীর অনেকটাই নিস্তেজ। তার শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচল করছে খুবই ধীরগতিতে। গত শুক্রবার তাকে ওসমানী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু এখনো তার ভাগ্যে একটি কেবিন জোটেনি। স্বাভাবিকভাবেই চলছে তার চিকিৎসা।

গতকাল শনিবার হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, কাকন বিবির শয্যাপাশের দেওয়ালে শত শত তেলাপোকা ঘোরাঘুরি করছে। এমন পরিস্থিতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তার একমাত্র মেয়ে সখিনা। তিনি বলেন, 'জরে পরে আমি তিন দিনের বাচ্চা। মারে মাত্র তিন দিন কান্দাত পাইছি। তিন দিনর আমারে রাখিয়া মা যুদ্ধত গেছলা। দেশর লাগি যুদ্ধ করছইন। আইজ আমার মার চিকিৎসা ইলা ওইব আমি কোনো সময় ভাবছি না।' তিনি আরও বলেন, 'আমার মার উন্নত চিকিৎসা ওইলে ভালা ওইবা। আমার সন্তান নাই, আমার মা আমার সবতা। আমি মার উন্নত চিকিৎসার লাগি সরকারর সহযোগিতা চাই।'

ওসমানী হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. দেবপদ রায় বলেন, 'তিনি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন তা আমার জানা ছিল না। এমন একজন রোগীকে সেবা করা আমাদের ভাগ্য।' তিনি বলেন, 'অবশ্যই আগামীকাল (আজ রবিবার) সকালের মধ্যে এ মহীয়সী নারী যোদ্ধার জন্য কেবিন ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।' তিনি বলেন, 'সব রোগীর জন্যই আমরা সেবক হিসেবে কাজ করি। তার চিকিৎসায় কোনো ধরনের অবহেলা হবে না।'

জানা গেছে, কাকন বিবি খাসিয়া সম্প্রদায়ের এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার মূল বাড়ি ভারতের খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশের এক গ্রামে। ১৯৭০ সালে দিরাই উপজেলার শহীদ আলীর সঙ্গে কাকনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর তার নাম পরিবর্তিত হয়। নতুন নাম হয় নুরজাহান বেগম। তার বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের ঝিরাগাঁও গ্রামে। কাকন বিবি তিন দিনের কন্যাসন্তান সখিনাকে রেখে যুদ্ধে চলে যান। তিনি এক বীরযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের গুপ্তচর। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর বিপক্ষে মুক্তিবাহিনীর হয়ে শুধু গুপ্তচর হিসেবেই কাজ করেননি, করেছেন সম্মুখযুদ্ধও। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য তাকে বীরপ্রতীক খেতাব দেওয়া হয়।

কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে স্বামীর সঙ্গে কাকন বিবির মনোমালিন্য দেখা দেয় এবং এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে মৌখিক ছাড়াছাড়ি হয়। পরবর্তীতে ইপিআর সৈনিক মজিদ খানের সঙ্গে কাকন বিবির বিয়ে হয়। মজিদ তখন কর্মসূত্রে সিলেট ইপিআর ক্যাম্পে থাকতেন। দুই মাস সিলেটে স্বামীর সঙ্গে বসবাস করার পর তিনি আগের স্বামীর ঘর থেকে মেয়ে সখিনাকে নিয়ে আসেন। মেয়েকে নিয়ে এসে তিনি স্বামীকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, স্বামী বদলি হয়ে দোয়ারাবাজার সীমান্ত এলাকার কোনো এক ক্যাম্পে আছেন। সীমান্তবর্তী ঝিরাগাঁও গ্রামে জনৈক শহীদ আলীর আশ্রয়ে মেয়েকে রেখে দোয়ারাবাজারের টেংরাটিলা ক্যাম্পে যান তিনি। ১৯৭১ সালের জুন মাস তখন। পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে ধরা পড়েন। তাদের বাঙ্কারে দিনের পর দিন অমানুষিকভাবে নির্যাতন সহ্য করতে হয় তাকে। এর পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তখনই কাকন স্বামীকে পাওয়ার আশা ত্যাগ করে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। জুলাই মাসে তার সঙ্গে দেখা হয় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের। মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলী তার সঙ্গে সেক্টর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মীর শওকতের দেখা করিয়ে দেন। তার ওপর দায়িত্ব পড়ে গুপ্তচর হিসেবে বিভিন্ন তথ্য জোগাড়ের। কাকন বিবি শুরু করেন পাকিস্তানিদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা। তার সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ চালিয়ে সফল হন।

# সিলেটে ত্রাণ পায়নি বলায় কান ধরে টানাহেঁচড়া

**সিলেট, ২৪ জুলাই :** সিলেটে ত্রাণ না পাওয়ায় এক বন্যার্তকে কান ধরে টানাহেঁচড়ার ঘটনায় তোলপাড় চলছে। এমন ঘটনায় হতভম্ব হয়েছেন এলাকার মানুষও। তবে প্রশাসন বলছে- বন্যায় আক্রান্ত হওয়া লুৎফুর রহমান লকুস গত তিন মাস ধরে ভিজিএফ'র চাল ও নগদ টাকা পাচ্ছেন। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান বলছেন- মিথ্যা বলার কারণে লকুসের মুরব্বি বাবুল মিয়া তাকে শাসন করেছেন। এর বেশি কিছু নয় বলে জানান তিনি। সিলেটের দক্ষিণ সুরমার দাউদপুর ইউনিয়নের ইনাত আলীপুর গ্রামের সোনা মিয়ার ছেলে লুৎফুর রহমান লকুসসহ কয়েকজন সম্প্রতি মিডিয়ার কাছে অভিযোগ করেছেন তারা বন্যায় আক্রান্ত হলেও ত্রাণ পাচ্ছে না। এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এই সুধী সমাবেশে ডেকে আনা হয় যারা ত্রাণ পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছে সেই সব অভিযুক্তদের। এর মধ্যে উপস্থিত হন লকুস মিয়া। তাকে ডেনে নিয়ে যাওয়া হয় মাইকে। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে লকুস মিয়া স্বীকার করেন তিনি ভিজিএফর চাল প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে পাচ্ছেন। একই সঙ্গে তাকে ৫০০ টাকা করেও মাসে দেয়া হয়েছে। তার এ কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন অনেকেই। এ সময় লকুসেরই এক আত্মীয় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা বাবুল মিয়া বন্যার্ত লকুসের কান টেনে ধরেন। এবং মিথ্যা বলার জন্য তাকে শাসান। এ বিষয়টি চাউর হওয়া মাত্র এলাকায় তোলপাড় চলছে। গতকাল দক্ষিণ সুরমার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহেদ মোস্তাফা জানিয়েছেন- ঘটনাটি তিনি পত্রিকারান্তে শুনেছেন। এরপর খবর নিয়ে জেনেছেন যে, লকুস মিয়া গত তিন মাস ধরে ভিজিএফ'র চাল ও টাকা পেয়েছেন। সুতরাং তিনি সরকারি সহায়তার বাইরে ছিলেন না বলে জানান।

# সিলেট মহানগরে মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় যাচাই, ৬২ জন বিবেচনার বাইরে

**সিলেট, ২৫ জুলাই :** সিলেট মহানগর মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির কাছে ৮৭টি নাম ছিল। এদের মধ্যে কারা মুক্তিযোদ্ধা তা যাচাই বাছাইয়ের দায়িত্ব ছিল কমিটির। নানা উপায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর সাক্ষ্যগ্রহণের পর কেবল ১৯ জনের মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় নিয়ে নিশ্চিত হতে পেরেছে কমিটি। সর্বসম্মতিক্রমে তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিবেচনার সুপারিশ করেছে এ কমিটি। তবে সিলেট জেলা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ডারসহ ৬ জনের মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় নিয়ে সন্দেহ ঠিকই রয়ে গেছে যাচাই-বাছাই কমিটির। আর ৬২ জনকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিবেচনার যোগ্যই মনে করেনি কমিটি। যে ১৯ জনকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিবেচনার সুপারিশ করা হয়েছে তাদের মধ্যে ৯ জনের ক্ষেত্রে সুপারিশ করা হয়েছে অনলাইনে করা নতুন আবেদনের প্রেক্ষিতে আর বাকি ১০ জন এতদিন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কেবল একটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় শনাক্ত করার পাশাপাশি যাচাই-বাছাই কমিটি ৪টি অভিযোগেরও পর্যালোচনা করে।

মুক্তিযোদ্ধার পুরনো তালিকায় যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে এবং যারা অনলাইনে নতুন করে সনদ পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন, তাদের ব্যাপারে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি করতে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় গত ১২ই জানুয়ারি একটি গেজেট প্রকাশ করে। আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ২১শে জানুয়ারি সারা দেশে ৪৮৮টি উপজেলা ও ৮টি মহানগর কমিটি কাজ শুরু করে। এরই মাঝে হাইকোর্টে একটি রিট হলে ২৩শে জানুয়ারি আদালত একটি রুল জারির পাশাপাশি কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করেন। ১১ই এপ্রিল সেই রুল সমাধান করে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করেন আদালত।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো সিলেটেও কাজ শুরু করে যাচাই-বাছাই কমিটি। বেঁধে দেয়া কাঠামো অনুসারে কমিটির সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এনায়েত উদ্দিন আহমদ। সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন সিলেটের জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. শহীদুল ইসলাম চৌধুরী। কমিটিতে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান চৌধুরী, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের (জামুকা) প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে ছিলেন চিত্তরঞ্জন দেব, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সিলেট মহানগর ইউনিটের প্রতিনিধিত্ব করেন ইউনিট কমান্ডার ভবতোষ রায় বর্মণ। কমিটির কাজ শুরু হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেন মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে থাকা কমিটির অন্য সদস্য মো. মন্তাজ মিয়া।

সিলেট মহানগর মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা গেছে, অনলাইনে পাওয়া ৬০টি আবেদনের মধ্যে ৯টির ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয় যাচাই-বাছাই কমিটি। ৪টি আবেদনের ক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত সিদ্ধান্ত আসে কমিটি থেকে। বাকি ৪৭টি আবেদনই যাচাই-বাছাইকালে প্রত্যাখ্যাত হয়। যাচাই-বাছাই শেষে সর্বসম্মতিক্রমে কমিটি যে ৯ জনকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিবেচনার সুপারিশ করে এরা হলেন- সিলেট নগরীর ফাজিল চিশতের বাসিন্দা আবদুল মছব্বির, জল্লারপাড়ের মৃত হায়দার বক্স, হাওলাদারপাড়ার মৃত হীরন মিয়া, কাস্টঘরের বাসিন্দা সুজেয় শ্যাম, শেখঘাট মোঘলটুলার বাসিন্দা কফিল উদ্দিন মিয়া কাঞ্চন, মাছিমপুরের বাসিন্দা বসন্ত কুমার সিংহ, মিরাবাজারের বাসিন্দা শওকত আলী, কুমারপাড়ার বাসিন্দা অ্যাডভোকেট বেদানন্দ ভট্টাচার্য, তোপখানার বাসিন্দা রাকেন্দু লোভন সমাদ্দার।

অপরদিকে অনলাইনে আবেদনকারীদের মধ্যে ৪ জনের মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি যাচাই-বাছাই কমিটি। এ ৪ জনের মধ্যে হাউজিং এস্টেটের বাসিন্দা সাবেক এমপি অ্যাডভোকেট নূরুল ইসলামের আবেদনের ক্ষেত্রে ৬ সদস্যের কমিটির মধ্যে একমাত্র কমিটির সভাপতি এনায়েত উদ্দিন আহমদই তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিবেচনার সুপারিশ করেন। আম্বরখানা লোহারপাড়ার বাসিন্দা নিবেদিতা দাশ ও পানিটুলার মৃত ধীরেন্দ্র চন্দ্র নাথের প্রসঙ্গেও কেবল সভাপতিই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিবেচনার সুপারিশ করেন। বাগবাড়ির মৃত হরিদাস কপালীর ক্ষেত্রে জামুকা প্রতিনিধি, মহানগর প্রতিনিধি এবং সভাপতির পক্ষ থেকে ইতিবাচক সুপারিশ করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কেবল এক তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এমন ২৭ জনের মধ্যে ১০ জনকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিবেচনার সুপারিশ করে যাচাই-বাছাই কমিটি। ২ জনের ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত সিদ্ধান্ত নেয় কমিটি। আর ১৫ জনকে বিবেচনার যোগ্যই মনে করেনি। এক তালিকায় থাকাদের মধ্যে যে ১০ জনকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিবেচনার সুপারিশ করা হয়েছে এরা হলেন- নগরীর খাসদবীরের বাসিন্দা আউয়াল মিয়া, আখালিয়ার বাসিন্দা আবদুল হান্নান, গোটাটিকরের বাসিন্দা জনাব খান, আখালিয়ার মৃত হাফিজ উদ্দিন, গোটাটিকর পাঠানপাড়ার রফিকুল মিয়া, কদমতলীর মৃত ওয়াজির আলী, রামেরদীঘির পারের বাসিন্দা তুষার কান্তি কর, শিবগঞ্জ খরাদিপাড়ার বাসিন্দা রোকেয়া বেগম, দাড়িয়াপাড়ার বাসিন্দা ময়না লাল, চৌহাট্টা ক্ষেত্রীপাড়ার বাসিন্দা মিনতি লাল। ওসমানীনগরের সাদিপুরের বাসিন্দা আবদুস শহীদ খান ও সিলেট জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ডার সুব্রত চক্রবর্তী জুয়েলের ক্ষেত্রে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে কমিটি। যথাযথ সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে বাকি ১৫টি আবেদন প্রত্যাখ্যান করে যাচাই বাছাই কমিটি।

# পাহাড়ে ওঠার কৌশল দেখাতে গিয়ে...

**দেশ ডেস্ক, ২৫ জুলাই :** পাহাড়ে ওঠার কলাকৌশল দেখানোর জন্য কলেজ প্রাঙ্গণে হাজির হয়েছিলেন তিনি। সেটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তাঁর বাবা। আর সেটি দেখার জন্য সেখানে হাজির হয়েছিলেন তাঁর অনেক বন্ধুও। ছয়তলা ভবনের নিচ থেকে যখন রশি বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছিলেন, তখন বন্ধুরা মুঠোফোনে সেটির ভিডিও করছিলেন।

কিন্তু বিধি বাম। একেবারে শেষ পর্যায়ে যখন তিনি পৌঁছে যান, ঠিক তখনই ঘটে বিপত্তি। সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ তিনি সিনেমার মতো করেই লাফিয়ে পড়েন নিচে।

গত সোমবার ভারতের জয়পুরের 'ইন্টারন্যাশনাল কলেজ ফর গার্লস' প্রাঙ্গণে এ ঘটনা ঘটেছে বলে এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে। কলেজের ছাদ থেকে পড়ে নিহত ওই ছাত্রীর নাম অদিতি সাঙ্গি। তিনি ওই কলেজের ছাত্রী ছিলেন। অদিতির বাবা সুনীল সাঙ্গি জয়পুরের একটি পর্বতারোহণ একাডেমির সঙ্গে যুক্ত এবং তিনি বিভিন্ন কলেজে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। অদিতিও প্রায়ই এ ধরনের অনুশীলনে তাঁর বাবার সঙ্গে থাকতেন।

মামলা পরিচালনাকারী পুলিশ কর্মকর্তা মুকেশ চৌধুরী বলেন, 'ছয়তলা ভবনের ওপর থেকে ওই ছাত্রী মাটিতে পড়ে মারা যান। তাঁর বাবা পুলিশকে জানিয়েছেন যে তিনি রাউন্ড শেষ করে দাঁড়িয়ে চারপাশে দেখছিলেন। তখন হঠাৎ করে তিনি পড়ে যান। আমরা মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তদন্ত করছি। তিনি কীভাবে পড়েছেন, সেটি সেখানে উপস্থিত অন্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করব। তবে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে হয় না।'

# আসছে রাশিয়ার ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা ট্রাম্পের ক্ষমতা হ্রাসে এককাট্টা সিনেট

**দেশ ডেস্ক, ২৪ জুলাই :** যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের অভিযোগে মস্কোর ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যাপারে একমত হয়েছেন মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক দলের সদস্যরা। সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প যেন রাশিয়ার ওপর আরোপিত কোনো নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে না পারেন, সে জন্য প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হ্রাসেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, মস্কোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর কিছুটা হলেও কূটনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁর এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হ্রাসের চিন্তা

চলছে।

রাশিয়ার ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিলটি এরই মধ্যে মার্কিন সিনেটে পাস হয়েছে। আগামীকাল মঙ্গলবার প্রতিনিধি পরিষদে এর ওপর ভোট হবে। এ বিলে ইরান ও উত্তর কোরিয়ার ওপর আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপের সম্ভাবনার বিষয়গুলোও যোগ করা হয়েছে। রাশিয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচনে হস্তক্ষেপের অভিযোগ ছাড়াও ২০১৪ সালে ইউক্রেনের কাছ থেকে ক্রিমিয়া ছিনিয়ে নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেও বিলটি নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

অভিযোগ রয়েছে, গত বছরের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে পেছন থেকে কলকাঠি নেড়ে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনালড ট্রাম্পকে জিতিয়ে দিয়েছে রাশিয়া। তবে শুরু থেকেই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে আসছে মস্কো। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও বিষয়টি মানতে নারাজ। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কয়েকটি তদন্ত চলছে।

সাংবাদিকেরা বলছেন, মার্কিন কংগ্রেসে উভয় দলের এই মতৈক্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেওয়ারই ইঙ্গিত বহন করছে। তবে প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবিত বিলে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। তিনি যদি তা না করেন, তাহলে মস্কোর প্রতি তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। এতে করে বর্তমান অভিযোগ আরও শক্ত ভিত্তি পাবে। আর তিনি যদি বিলে স্বাক্ষর করেন, তাহলে নিজের প্রশাসনের বিপক্ষে গিয়েই তাঁকে তা করতে হবে।

মার্কিন সিনেটের পররাষ্ট্র-বিষয়ক কমিটির জ্যেষ্ঠ ডেমোক্র্যাট সিনেটর বেন কার্ডিন বলেন, ব্যাপক আলোচনার পরই বিষয়টিতে একমত হয়েছেন সবাই। তিনি বলেন, 'রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও আমাদের মিত্রদের পক্ষ থেকে মার্কিন কংগ্রেস একটা পরিষ্কার বার্তা পাঠাতে চায় এবং আমরা চাই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমাদের সেই বার্তা পাঠানোয় সহযোগিতা করবেন।'

ক্রিমিয়া ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় রাশিয়ার কয়েকজন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে। গত ডিসেম্বর মাসে নির্বাচনে হস্তক্ষেপের অভিযোগে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আরও ৩৫ জন কূটনীতিককে বহিষ্কার করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে দুটি রুশ স্থাপনা বন্ধ করে দেন।

এদিকে, গত শুক্রবার এক প্রতিবেদনে ওয়াশিংটন পোস্ট জানায়, ট্রাম্পের কয়েকজন আইনজীবী যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার (এফবিআই) প্রধান রবার্ট মুলারের রাশিয়ার ব্যাপারে তদন্তের বিষয়টি সীমিত করে আনার সম্ভাবনার পথ খুঁজছেন। তাঁরা প্রেসিডেন্টের ক্ষমা করার ক্ষমতা নিয়েও আলোচনা করছেন। এরপরই গুঞ্জন ওঠে, ট্রাম্প হয়তো এই ক্ষমতার ব্যবহার করবেন। তিনি হয়তো পরিবারের সদস্য, সহযোগী, এমনকি নিজেকেও 'ক্ষমা' করার কথা ভাবছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গত শনিবার ট্রাম্প টুইট করেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ক্ষমা করার পূর্ণ ক্ষমতা থাকার ব্যাপারে সবাই যেহেতু একমত, তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে তথ্য ফাঁসের অপরাধগুলো যখন ঘটছে, তখনই কেন এসব ভাবছেন? ভুয়া খবর।'

# পরাজয়েও রেকর্ড মীরা কুমারের

**দেশ ডেস্ক :** ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএর প্রার্থী রামনাথ কোবিন্দের জয়কে ঐতিহাসিক বলে মনে করছে দেশটির ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। তবে কোবিন্দ কেবল একাই রেকর্ড করেননি। পরাজিত প্রার্থী হিসেবে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে রেকর্ড গড়েছেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মীরা কুমারও।

এনডিটিভির খবরে জানা যায়, মোট ১০ লাখ ৬৯ হাজার ৩৫৮ ভোটের মধ্যে মীরা পেয়েছেন ৩ লাখ ৬৭ হাজার ৩১৪ ভোট। ৫০ বছরের মধ্যে এটি রেকর্ড। ১৯৬৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিরোধী দলগুলোর যৌথভাবে মনোনীত প্রার্থী হিসেবে কোকা সুবা রাও এর কাছাকাছি ভোট পেয়েছিলেন। সাবেক প্রধান বিচারপতি রাও পরাজিত হয়েছিলেন জাকির হোসেনের কাছে। রাও পেয়েছিলেন ৩ লাখ ৬৩ হাজার ভোট।

লোকসভার সাবেক স্পিকার মীরা কুমার শুরু থেকেই জানতেন জয়ের জন্য সংখ্যার দিক দিয়ে তিনি যথেষ্ট ভোট পাবেন না। তিনি এই নির্বাচনকে দেখেছেন আদর্শের লড়াই হিসেবে। এ কারণে মীরা কুমার আইনপ্রণেতাদের তাঁদের নৈতিকতার জায়গা থেকে ভোট দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর মীরা কুমার সাউথ দিল্লিতে তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি জানান, তাঁর লড়াই চলবে। তিনি নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি কোবিন্দকেও অভিনন্দন জানান। সংবিধান সমুন্নত রাখার চ্যালেঞ্জ নিতে সতর্ক থাকার জন্য আহ্বান জানান। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীও কোবিন্দকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

# আইএস'র ১৭৩ সন্দেহভাজন আত্মঘাতীর তালিকা

**দেশ ডেস্ক, ২৩ জুলাই :** জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) আত্মঘাতী ব্রিগেডের সন্দেহভাজন ১৭৩ জন সদস্যের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে পুলিশের আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারপোল। ইন্টারপোলের ভাষ্য অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যে আইএসের পতনের জেরে জঙ্গিগোষ্ঠীটির সদস্যরা এবার ইউরোপে ফিরে আত্মঘাতী হামলা করতে চাইছে। তাদের তৈরি করা তালিকার সদস্যরা এ জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছে বলেও ধারণা ইন্টারপোলের।

সিরিয়া ও ইরাকে আইএস অধিকৃত ভূখণ্ডে হামলা চলাকালে 'নির্ভরযোগ্য সূত্রের' কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন মার্কিন গোয়েন্দারা। তাঁরা নথি পাঠান যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআইয়ের হাতে। এরপর ইন্টারপোল তালিকা আকারে প্রকাশ করল আইএসের সন্দেহভাজন আত্মঘাতী জঙ্গিদের নাম। আইএসের আস্তানা থেকে প্রাপ্ত নথিপত্রের ভিত্তিতে এই তালিকা করা হয়েছে।

# জর্ডানে ইসরায়েলি দূতাবাসে গুলিতে নিহত ২

**দেশ ডেস্ক, ২৪ জুলাই :** জর্ডানের আম্মানে গত রোববার ইসরায়েলি দূতাবাসে গুলিতে দুজন জর্ডানি নিহত ও একজন ইসরায়েলি গুরুতর আহত হয়েছেন। নিরাপত্তা বাহিনী সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বিবিসি ও এএফপির খবরে জানা যায়, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন জর্ডানি কিশোর মোহাম্মদ জাওয়াদেহ। আরেকজন হলেন চিকিৎসক বাশার হামারনেজ। দূতাবাসে আবাসিক এলাকায় হামলায় তিনি আহত হন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। আহত ব্যক্তি ইসরায়েলি দূতাবাসের নিরাপত্তাবিষয়ক উপপরিচালক। তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। গোলাগুলির ঘটনায় তদন্ত চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

১৯৯৪ সালে চুক্তির পর থেকে জর্ডান ও ইসরায়েলের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক। কিন্তু সম্প্রতি জেরুজালেমের বিখ্যাত মসজিদ হারাম-আল-শরিফে মেটাল ডিটেক্টর স্থাপনের ঘটনায় জর্ডানবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কারণ, ঐতিহ্যগতভাবে জেরুজালেমের মুসলিম স্থাপনাগুলোর রক্ষার কাজ জর্ডানের। শুক্রবারে জুম্মার নামাজের পর এর প্রতিবাদে আম্মানে মিছিল বের হয়। এরপরই হামলার এই ঘটনা ঘটে।

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
our services

- Immigration
- Family & Children
- Employment
- Litigation
- Benefit
- Landlord & Tenant
- Lease Transfer
- Force Marriage Problem

ইমিগ্রেশনের আবেদন ও আপিলসহ যে কোন বিষয়ে আমরা আইনী সহায়তা দিয়ে থাকি।

Tareq Chowdhury
Principal
This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

m. 07961 960 650
t. 020 7650 7970

53A MILE END ROAD
FIRST FLOOR, LONDON E1 4TT
DX address: DX155249 TOWER HAMLETS 2

# বিবিসিসিআই’র উদ্যোগে বৃ
# ব্লেইক ও সরকারী প্রতিনি

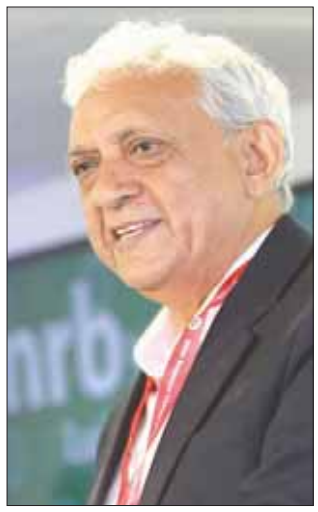

**দেশ রিপোর্টে :** বাংলাদেশে নিযুক্ত বৃটিশ হাইকমিশনার অ্যালিসন ব্লেইক ও সরকারের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সম্মানে বৃটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স ‘বিবিসিসিআই’ লন্ডনে আয়োজন করলো এক সাড়ম্বর সংবর্ধণা অনুষ্ঠান। ১৯ জুলাই বুধবার দুপুরে ক্যানারি ওয়ার্ফের ওয়ান কানাডা স্কয়ার ভবনের ৩৯ তলায় অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিবিসিসিআই’র ডাইরেক্টর ও কমিউনিটির শীর্ষসংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বিবিসিসিআই’র প্রেসিডেন্ট এনাম আলী এমবিই’র সভাপতিত্বে ও লন্ডন রিজিয়নের প্রেসিডেন্ট বশির আহমদ-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংবর্ধিত অতিথি বৃটিশ হাইকমিশনার অ্যালিসন ব্লেইক। অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান দিপু মনি এমপি, প্রধানমন্ত্রীর অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ গওহর রিজভী, যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার খন্দকার এম তালহা, বিবিসিসিআই’র ডাইরেক্টর জেনারেল সাইদুর রহমান রেনু, সাবেক প্রেসিডেন্ট শাহগির বক্ত ফারুক, সাবেক প্রেসিডেন্ট ও সিনিয়র এডভাইজার ড. ওয়ালি তছর উদ্দিন এমবিই, নর্থ ইস্ট রিজিয়নের প্রেসিডেন্ট মাহতাব মিয়া, ডাইরেক্টর আহমদ উস সামাদ চৌধুরী ও ক্যানারী ওয়ার্ফ গ্রুপের ডিজি জন গারউড।

অনুষ্ঠানে অতিথিগণ বিবিসিসিআই’র
বৃটেন ও বাংলাদেশের মধ্যে সেতুব
রাখছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিব
এনআরবিদের (নন রেসিডেন্ট বাংল
অবদান বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বের
মশিউর রহমান আগামী ২১ থেকে ২

# টিশ হাইকমিশনার অ্যালিসন
# ধিদলের সাড়ম্বর সংবর্ধণা

কার্যক্রমের ভুয়শি প্রশংসা করে বলেন, ন্ধনে এই সংগঠন গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা ক উন্নয়নে বহির্বিশ্বে বসবাসরত াদেশী) অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের সাথে মুল্যায়ন করছে। অনুষ্ঠানে ড. ২৭ অক্টোবর সিলেটে বিবিসিসিআই'র

উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য সপ্তাহব্যাপী 'এনআরবি গ্লোবাল বিজনেস কনভেনশন-এ সরকারী তরফ থেকে সবধরনের সহযোগিতা দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, আপনারা কনভেশনে আসুন। আমিও থাকবো। এনআরবিদের মুল্যায়নে সরকার সবকিছু করবে।

অ্যালিসন ব্লেইক বলেন, ইউকে ভিসা প্রসেসিং দিল্লীতে স্থানান্তরের কারণে আবেদনকারীদের প্রতি কোনো বৈষম্য করা হচ্ছে না। যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করেই আবেদন যাচাই-বাছাই করে ভিসা ইস্যু করা হচ্ছে। ঢাকার অফিসারদের লোকাল জ্ঞানের বিষয়টি গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। অর্থাৎ ভিসা আবেদন দিল্লিতে প্রসেসিং হলেও ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশনের কর্মকর্তারা আবেদনকারী সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে খোঁজখবর নিয়ে ভিসা ইস্যু করেন থাকেন, শুধু কাগজপত্রের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না।

# ‘৬ মাস ধরে সে আমাকে প্রতিদিন ধর্ষণ করে’

**দেশ ডেস্ক, ২৪ জুলাই :** ইরাকের উত্তরাঞ্চলের সংখ্যালঘু কুর্দি ইয়াজিদিরা ২০১৪ সালে ইসলামিক স্টেটের (আইএস) জঙ্গিদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়। আইএস জঙ্গিরা নির্বিচারে ইয়াজিদি পুরুষদের হত্যা করতে থাকে। আর তারা নারী ও শিশুদের অপহরণ করে।

ওই ঘটনার সময় ইয়াজিদি ইকলাসের বয়স ছিল ১৪ বছর। অন্যদের মতো এই কিশোরীও আইএসের হাত থেকে রেহাই পায়নি। আইএসের খপ্পর থেকে নিজেকে রক্ষা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল ইকলাস। বিধি বাম তার। তার পালানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আইএস জঙ্গিদের হাতে ধরা পড়ে যায় সে।

তারপর কিশোরী ইকলাসের জীবনে নেমে আসে অমানিশার অন্ধকার। অপহরণের পর তাকে যৌনদাসী করে আইএস। টানা ছয় মাস ধরে তার ওপর যৌন নির্যাতন চলে। ভাগ্যের জোরে একপর্যায়ে আইএসের বন্দিশালা থেকে পালাতে সক্ষম হয় ইকলাস।

আইএসের হাতে জিম্মি থাকাকালে ইকলাসের ওপর যে যৌন নির্যাতন চলে, সম্প্রতি সে তার বর্ণনা বিবিসিকে দিয়েছে।

ধরা পড়ার পর নিজের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে ইকলাস জানায়, ১৫০ জন নারী-কিশোরীর মধ্য থেকে তাঁকে বেছে নেয় আইএসের এক যোদ্ধা।

ইকলাস বলে, ‘আইএসের ওই জঙ্গি খুবই বিশ্রী ছিল। অনেকটা জানোয়ারের মতো। লম্বা চুলের ওই ব্যক্তির গা থেকে গন্ধ আসছিল। আমি ভয়ে কুঁকড়ে যাই। আমি তার দিকে তাকাতেই পারছিলাম না।’

ইকলাসকে ছয় মাস ধরে যৌনদাসী করে রেখেছিল আইএসের ওই জঙ্গি। ইকলাস বলে, ‘ছয় মাস ধরে প্রতিদিন সে আমাকে ধর্ষণ করে।’

বন্দী অবস্থায় আইএস যোদ্ধার চালানো যৌন নির্যাতনের মুখে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল ইকলাস। সে বলে, ‘নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।’

আত্মহত্যা করতে ব্যর্থ হলেও একপর্যায়ে আইএসের বন্দিশিবির থেকে পালাতে সক্ষম হয় ইকলাস। সে জানায়, আইএসের ওই জঙ্গি যুদ্ধ করতে বাইরে যায়। এই সুযোগে সে পালায়।

আইএসের বন্দিশালা থেকে পালানোর পর একটি শরণার্থীশিবিরে ইকলাসের ঠাঁই হয়। এখন সে জার্মানির একটি মানসিক হাসপাতালে আছে। সেখানে ইকলাস থেরাপি নেওয়ার পাশাপাশি লেখাপড়াও শিখছে। আইনজীবী হওয়ার স্বপ্ন তার।

আইএসের নির্যাতনের বিবরণ দেওয়ার সময় ইকলাসের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে ওঠে। কিন্তু তার চোখে পানি ছিল না। ইকলাস বলে, ‘আমার চোখের পানি শেষ হয়ে গেছে।’

## ইসরায়েলের নিন্দায় জাতিসংঘ মহাসচিব

# তিন ফিলিস্তিনি হত্যার তদন্তের আহ্বান

**দেশ ডেস্ক, ২৩ জুলাই :** পবিত্র আল-আকসা মসজিদে প্রবেশে ইসরায়েলের বিধিনিষেধকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভের সময় তিন ফিলিস্তিনি হত্যায় ‘তীব্র নিন্দা’ জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তনিও গুতেরেস। তিনি এ ঘটনা তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন।

জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণের প্রবেশপথে মেটাল ডিটেক্টর বসানোর প্রতিবাদে গত শুক্রবার সে এলাকায় গণবিক্ষোভের আয়োজন করে ফিলিস্তিনিরা। ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী ওই বিক্ষোভ কঠোরভাবে দমন করার সময় একজনসহ একই দিনে মোট তিন ফিলিস্তিনি নিহত হন। এর মধ্যে একজন নিহত হয়েছেন এক ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীর গুলিতে। প্রাণহানির এ ঘটনায় জাতিসংঘের মহাসচিব ইসরায়েলের কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি জেরুজালেমের ওলড সিটিতে উত্তেজনা বাড়ার মতো পরিস্থিতি যাতে আর তৈরি না হয়, সে জন্য ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে তিন আরব-ইসরায়েলির হাতে দুই ইসরায়েলি পুলিশ খুন হওয়াকে কেন্দ্র করে ১৪ জুলাই সেখানে কড়াকড়ি বাড়ায় ইসরায়েল। ওই তিন হামলাকারীকেই ইসরায়েলি বাহিনী ধাওয়া করে হত্যা করে। এরপর ওই প্রাঙ্গণের প্রবেশপথে মেটাল ডিটেক্টর বসানোসহ বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। গত শুক্রবার জুমার নামাজের সময় আল-আকসা মসজিদে শুধু ৫০ বছরের বেশি বয়সী মুসল্লিদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। তখন প্রতিবাদে ফেটে পড়া ফিলিস্তিনিদের ওপর টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট ছোড়ার পাশাপাশি অনেককে গ্রেপ্তার করে ইসরায়েলের পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী।

ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান আল-আকসা মসজিদের অবস্থান জেরুজালেমের হারাম আল-শরিফ প্রাঙ্গণে। এ স্থানটি ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের কাছে টেম্পল মাউন্ট হিসেবে পরিচিত, যা তাদের ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র স্থান। তবে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সংঘাত এড়াতে সেখানে ইহুদিদের প্রার্থনার সুযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে।

শুক্রবার পূর্ব জেরুজালেমের রাস আল-আমুদের কাছাকাছি ইসরায়েলি এক বসতি স্থাপনকারী হত্যা করে ১৮ বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি তরুণকে। আল-আকসা এলাকার বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে নিহত হন দ্বিতীয় ফিলিস্তিনি। সবশেষ পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন তৃতীয়জন।

স্থানীয় রেড ক্রিসেন্টের ভাষ্য অনুযায়ী, জেরুজালেমে ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভে পুলিশি অ্যাকশনে সাড়ে চার শ লোক আহত হয়েছে। এ ছাড়া পশ্চিম তীরেও অনেক বিক্ষোভকারী আহত হয়েছে। প্যালেস্টাইন প্রিজনার্স ক্লাব বলেছে, জেরুজালেমের বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে ১০ জনসহ শুক্রবার ২১ ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তিন ফিলিস্তিনিকে হত্যার পর ইসরায়েল সরকারের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।

# মেক্সিকোতে বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহত ৫

**দেশ ডেস্ক, ২৪ জুলাই :** মেক্সিকোতে পৃথক গোলাগুলির ঘটনায় পাঁচজন নিহত ও অন্তত ১২ জন আহত হয়েছে। গত রোববার রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এললান রেডন্ডো এলাকার একটি পানশালায় বন্দুকধারীদের গুলিতে তিনজন নিহত হন। পরে বিকেলে মেক্সিকো সিটির পূর্ব প্রান্তে ইস্তাপালাপার একটি বাজারে বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহত হন দুজন।

স্থানীয় অ্যাটর্নি জেনারেলের মুখপাত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মোটরসাইকেলে আসা বন্দুকধারীরা ওই পানশালায় গিয়ে চারজনকে গুলি করে। গুলিতে এক নারীসহ তিনজন নিহত হন। অপর একজনকে ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গোলাগুলির পর বন্দুকধারীরা পালিয়ে যায়। হতাহত ব্যক্তিরা সবাই মেক্সিকোর নাগরিক।

বিকেলে মেক্সিকো সিটির পূর্ব প্রান্তে ইস্তাপালাপার একটি বাজারে বন্দুকধারীদের গুলিতে এক নারীসহ দুজন নিহত হন। এ ঘটনায় দুই শিশুসহ আহত হয়েছে অন্তত ১০ জন। কেন এ হত্যাকাণ্ড, তা এখনো জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেলের মুখপাত্র।

# মাত্র ১০ দিনের গোলা আছে ভারতীয় বাহিনীর

**দেশ ডেস্ক, ২৩ জুলাই :** ভারতের সেনাবাহিনীর হাতে মাত্র ১০ দিন যুদ্ধ চালানোর মতো গোলাবারুদ আছে। গত শুক্রবার এ চিত্র পার্লামেন্টে তুলে ধরেছেন দেশটির কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি)। পাকিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং সিকিম সীমান্তে চীনা সেনাবাহিনীর সঙ্গে মাসব্যাপী চলা অচলাবস্থার মধ্যে এই তথ্য প্রকাশ পেল।

ভারতের সিএজি সেনাবাহিনীতে গোলাবারুদের মারাত্মক ঘাটতির চিত্র তুলে ধরে অস্ত্র উৎপাদন ও উন্নয়নে নিয়োজিত অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডের (ওএফবি) কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। সাংবিধানিক এই সংস্থাটি বলেছে, ২০১৩ সালের পর ওএফবির আওতাধীন কারখানাগুলোর কাজে কোনো উন্নতি হয়নি।

দেশের শীর্ষ হিসাব নিরীক্ষক গোলাবারুদের ঘাটতির চিত্র পার্লামেন্টকে জানানোর পরদিন বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা গেছে, ট্যাংক ও গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় গোলার চালান আগামী মাসের শুরুর দিকেই আসা শুরু হবে। বলা হয়ে থাকে, প্রচণ্ড যুদ্ধের জন্য ৪০ দিনের গোলাবারুদ মজুত থাকা আদর্শ। বিভিন্ন সূত্র বলছে, আগামী বছরের শেষে তাও চলে আসবে।

এদিকে ভারতে তৈরি বোফর্স কামান ধনুশের জন্য জার্মানির তৈরি বলে সস্তা চীনা যন্ত্রাংশ সরবরাহের অভিযোগে দিল্লির বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সিন্ধ সেলস সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের করেছে সিবিআই। এ কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত অস্ত্র কারখানা গানস ক্যারিজ ফ্যাক্টরির (জিসিএফ) কয়েকজনের বিরুদ্ধেও মামলা করেছে কেন্দ্রীয় এ তদন্তকারী সংস্থা।

# সাগরতলে উড়োজাহাজ খুঁজতে গিয়ে...

**দেশ ডেস্ক, ২৩ জুলাই :** বেদনাদায়ক ঘটনার ইতিবাচক দিক খুঁজে দেখার চেষ্টা করা কঠিন। এ রকম দুর্ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বিপুল উদ্যম ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। তবে নিরলস প্রচেষ্টার পরিণামে নতুন কিছু অবশ্যই মেলে। যেমন: যুক্তরাষ্ট্রে নাইন-ইলেভেন সন্ত্রাসী হামলায় নিহত লোকজনের পরিচয় শনাক্ত করতে গিয়ে নতুন জেনেটিক ফরেনসিক কৌশল বেরিয়েছে। আরেকটি উদাহরণ, হারানো উড়োজাহাজ খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের কিছু প্রাপ্তি ঘটেছে।

এমএইচ ৩৭০ নামের ফ্লাইটের নাম বিশ্ববাসী জেনেছে তিন বছরের বেশি আগে। কুয়ালালামপুর থেকে ২৩৯ জন আরোহী নিয়ে ২০১৪ সালের ৮ মার্চ বেইজিংয়ের পথে রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ পরই মালয়েশিয়া এয়ারলাইনসের উড়োজাহাজটি নিখোঁজ হয়। সেই থেকে গত ১৭ জানুয়ারি অবধি বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেও বিমানটির হদিস মেলেনি।

এত বড় একটা আকাশযান কোথায় কীভাবে হারিয়ে গেল? এই প্রশ্ন আজও এক বড় রহস্য হয়ে আছে। বিমানটির আরোহীদের জীবিত ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হতে হতে প্রায় ফুরিয়েছে বলা চলে। তবে হারানো উড়োজাহাজের ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে গিয়ে সাগরতলে ডুবুরিরা নতুন অনেক কিছু পেয়েছেন, যেগুলো আগে একেবারেই অজানা ছিল। কী সেসব? তলিয়ে যাওয়া আগ্নেয়গিরি, গভীর উপত্যকা ও সুউচ্চ ঢাল ইত্যাদি। অস্ট্রেলিয়ার কর্তৃপক্ষ এসবের বিস্তারিত মানচিত্র প্রকাশ করেছে। ডুবোজাহাজের সাহায্যে সংগৃহীত আরও তথ্য-উপাত্ত তারা আগামী বছরের মাঝামাঝি প্রকাশ করবে বলে জানিয়েছে।

সন্ধান না মিললেও ফ্লাইট এমএইচ ৩৭০ ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশে ডুবে যায় বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এটির খোঁজে তল্লাশি অভিযানে যে পরিমাণ খরচ হয়েছে, তা নজিরবিহীন। অবশ্য বিজ্ঞানীরা আশাবাদী, এই কাজের পরিণামে সাগরতলের যে বিশদ মানচিত্র মিলেছে, সেটা বিভিন্ন মহাসাগরের প্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণার নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

জিওসায়েন্স অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশ ভূবিজ্ঞান শাখার প্রধান স্টুয়ার্ট মিনকিন গত বুধবার এএফপিকে বলেছেন, এমএইচ ৩৭০ খুঁজতে গিয়ে তাঁরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিবিড় তল্লাশি চালিয়েছেন। বিশ্বের মহাসাগরগুলোর মাত্র ১০ থেকে ১৫ শতাংশ এলাকায় এ রকম উন্নত মানের অনুসন্ধান হয়েছে। ফলে ভারত মহাসাগরের একটি দুর্গম অংশের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র তাঁদের হাতে এসেছে। এসব তথ্য-উপাত্ত দুটি কারণে অনন্য। প্রথমত, ভারত মহাসাগরের দুর্গম এলাকা এই অনুসন্ধানের আওতাভুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। মিনকিন আরও বলেন, প্রাপ্ত মানচিত্রগুলো ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সহায়ক হবে।

অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া ও চীন গত জানুয়ারিতে গভীর সাগরে ফ্লাইট এমএইচ ৩৭০ অনুসন্ধানের কাজ স্থগিত রাখে। বোয়িং ৭৭৭ বিমানটির খোঁজে স্যাটেলাইটের ছবির সহায়তা নিয়ে অনুসন্ধানকারীরা ধারণা করছেন, উড়াল দেওয়ার পর এটি গতিপথ পালটেছিলো। সেই সূত্র ধরে ১ লাখ ২০ হাজার বর্গকিলোমিটারজুড়ে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় দুটি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেলেও ডুবুরিরা উড়োজাহাজটির কোনো চিহ্নি পাননি।

তবে অনুসন্ধানকারীরা ভারত মহাসাগরের পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলে ফ্লাইট এমএইচ ৩৭০-র তিনটি টুকরো পেয়েছেন। এসবের মধ্যে বিমানটির একটি ডানার টুকরো লা রেউনিয়ঁ দ্বীপ থেকে উদ্ধার করা হয়। কী কারণে বিমানটি নিখোঁজ হলো? বিশেষজ্ঞদের অনুমান, ছিনতাই, পাইলটের ভুল অথবা যান্ত্রিক ত্রুটি। তবে কোনোটিই এখনো প্রমাণ হয়নি।

# মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া

**ডা. হুমায়ুন কবীর হিমু**

বেশ কয়েকদিন ধরেই প্রচণ্ড মাথাঘোরার সমস্যায় পড়েছেন আকমান হোসেন। ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তিনি। এত বেশি মাথা ঘোরে যে অফিসেই যেতে পারছেন না। এদিকে অফিসেও তার জন্য আটকে আছে অনেক কাজ। গত বছরও এমনটাই হয়েছিল তার। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ভালোই ছিলেন তিনি। এ বছর আবার এমন সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ চিত্র হরহামেশাই দেখা যায়। একটু বয়স হলেই মাথাঘোরার সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। মাথাঘোরা বা ভারটাইগো হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে মনে হয় আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেই ঘুরছেন বা তার চারপাশ ঘুরছে। মাথা তুলতে পারেন না অনেকেই। সঙ্গে থাকে বমি বমি ভাব ও বমি। অনেকের ক্ষেত্রে ঘাম দিতে পারে। চোখের নড়াচড়াও বেশ অসংলগ্ন হতে পারে।

কারণ : মাথাঘোরার অনেকগুলো কারণ আছে।

- বিনাইন প্যারোক্সিসমাল পজিশনাল ভারটাইগো (বিপিপিভি): এটি খুব মারাত্মক নয়। চিকিৎসায় এটি পুরোপুরি ভালো হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি হঠাৎ মাথা কোনো একদিকে ফেরালে বা মাথা শুধু একটি নির্দিষ্ট দিকে ফেরালে মাথা ঘোরা শুরু হয়ে যায়।
- অন্তঃকর্ণের প্রদাহ : সাধারণত ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার অন্তঃকর্ণে সংক্রমণের ফলে মাথাঘোরা দেখা দিতে পারে। এতে হঠাৎ মাথাঘোরা শুরু হয়। এর পাশাপাশি শ্রবণশক্তি হ্রাস পেতে পারে।
- মেনিয়ার্স ডিজিজ : এটিও কানের একটি রোগ। তিনটি উপসর্গ থাকে একসঙ্গে। মাথাঘোরা, কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ করা ও শ্রবণ শক্তি কমে যাওয়া। এ রোগে আক্রান্তরা কিছুদিন পুরোপুরি সুস্থ থাকেন।
- অ্যাকোয়েস্টিক নিউরোমা : এটি স্নায়ুর টিউমার। এ ছাড়াও সেরেবেলার রক্তক্ষরণ, মা্ পল সেক্লেরোসিস, মাথায় আঘাত, মাইগ্রেনেও হতে পারে মাথাঘোরা।

চিকিৎসকের প্রয়োজন যখন : বেশিরভাগ মাথাঘোরাই মারাত্মক নয়। যদিও মাথাঘোরার কারণে স্বাভাবিক কাজকর্মে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে। তারপরও মাথাঘোরা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। কারণ মাথাঘোরার পেছনে কিন্তু মারাত্মক কিছু কারণও আছে। চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখবেন কী কারণে মাথাঘোরার সমস্যা দেখা দিয়েছে। মাথাঘোরার সঙ্গে তীব্র মাথাব্যথা, একটি জিনিস দুটি দেখা, হাঁটতে সমস্যা হওয়া, কথা জড়ানো বা স্পষ্ট না হওয়া, শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিলে দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিতে হবে।

মাথাঘোরার চিকিৎসা সহজলভ্য। বিনাইন প্যারোক্সিসমাল পজিশনাল ভারটাইগো হলে সাধারণত ওষুধের প্রয়োজন পড়ে না। তবে যদি সমস্যা খুব বেশি হয় তাহলে প্রোমেথাজিন, মেক্লিজিন সেবন করা যেতে পারে তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ মতো। মাথাঘোরা শুরু হলে এসব ওষুধ সেবন না করে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াই ভালো। কারণ এতে চিকিৎসকের পক্ষে রোগ নির্ণয় করা সহজ হয়। ওষুধ সেবন করে চিকিৎসকের কাছে গেলে আসল রোগ নির্ণয় করতে সময় লাগে। বিপিপিভি আক্রান্তদের জন্য কিছু ফিজিওথেরাপি আছে। ভেস্টিবুলার রিহেবিলিটেশন এক্সারসাইজ যা এপলি ম্যানুভার নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিকে একটি টেবিলে বসানো হয়। মাথা কোনো একদিকে কাত করে তাকে টেবিলের প্রান্তে মাথা নিচু করে শোয়ানো হয়। এভাবে মাথাঘোরা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত রাখা হয়। মাথাঘোরা বন্ধ হলে আবার টেবিলে বসানো হয়। এবার মাথা অন্যদিকে কাত করে শুয়ে রাখা হয়। অন্তঃকর্ণের প্রদাহের কারণে মাথাঘোরা হলে অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের প্রয়োজন পড়ে। মেনিয়ার্স ডিজিজে আক্রান্তদের জন্যও চিকিৎসা আছে। তবে তাদের লবণ কম খেতে হবে।

**মেডিকেল অফিসার, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল**

# শরীরে বিষফোঁড়া হলে ...

**ডা. রাশেদ মোহাম্মদ খান**

চিকিৎসাবিদ্যায় ফুসকুড়ি বা ফোসকাকে বিষফোঁড়া বলা হয়। এটি সাধারণত দেহের লোমকূপে হয়ে থাকে। এই সমস্যাটি বিশেষ করে মুখ, বগল, পিঠ, ঘাড়, গলা, নিতম্বে হয়ে থাকে। সাধারণত এমন ফুসকুড়ি সাদা ও হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে এবং খুব দ্রুত দেহের অন্য স্থানেও ছড়িয়ে যেতে পারে। এ ফোসকাগুলো খুব ব্যথাদায়ক হয় ও ভেতরে পুঁজ হয়ে থাকে এবং কয়েকদিন গেলেই এর আকার বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দেহে এই ফোসকা বা বিষফোঁড়া ব্যাকটেরিয়ার কারণে দেখা দেয়। ফোসকা হওয়ার আরও কিছু কারণ হলো- ক্ষতিগ্রস্ত ফলিসেল, দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ঘামগ্রন্থিতে সংক্রমণ, অপরিষ্কার থাকা, দেহে পুষ্টির অভাব, ক্রনিক রোগ। তাছাড়া যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের ফোসকা হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। প্রায় সময়ই এ ধরনের সমস্যাগুলো ঘরে বসে সারিয়ে তোলা হয়। তবে দেহের ভেতরের দিকে যে ফোসকা হয়ে

থাকে তা খুব যন্ত্রণাদায়ক। আর যদি দুই সপ্তাহের এই ফোসকা ভালো না হয় এবং এর কারণে জ্বর আসে তাহলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করুন, সুস্থ থাকুন।

**- অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, চর্ম ও যৌনরোগ বিভাগ**
**ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল**

# বিষণ্নতা থেকে দূরে থাকুন

**ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ**

বিষণ্নতা মন খারাপের চেয়ে কিছু বেশি। মন খারাপ একটি স্বাভাবিক আবেগ। আর বিষণ্নতা হচ্ছে আবেগের অস্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। মন খারাপ সাধারণত ক্ষণস্থায়ী আর বিষণ্নতা একটু দীর্ঘমেয়াদি। মন খারাপে দৈনন্দিন কাজ সাধারণত বাধাগ্রস্ত হয় না; কিন্তু বিষণ্নতায় দৈনন্দিন কাজ, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক ইত্যাদি বাধাগ্রস্ত হয়। মন খারাপের কোনো চিকিৎসা লাগে না; কিন্তু বিষণ্নতার জন্য চিকিৎসা প্রয়োজন।

মনোরোগ

বিশেষজ্ঞরা বিষণ্নতা শনাক্ত করেন, চিকিৎসা করেন। কিন্তু আমরা যদি আগে থেকেই জীবনযাপন প্রণালিকে পরিবর্তন করতে পারি তাহলে বিষণ্নতা আমাদের থেকে দূরে থাকবে। তাই বিষণ্নতা হওয়ার আগেই এটি প্রতিরোধ করার জন্য যাপিত জীবনকে খানিকটা পরিবর্তন করা যেতে পারে। এজন্য যা যা করা যেতে পারে-

সামাজিক দক্ষতা : বিষণ্নতা থেকে দূরে থাকতে হলে সামাজিকভাবে দক্ষ হতে হবে। সমাজের অনুষঙ্গগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে বেশি বেশি অংশ নিতে হবে। ভালো বন্ধু তৈরি করুন আর তাদের সঙ্গে সময় কাটান। অবসরে পরিবার আর বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যান।

কার্যকরী যোগাযোগ : মিস কমিউনিকেশনের কারণে আন্তঃব্যক্তিক সমস্যা তৈরি হয়। কার্যকরী যোগাযোগের ঘাটতি মনের ওপর চাপ তৈরি করে, ফলে বিষণ্নতা হতে পারে। তাই পারস্পরিক যোগাযোগের দক্ষতা বাড়াতে হবে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ : সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা না থাকলে দ্বিধা আর হতাশা হয়, সেখান থেকে বিষণ্নতা। তাই ছোটবেলা থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চর্চা করতে হবে।

ভুল বুঝতে শেখা : নিজের ভুলগুলো বুঝতে শিখুন, ভুলকে স্বীকার করে নিন। মনের দ্বন্দ্ব আর চাপ কমে যাবে। বিষণ্নতা থেকে দূরে থাকবেন।

'আউট অব দি বক্স' : সব সবময় সনাতন চিন্তাধারায় না থেকে অপরের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি বিষয় দেখার চেষ্টা করুন। মনের বদ্ধ দরজাটি খুলে দিন। একটি বিষয়যেভাবে ভাবছেন সেভাবে নাও হতে পারে। তাই নানা আঙ্গিক ও মাত্রায় বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করুন। তাতে স্বয়ক্রিয় নেতিবাচক চিন্তা থেকে দূরে থাকবেন। মন ভালো থাকবে।

নিজের যত্ন : শরীরের বিভিন্ন সমস্যা ও রোগ যেমন- ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি থেকে বিষণ্নতা হতে পারে; তাই এ সমস্যাগুলো থাকলে সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ করুন। প্রতিদিন খোলা বাতাসে হাঁটুন। বুক ভরে শ্বাস নিন। হালকা ব্যায়াম করুন। সুষম খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করুন। পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমান। অধিক স্ট্রেস নেবেন না। আপনার সক্ষমতা আর সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনা করে লক্ষ্য নির্ধারণ করুন।

নেশা নয় কখনও : সিগারেট থেকে শুরু করে যে কোনো নেশা বিষণ্নতার অন্যতম কারণ। তাই যে কোনো ধরনের নেশা গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন।

পরিবারকে গুরুত্ব দিন : সবার আগে পরিবার। এটা মাথায় রেখে পারিবারিক সম্পর্কগুলো অটুট রাখুন। কোনো কারণে পারিবারিক সংঘাতে জড়াবেন না। পরিবারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিন। পরিবারের ছোট-বড় সব সদস্যের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখুন। কোনো কারণে মতানৈক্য হলে কেবল আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করুন। পারিবারিক কলহ থেকে সবসময় দূরে থাকুন।

রাগ নিয়ন্ত্রণ : রাগ থেকে হতাশা আর হতাশা থেকে বিষণ্নতা। তাই রাগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিজেকে তৈরি করুন। প্রয়োজনে শিথিলায়ন, ধ্যান, যোগব্যায়াম ইত্যাদির চর্চা করতে পারেন। হাসির ঘটনায় মুখ গোমড়া করে থাকবেন না। মন খুলে হাসুন।

সংস্কৃতি চর্চা : জীবনের সবটাই কাজ নয়। সবসময় কাজ কাজ আর কাজ করে জীবনটাকে শুকনো করে রাখবেন না। গান, কবিতা, বই পড়া, মুভি দেখাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় চর্চা করুন। পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদেরও এ বিষয়ে উৎসাহিত করুন।

ব্যর্থতাকে মেনে নিন : মনে রাখবেন সফলতার মতো ব্যর্থতাও জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই সফলতার মতো ব্যর্থতাকেও মেনে নিন। একবার ব্যর্থ হওয়া মানেই কিন্তু সব শেষ নয়। তাই ব্যর্থতাকে আঁকড়ে না থেকে সফলতার জন্য চেষ্টা করুন।

নিজের সক্ষমতাকে গুরুত্ব দিন : মানুষের সক্ষমতা অপরিসীম। তাই নিজেকে ছোট ভাববেন না। আপনার সক্ষমতার ওপর ভরসা রাখুন। প্রচেষ্টার প্রতি গুরুত্ব দিন।

বিষণ্নতা নিয়ে কথা বলুন : কখনও যদি মনে করেন আপনি বা নিকটজনের মধ্যে বিষণ্নতা দেখা দিচ্ছে তখন দেরি না করে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করুন। দ্রুত মনোরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হোন। বিষণ্নতাকে এড়িয়ে না গিয়ে কার্যকরী বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

**- সহকারী অধ্যাপক**
**এডলোসেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি সাইকিয়াট্রি**

# পরী ও তার গুড্ডু

**গল্প লিখেছেন সঞ্জয় সরকার**

মা-বাবার একমাত্র সন্তান পরী। সে যা চায় বাবা-মা তাই এনে দেয়। একবার মেলা থেকে ময়না পাখি কেনার বায়না ধরে সে। বনের পাখিকে বন্দি করে রাখা ভালো না, এটা বোঝানোর চেষ্টা করেন বাবা-মা। কিন্তু পরী মানতে নারাজ। তার পাখি লাগবেই।

পরীর কান্নাকাটি দেখে বাবা-মা বাধ্য হন তাকে একটা ময়না পাখির বাচ্চা কিনে দিতে। সঙ্গে একটা খাঁচাও কিনেন তারা। পাখি পেয়ে পরী মহাখুশি। বাড়ি এসে পাখির যত্নে মন দেয় সে। পাখিটার নাম রাখে গুড্ডু। বারান্দার একপাশে চালের আংটায় ঝুলিয়ে রাখে গুড্ডুসহ খাঁচাটাকে। প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার আগে পরী নিজ হাতে গুড্ডুকে কলা ও পাউরুটি খেতে দিয়ে যায়। দুপুরে স্কুল থেকে ফেরার সময় টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে কিনে আনে বিস্কুট। আর রাতে খেতে দেয় তরকারিমাখা ভাত ও দুধ।

আস্তে আস্তে গুড্ডু বড় হতে থাকে। খাঁচাবন্দি গুড্ডুর সঙ্গে আশপাশের গাছ-গাছালিতে বসবাসরত অন্য পাখিদেরও বেশ সখ্যতা গড়ে ওঠে। বিকেলে মুক্ত পাখিরা পরীদের বারান্দার গ্রিলে এসে বসে। গুড্ডুর সঙ্গে তারা মতবিনিময় করে। গুড্ডুকে ঘিরে একসঙ্গে অনেক পাখিকে দেখতে পরীর খুব ভালো লাগে। পরী মুক্ত পাখিগুলোকেও কিছু না কিছু খেতে দেয়।

এক সময় গুড্ডু কথা বলতে শিখে যায়। মা যখন পরীকে বলেন, 'পরী ঘুম থেকে ওঠো'। গুড্ডুও তখন বলে, 'পরী ঘুম থেকে ওঠো'। মা যখন বলেন, 'পরী খেতে আসো'। গুড্ডুও বলে, 'পরী খেতে আসো'। এভাবে অনেক ভাষা রপ্ত করে নেয় পোষা পাখিটা। পরীর সারাদিনের রুটিন মুখস্থ করে নেয় সে।

এখন আর পরীর মা'র ডাকতে হয় না। পরীরও ঘড়ি দেখতে হয় না। সকাল সাতটায় প্রতিদিন গুড্ডুই পরীকে ডাক দেয়, 'পরী ঘুম থেকে ওঠো'। সকাল আটটায় বলে, 'পরী স্কুলে যাও'। পরী যখন দুপুর একটায় স্কুল থেকে ফিরেথ তখন দূর থেকে পরীকে দেখে গুড্ডু বলতে থাকে 'পরী আইছে, পরী আইছে'। গুড্ডুর ডাকে সাড়া দিয়ে পরীর মা দরজা খুলে দেন। বিকেল চারটা বাজতেই গুড্ডু ডাকতে থাকে, 'পরী খেলতে যাও'। পরী বাড়ির উঠানে পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলে। গুড্ডু তা দূর থেকে দেখে। পরী যখন খেলায় জিতে যায়, গুড্ডু তখন চিৎকার করে বলতে থাকেথ 'পরী জিতছে, পরী জিতছে'।

একদিন স্কুলের শিক্ষক ক্লাসে একটি বাক্যের ওপর ভাব সম্প্রসারণ লিখতে দেন। বাক্যটি ছিলোথ 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'। পরী বাক্যটির মর্মার্থ ভাবছে আর লিখছেথ 'প্রকৃতিতে সব কিছুর একটা নিজস্ব পরিবেশ বা অবস্থান আছে। যার যেখানে যেমন অবস্থান, তাকে সেখানে তেমন অবস্থানেই সুন্দর দেখায়। যেমনথ ফুল গাছে ফুল যতোটা সুন্দর, গাছ থেকে ছিঁড়ে ফুলদানিতে রাখলে তা ততোটা সুন্দর দেখায় না। একটি শিশুকেও মায়ের কোলে দেখতে যতোটা ভালো লাগে, অন্যদের কোলে দেখতে ততোটা ভালো লাগে না। এমনকি শিশুটিও অন্যের কোলে থাকতে ততোটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। তেমনি বনের পশু-পাখিদেরও একটা নিজস্ব পরিবেশ আছে। বনেই তাদের বাসা এবং বিচরণ ক্ষেত্র। বনে বসবাস করতেই তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। একটা পাখিকে গাছের ডালে বসা অবস্থায় যতটা সুন্দর লাগে, খাঁচাবন্দি অবস্থায় ততোটা সুন্দর লাগে না। কাজেই যাকে যে পরিবেশে মানায়, তাকে সে-ই পরিবেশেই থাকতে দেওয়া উচিত।'

এইটুকু লেখার পরই থমকে যায় পরী। গুড্ডুর কথা মনে পড়ে যায় তার। গুড্ডুরও তো তাহলে একটা নিজস্ব পরিবেশ ছিলো। অন্য পাখিদের মতো সে-ও গাছে গাছে মুক্তপ্রাণে ঘুরে বেড়াতো। পরী ভাবে, তার যদি একদিন মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়থ তাহলে খুব কষ্ট লাগবে। গুড্ডুরও তো এমন কষ্ট হচ্ছে। তারও তো বাবা-মা, ভাই-বোন আছে।

ক্লাস শেষ হয়। পরী বাড়ি ফিরে। গুড্ডু বলতে থাকে, 'পরী আইছে, পরী আইছে'। মা দরজা খুলে দেখেনথ পরীর মুখটা কালো হয়ে আছে। মন খারাপের কারণ জিজ্ঞেস করেন তিনি, 'কী হয়েছে পরী, ক্লাসের পড়া বলতে পারোনি?'

পরী বলে, 'তা-না মা। গুড্ডুর জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে। গুড্ডুকে আমি আর বন্দি করে রাখতে চাই না'।

পরীর মা ঘটনাটা তার বাবাকে জানান। এক সঙ্গে সবাই খাবার টেবিলে বসে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় তারা পরীর কষ্টের কারণ বুঝতে পারেন। ফলে গুড্ডুকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তারা। সে অনুযায়ী বিকেল বেলা পরী বাবাকে নিয়ে বারান্দায় যায়। গুড্ডুকে দুইটা বিস্কুট টুকরো করে খেতে দেয়। খাওয়া শেষ হলে পরীর বাবা ঘরের চালের আংটা থেকে খাঁচাটা নামিয়ে ছিটকিনিটা খুলে দেন। পরী গুড্ডুকে বের করে কিছুক্ষণ দুই হাতে ধরে রাখে। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে। এরপর আকাশে ছেড়ে দেয়। গুড্ডু উড়তে উড়তে এক সময় অদৃশ্য হয়ে যায়।

পরদিন সকাল আটটায় গুড্ডুর ডাক শুনে ঘুম ভাঙে পরীর। গুড্ডু প্রতিদিনের মতো ডাকছেথ 'পরী ঘুম থেকে ওঠো'। বিছানা থেকে নেমে এক দৌড়ে বারান্দায় যায় পরী। দেখতে পায়, উঠানের একটা আমগাছে বসে আছে গুড্ডু। গাছটায় কিছু খড় আর পাতা-লতা দিয়ে একটা ছোট মতো বাসাও তৈরি করে নিয়েছে সে। পরী তার বাবা-মাকে ডাক দেয়। তারাও গুড্ডুকে দেখে অবাক হন।

সকাল আটটা বাজতেই গুড্ডু আবার জানান দেয়, 'পরী স্কুলে যাও'। বিকেলে পরী বাড়ি ফিরতেই গুড্ডু আমগাছটায় বসে বলতে থাকে, 'পরী আইছে, পরী আইছে'। পরীর বাবা বিষয়টা ভালোভাবে লক্ষ্য করেন। তিনি বুঝতে পারেন, পরীকে ছেড়ে গুড্ডু যেতে চাইছে না। তিনি মাটির একটা হাঁড়ি জোগাড় করে তাতে কিছু খড় আর লতাপাতা রেখে আমগাছটায় বেঁধে দেন। গুড্ডু ওই হাঁড়িটার মধ্যে আশ্রয় নেয়। তারপর থেকে সে সারাদিন এ-গাছে ও-গাছে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ায়। দূরে কোথাও যায় না।

পরীর বাবা প্রতিদিন হাঁড়ির মধ্যে গুড্ডুর জন্য কিছু খাবার দিয়ে আসেন। গুড্ডুকে আবার পেয়ে খুব ভালো লাগে পরীর। আগের মতোই প্রতিদিন সকাল সাতটায় গুড্ডুর ডাকে ঘুম ভাঙে তার। গুড্ডু ডাকতে থাকে 'পরী ঘুম থেকে ওঠো'।

## শীর্ষে সিলেট শিক্ষাবোর্ড

পেয়েছে ৬০৪ জন শিক্ষার্থী। মানবিক বিভাগ থেকে ৪৩ হাজার ৬০৩ জন পরিক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করেছে ২৯ হাজার ৩৫৬ জন। পাসের হার ৬৭ দশমিক ৮২ ভাগ। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৬ জন। বাণিজ্য বিভাগ থেকে ১১ হাজার ৩২১ জন পরিক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করেছে ৮ হাজার ৬৯৫ জন। পাসের হার ৭৭ দশমিক ৩৭ ভাগ। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭০ জন।

সিলেট শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ বলছে- এখনো ইংরেজী বিষয়ে ভালো করতে পারছে না সিলেটের শিক্ষার্থীরা। আর কলেজের প্রিন্সিপালরা বলছেন-আইসিটি ও বিজ্ঞানে এবারের পরীক্ষায় ভালো করতে পারেনি শিক্ষার্থীরা। প্রশ্নগুলোও ছিল ব্যতিক্রম। এ কারনে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা কম হয়েছে। গতকাল ফলাফল ঘোষনার পর কলেজগুলোতেও শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তারাও বলেছে- এমনটি তো হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু গতকাল ফলাফল ঘোষনার পর যেনো কলেজগুলোতে পিনপতন নিরবতা নেমে আসে। সিলেটের এমসি কলেজ ও মহিলা কলেজে প্রতিবারই ফলাফল ঘোষনা করা হলে মেধাবীরা হুই-হুল্লোর শুরু করেন। কিন্তু গতকাল সেটি পরিলক্ষিত হয়নি। সিলেট বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. শামসুল ইসলাম ফলাফলের প্রাথমিক পর্যালোচনা করে বলেছেন- প্রতি বছরই ইংরেজিতে খারাপ ফলাফলের কারণে পাশের হারে প্রভাব ফেলে। এ বছরও ইংরেজিতে ২০ শতাংশ শিক্ষর্থী খারাপ করেছে। যা ফলাফলে প্রভাব ফেলেছে। এছাড়াও চলতি বছরে আকস্মিক বন্যার কারণেও ফলাফলে প্রভাবে ফেলেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। কিন্তু বন্যার বিষয়টি মানতে নারাজ অভিভাবকরা। তারা জানিয়েছেন- এবার পরীক্ষার সময় কেবলমাত্র বন্যা হয়েছে সুনামগঞ্জ জেলায়। এছাড়া সিলেট, মৌলভীবাজার কিংবা হবিগঞ্জ জেলায় এর কোনো প্রভাব পড়েনি। এ কারনে বোর্ড কর্তৃপক্ষের এমন মন্তব্য তারা বিশ্বাস করতে চান না। সিলেট সরকারী মহিলা কলেজের ফলাফল ঘোষণার পর অনেক শিক্ষার্থী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তারা বলেন- এবার আইসিটি বিষয়ে অনেকের পরীক্ষা ভালো হয়নি। এর প্রভাব পড়েছে সার্বিক ফলাফলে।

সিলেটের ঐতিহ্যবাহী এমসি কলেজের প্রিন্সিপাল নিতাই চন্দ চন্দ্র জানিয়েছেন- বিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশি জিপিএ-৫ আসে। কিন্তু এবার বিজ্ঞানে আশানুরূপ ফল আসেনি। এর কারন হিসেবে তিনি বলেন- বিজ্ঞানের তিনটি বিষয়ে শিক্ষার্থী ভালো ফল করতে পারেনি। অনেক প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের বোধগম্য না হওয়ার কারনে সার্বিক ফলাফলে প্রভাব পড়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তিনি বলেন- জীব বিজ্ঞান, পদার্থ বিদ্যা ও গনিতে ফল বিপর্যয় হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে আমরা ধারনা পেয়েছি। এরপরও তার কলেজে এবার ১৪৯ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। আগামীতে যাতে জিপিএ-৫ বাড়ে সে ব্যাপারে তারা সতর্ক থাকবেন। সিলেটের সরকারী মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল ড. মো. নুরুল ইসলাম জানিয়েছেন- ফলাফলের মান ভালো করতে হলে উত্তরপত্র মুল্যায়নে কঠোর হতে হবে। শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ রয়েছে মেধাবী শিক্ষার্থী বাড়ানো। সে কারনে এবার উত্তরপত্র মুল্যায়নে কড়াকড়ি ছিল। তিনি বলেন- এবারের ফলাফল মুল্যায়ন করে আগামীতে সেই বিষয়গুলোকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে।

## ৫০ হাজার বাংলাদেশি ফিরছেন সৌদি থেকে

জেদ্দায় অবস্থিত ইয়েমেন কনস্যুলেট নাজরান প্রদেশের সীমান্ত ফাঁড়ি শাহোরা হয়ে দেশে ফিরে যেতে প্রতিদিন গড়ে তিন শ' ইয়েমেনিকে অনুমতিপত্র দিচ্ছে। ৬০ হাজার ইথিওপিও নাগরিক শুধু জেদ্দা অঞ্চল থেকে দেশে ফিরে যেতে দরখাস্ত করেছেন।

সুদানও তাদের শ্রমিকদের সৌদি আরব থেকে দেশে পাঠাতে প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করেছে। ৪৬ হাজারের বেশি সুদানি প্রত্যাগতদের মধ্যে রিয়াদ থেকে ৩২ হাজার এবং জেদ্দা থেকে ১৪ হাজার রয়েছেন। তারা সবাই নিজ দেশে ফিরে যাচ্ছেন। একসময় তারা সৌদি আরবে মেষপালক এবং কৃষিকর্মী হিসেবে এসেছিলেন।

জেদ্দার পাকিস্তানি কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলেছে, রিয়াদ এবং জেদ্দায় ৭৫ হাজারের বেশি পাকিস্তানি দেশে ফিরতে ট্র্যাভেল ডকুমেন্ট চেয়ে দরখাস্ত করেছে।

ওই রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশি কূটনৈতিক সূত্রগুলোর মতে ৫০ হাজারের বেশি বাংলাদেশি দেশে ফিরে যাবার দরখাস্ত করেছে। প্রায় ৪৫ হাজার বাংলাদেশি তাদের স্বদেশে ফেরার প্রক্রিয়া সৌদি আরবেই সম্পন্ন করতে পেরেছে। এ পর্যন্ত মোট ২০ হাজার বাংলাদেশি শ্রমিক সৌদি আরব ত্যাগ করেছে।

প্রায় ৩১ হাজার ভারতীয় অ্যামনেস্টির আওতায় দেশে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাদের অনেকেই ইতিমধ্যে সৌদি আরব ত্যাগ করেছেন। কিন্তু এসব তথ্য সত্ত্বেও নতুন অ্যামনেস্টির আওতায় কোন দেশের কতজন ফিরে যাচ্ছেন, তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় নি।

মুদি দোকানের দরজা বন্ধ হচ্ছে বিদেশিদের জন্য

সৌদি আরবের মুদি দোকান, কনফেকশনারি দোকান ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রি করে এমন দোকানে বিদেশি অভিবাসীদের জন্য দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারা আর এসব দোকানে কাজ করতে পারবেন না। সৌদি আরবের শ্রম ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে একটি খসড়া সিদ্ধান্ত প্রস্তুত করেছে।

প্রস্তাব অনুযায়ী, সৌদি আরবের নাগরিক নন এমন কোনো ব্যক্তি এসব দোকানে কাজ বা চাকরি করতে পারবেন না। এ খবর দিয়েছে অনলাইন সৌদি গেজেট। এতে স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা আল মদিনা'কে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, এসব দোকান শতভাগ সৌদি নাগরিক দিয়ে চালাতে হবে। একজনও বিদেশি সেখানে কাজ করতে পারবেন না। মন্ত্রণালয়ের সূত্র উল্লেখ করে এ খবর দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সরকারের এমন সিদ্ধান্ত ও তা বাস্তবায়নের প্রথম বছরে সৌদি আরবের কমপক্ষে ২০ হাজার নাগরিকের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ভ্রাম্যমাণ ভ্যানে করে খাদ্য ও কোমল পানীয় বিক্রির কাজ সৌদি নাগরিকদের জন্য সীমিত করার কথাও বিবেচনা করা হচ্ছে। সেখানকার শূরা কাউন্সিল সম্প্রতি শ্রম ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী, মিউনিসিপ্যাল ও গ্রামীণ সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ছোট ছোট সরবরাহের দোকানগুলো বন্ধ করে দিতে। পাশাপাশি শুধু বড় বড় স্টোরগুলোকে খুচরা বিক্রি করার লাইসেন্স দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এর ফলে সৌদি আরবের অনেক নারী ও পুরুষের চাকরির ব্যবস্থা হবে। কাউন্সিল আরো বিশ্বাস করে এ পদক্ষেপ নেয়া হলে সৌদি আরবের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে এবং নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে যারা সৌদি নাগরিক পরিচয় দিয়ে ব্যবসা করছে সেইসব মানুষের অসাধু উদ্যোগ কমে যাবে। সূত্র বলেছে, শুধু টেলিকম খাতে সৌদিকরণ করার ফলে ৮ হাজারেরও বেশি নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান হবে। এসব খাতে কাজ হলো মোবাইল ফোন মেরামত করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা ও বিক্রি করা। কার রেন্টাল অফিসে কাজকে সীমিত করে ৫ হাজারের বেশি সৌদি নাগরিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির আশা করছে মন্ত্রণালয়। স্বাস্থ্যখাতে মন্ত্রণালয় সম্প্রতি সৌদি আরবের ৭৫০০ ডাক্তার নার্স ও টেকনিশিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবার কেন্দ্রগুলোতে তাদের কাজের সুযোগ নিয়ে এ যোগাযোগ। সূত্র মতে, ২০২০ সালের শেষ নাগাদ সৌদি আরবের স্বাস্থ্যখাতে সেদেশের ৯৩ হাজারের বেশি নারী ও পুরুষকে নিয়োগ দেয়া হবে। ওই রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, গত বছর গৃহকর্মী নিয়োগের জন্য মোট ১১ লাখ ৭৩ হাজার ৫০০ ওয়ার্ক ভিসা দেয়া হয়েছে।

## শপথ নিলেন ভারতের নতুন রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রনির্মাতা। যিনি বৈজ্ঞানিক, আবিষ্কার করেন, তিনিও রাষ্ট্রনির্মাতা। শিক্ষক, ট্রাফিক পুলিশ, গৃহবধূ থেকে শুরু করে প্রত্যেকে রাষ্ট্রনির্মাতা।

কী আছে রাষ্ট্রপতি ভবনে : ভারতের চতুর্দশ রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে স্বাগত জানিয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবন। দায়িত্ব গ্রহণ করে উঠেছেন তাঁর জন্য বরাদ্দ রাষ্ট্রপতি ভবনে। বিশ্বে রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য যেসব বড় বাসভবন রয়েছে, এর মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনও রয়েছে। জেনে নেওয়া যাক কী কী আছে এই ভবনে। রাষ্ট্রপতির জন্য বরাদ্দ এই সরকারি বাসভবনটি ৩৩০ একর জায়গার ওপর নির্মিত। চারতলা এই ভবনে রয়েছে ৩৪০টি কক্ষ। এর মধ্যে লিভিং রুম ৬৩টি।

ভারতের প্রথম ভাইসরয় লর্ড ইরউইনের জন্য এই ভবনটি তৈরির চিন্তা আসে ব্রিটিশ প্রকৌশলী স্যার এডউইন লুটিয়েনছের মাথায়। ১৯২৯ সালে এই ভাইসরয় এই ভবনে ওঠেন। ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল সি রাজাগোপালাচারি প্রথম এই বাসভবনে ছিলেন। তখন এর নাম ছিল গভর্নমেন্ট হাউস।

যখন ভবনটি তৈরি হয়, তখন এর নাম ছিল ভাইসরয়'স হাউস। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এই ভবনের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় গভর্নমেন্ট হাউস। পরে রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের সময় এর নাম হয় রাষ্ট্রপতি ভবন। ২৯ হাজার লোক ১৭ বছর ধরে এই ভবনটি তৈরি করেন।

এই ম্যানশনে উপহারসামগ্রী রাখার জন্য একটি জাদুঘর আছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে যেসব উপহার পেয়ে থাকেন, তা এই জাদুঘরে রাখা হয়।

রাষ্ট্রপতি ভবনে রয়েছে একটি ক্লক টাওয়ার। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত জে বি জয়সে অ্যান্ড কোম্পানি এটি তৈরি করে। রাষ্ট্রপতি ভবনে ২৩ মিটার উঁচু এই ক্লক টাওয়ারটি নজর কাড়ে সবার। সেখানেও রয়েছে একটি জাদুঘর। রাষ্ট্রপতির পাওয়া উপহারসামগ্রী দ্বারা সজ্জিত এই জাদুঘর।

রাষ্ট্রপতি ভবনের ৭৫ একরের বেশি জায়গাজুড়ে আছে বাগান। রয়েছে জলাধার, প্রজাপতি কর্নার, বরইগাছের উদ্যান, আমবাগান, ময়ূর পয়েন্ট, কমলালেবুর বাগান ও বন। আছে নানা জাতের হাজার হাজার গাছগাছালি, পশুপাখি।

রাষ্ট্রপতি ভবনের ভোজ কক্ষ সুবিশাল খাবার ঘর। এখানে রাষ্ট্রীয় ভোজের আয়োজন করা হয়। এই কক্ষটি ১০৪ ফুট লম্বা ও ৩৪ ফুট প্রশস্ত। একসঙ্গে ১০৪ জন বসে খেতে পারে।

কোথায় থাকবেন প্রণব মুখার্জি: পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের ১৩তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রণব মুখার্জির পালা শেষ হলো ২৪ জুলাই সোমবার। স্বভাবতই দিল্লির সুবিশাল রাষ্ট্রপতি ভবন ছাড়তে হয়েছে তাঁকে। নির্বাচনের পরের দিন নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়ে ওই ভবনের বাসিন্দা হয়েছেন রামনাথ কোবিন্দ। সাবেক হওয়ার পর কোথায় থাকছেন প্রণব মুখার্জি, এক প্রতিবেদনে তা জানিয়েছে ইকোনমিক টাইমস।

বাংলাদেশের নড়াইলের জামাই প্রণব মুখার্জির বর্তমান ঠিকানা দিল্লির ১০ রাজাজি মার্গ। সাবেক হওয়ার পর এই ভবনের বাসিন্দা ছিলেন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম। ২০১৫ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এই বাড়িতেই থাকতেন।

দুই লাখ বর্গফুটের রাষ্ট্রপতি ভবনে ৩৪০টি কক্ষ আছে। সেটি ছেড়ে প্রণব মুখার্জি যে বাড়িতে গেলেন, তার আয়তন প্রায় ১২ হাজার বর্গফুট। বাড়িটি মেরামতের কাজ প্রায় শেষের দিকে। ওই বাড়ির বড় একটি অংশ প্রণব মুখার্জির সংগ্রহে থাকা বই রাখার উপযোগী করে তোলা হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রপতি ভবনের দেখভালের জন্য দুই শতাধিক কর্মী থাকেন। সাবেক হওয়ার পর প্রণব মুখার্জির এই সুবিধা আর থাকছে না। এ ছাড়া সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য থাকা বুলেটপ্রুফ মার্সিডিস বেঞ্চ সুবিধাও আর পাবেন না তিনি। সাবেক রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি কী কী সুবিধা পাবেন, সে ব্যাপারে উল্লেখ আছে রাষ্ট্রপতির জন্য নির্ধারিত 'প্রেসিডেন্ট ইমলিউমান্টস অ্যাক্ট ১৯৫১'-তে।

এটি অনুযায়ী, একজন সাবেক রাষ্ট্রপতি বিনা ভাড়ায় সুসজ্জিত বাংলো বাড়িতে থাকবেন। এটি রক্ষণাবেক্ষণের খরচ রাষ্ট্র বহন করবে। তিনি দুটি টেলিফোন পাবেন। এর মধ্যে একটিতে ইন্টারনেট সুবিধা থাকবে এবং অন্য মোবাইল ফোনে সারা দেশে রোমিং ফ্রি থাকবে। এর পাশাপাশি তিনি একটি গাড়ি, একজন ব্যক্তিগত সচিব, একজন অতিরিক্ত সচিব, একজন ব্যক্তিগত সহকারী ও দুজন অফিস সহকারী পাবেন। অফিস চালানোর খরচ বাবদ তিনি প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে বছরে ৬০ হাজার টাকা পাবেন। আমৃত্যু তাঁর চিকিৎসা খরচ রাষ্ট্র বহন করবে। এর বাইরে তিনি একজন সঙ্গীকে নিয়ে উড়োজাহাজ, ট্রেন ও স্টিমারে সবচেয়ে ভালো আসনে ভ্রমণ করতে পারবেন। অবসরকালীন ভাতা হিসেবে তিনি প্রতি মাসে ৭৫ হাজার রুপি পাবেন। ভারতের ইতিহাসে প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে সাবেক হয়ে এই সুবিধাগুলো পাবেন প্রণব মুখার্জি।

## ভুলতে পারেন না দুই প্রিন্স

আর তাঁর বড় ভাই উইলিয়াম বলেন, 'মায়ের সঙ্গে শেষ ফোনালাপের কথা খুব ভালোভাবেই আমার মনে রয়েছে। স্কটল্যান্ডে রানির বালমোরাল প্রাসাদে অন্য ভাইবোনদের সঙ্গে খেলছিলাম দুই ভাই। এ সময় আসে মায়ের ফোন। হ্যারি ও আমি তাড়াতাড়ি বিদায় দেওয়ার জন্য মরিয়া ছিলাম।'

দুই ভাই বলেছেন, মা তাঁদের 'দুষ্টুমি' করতে উৎসাহ দিতেন, লুকিয়ে লুকিয়ে খেতে দিতেন মিষ্টি-মণ্ডা। মা ছিলেন 'সবভাবেই পুরোপুরি একটা শিশু', যিনি বুঝতেন, 'রাজপ্রাসাদের বাইরের বাস্তব জীবন'।

এর বাইরে মায়ের সঙ্গে শৈশব স্মৃতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল উইলিয়াম-হ্যারির কাছে। এতে উঠে এসেছে ডায়ানার সম্পর্কে অজানা কিছু কথাও।

## যুবরাজকে দায়িত্ব দিয়ে ব্যক্তিগত ছুটিতে সৌদি বাদশাহ

মরক্কোর প্রধানমন্ত্রী সাদউদ্দিন আলউসমানি এবং অন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এ সময় সৌদি বাদশাহ ও তাঁর সঙ্গে আগত অতিথিদের স্বাগত জানান।

বিদায় জানানোর আগে জেদ্দা বিমানবন্দরে বাবার হাত-পায়ে চুমু দিয়ে সম্মান জানান সৌদি আরবের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী তরুণ যুবরাজ মুহাম্মদ। এই ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে নানা মন্তব্য করেন ব্যবহারকারীরা।

সৌদি নাগরিকদের অনেকে লিখেছেন, বাবার প্রতি আনুগত্যের সুন্দর নিদর্শন যুবরাজের। আবার কেউ কেউ নেতিবাচক মন্তব্যে লিখেছেন, এক রাতে মুহাম্মদ বিন নায়েফকে যুবরাজের পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর পায়ে চুমু দিয়েছিলেন মুহাম্মদ বিন সালমান। পরে তাঁকেই তিনি গৃহবন্দী করে রেখেছেন। এবার বাবার পায়ে চুমু দিয়েছেন তিনি, খুব শিগগির তাঁকেও হয়তো সরিয়ে দেওয়া হবে।

যুবরাজ থাকাকালে মরক্কোর তানজা শহরে গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাতেন বাদশাহ সালমান। ক্ষমতা গ্রহণের পরও তিনি অবসরযাপনে বেছে নেন এই শহরকে। সৌদি বাদশাহর সফর উপলক্ষে তানজা শহর এখন কঠিন নিরাপত্তার চাদরে বেষ্টিত। বাদশাহর সফরসঙ্গীদের জন্য বেশ আগে থেকেই প্রস্তুত রাখা হয়েছে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন বেশ কয়েকটি হোটেলের কক্ষ এবং বিভিন্ন যানবাহন। ঠিক কত দিন বাদশাহ সালমান ছুটি কাটাবেন, তা গোপন রেখেছে সৌদি রাজপ্রাসাদ।

## অক্টোবরে সিলেটে এনআরবি কনভেনশন, ব্যাপক প্রস্তুতি

সবধরনের সহযোগিতা দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। বৃটিশ হাইকমিশার অ্যালিসন ব্লেইকও কনভেনশনে অংশগ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

জানা গেছে, 'এনআরবি কনভেনশনকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বছরের যেকোনো একটি দিনকে এনআরবি ডে ঘোষণা করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী 'এনআরবি ডে' ঘোষণা করলে এটি হবে অনাবাসী বাংলাদেশীদের জন্য বিরাট বড় অর্জন। বছরের একটি দিন এনআরবিদের জন্য বাংলাদেশে উৎসবের আয়োজন করা হবে। যে দিনটিতে বহির্বিশ্বে বসবাসরত বাংলাদেশীরা একত্রে মিলিত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

এদিকে চলমান রোড শো'র অংশ হিসেবে ২৪ জুলাই সোমবার বিবিসিসিআই'র একটি প্রতিনিধিদল ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ফ্রান্স-বাংলাদেশ ইকোনমিক চেম্বারের নেতৃবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। বিবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট এনাম আলী এমবিইর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে অংশগ্রহণ করেন সাবেক প্রেসিডেন্ট শাহগির বখত ফারুক, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম মাহবুব, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব আলা উদ্দিন চৌধুরী, প্রবাসী পল্লীর ডাইরেক্টর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এমদাদ আহমদ, সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন, সাংবাদিক শাহ ইউসুফ, ব্যাবসায়ী জিএম ওয়েস ও এম মুমিন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ফ্রান্স বাংলাদেশ ইকোনমিক চেম্বারের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কাজী এনায়েত উল্লাহ, সেলিম আহমদ প্রমুখ।

এর আগে ১৯টি দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে পূর্ব লন্ডনের অ্যাট্রিয়াম হলে উদ্বোধন করা হয় এনআরবি উইক। এতে জাতীয় সংঘে স্থায়ী মিশনের সাবেক দূত ড. এ কে আব্দুল মোমেনসহ শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, সপ্তাহব্যাপী এনআরবি গ্লোবাল বিজনেস কনভেনশনে প্রতিদিনই বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় আয়োজন থাকবে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে এডুকেশন ফেয়ার, হেলথ ফেয়ার, ট্রেড ফেয়ার, ফ্যাশন শো, নৌকা বাইস, নগর উন্নয়ন, আইটি সেমিনার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সাপ্তাহিক দেশ'র সাথে আলাপকালে 'এনআরবি গ্লোবাল বিজনেস কনভেনশন' এর উদ্যোক্তা এনাম আলী এমবিই বলেন, নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশকে সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এই আয়োজনের মুল লক্ষ্য। তিনি বলেন, আমরা দেশে গিয়ে প্রবাসী এবং বিদেশে অভিবাসী। আমাদের নিজেদের কোনো পরিচয় থাকে না। আমরা আমাদের পরিশ্রম ও কর্মদক্ষতা দিয়ে ভিনদেশে এসে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় স্বার্থকতা। তবে, এই অগ্রযাত্রায় আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। আমাদের এখন সময় হয়েছে একজন এনআরবি হিসেবে দেশের জন্য ও আমাদের তৃতীয় প্রজন্মের জন্য কিছু করার। তিনি 'এনআরবি গ্লোবাল বিজনেস কনভেনশন' সফল করতে সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশীদের সহযোগিতা কামনা করেন এবং কনভেনশনে অংশগ্রহণে আগ্রহীদেরকে বিবিসিসিআই অফিসে (ফোন ০২০ ৭২৪৭ ৫৫২৫) যোগাযোগ করে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে আহবান জানান।

# জ্ঞান অর্জন একটি ফরজ ইবাদত

গাজী মুহাম্মদ শওকত আলী

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল সা:-এর ওপর সর্বপ্রথম যে ওহি বা নির্দেশ নাজিল হয়েছিল তা জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে। ইবনে মাজাহ শরিফের হাদিসে হজরত আনাস রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা: বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।'

মুসলিম কাকে বলে? সে সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে জেনে নিই। 'মুসলিম' শব্দটি মূল আরবি 'আসলিম' শব্দ থেকে এসেছে। আসলিম শব্দের অর্থ হচ্ছে আস্থা স্থাপন করা বা আত্মসমর্পণ করা। আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের ওপর আস্থা স্থাপন করে বা আত্মসমর্পণ করে তাকে 'মুসলিম' বলে। তাই মুসলিম শব্দের আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় আত্মসমর্পণকারী। যেমন– সূরা আল বাকারার ১৩১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, (আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বান্দা, বন্ধু ও নবী ইব্রাহিম আ: সম্পর্কে বলছেন, যখন আমি তাকে বললাম, তুমি আমার অনুগত (মুসলিম) হয়ে যাও, সে (ইব্রাহিম) বলল, আমি সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে নিলাম বা আত্মসমর্পণ করলাম অথবা মুসলিম হয়ে গেলাম। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার সৃষ্টিকর্তা বা প্রতিপালকের আনুগত্য করে বা প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করে অথবা সৃষ্টিকর্তার প্রতিটি বিধিবিধান, আইনকানুন, হুকুম-আহকাম বা আদেশ-নিষেধ মেনে চলে বা জীবন যাপন করে তাকে মুসলিম বলে। সূরা আলে ইমরানের ১০২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ করছেন, "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলো, ঠিক যতটুকু তাকে ভয় করা উচিত আর তোমরা মৃত্যুবরণ করো না যতক্ষণ না তোমরা 'মুসলিম' হবে।"

মানুষ সৃষ্টির আগে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের ডেকে ঘোষণা করেছিলেন, "আর (হে নবী! স্মরণ করুন) যখন আমি ফেরেশতাদের ডেকে বললাম, আমি পৃথিবীতে আমার 'খলিফা' বা প্রতিনিধি পাঠাতে চাই।" এমন ঘোষণার পর আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য বা দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। আল্লাহ তায়ালার এমন ঘোষণা সূরা আল বাকারার ৩০ নম্বর আয়াতসহ আল কুরআনের আরো কয়েকটি সূরার বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ আছে। আল্লাহ তায়ালা আরো ঘোষণা করেছেন, 'আমি জিন ও ইনসান (মানুষ) সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদত করার জন্য।' যার উল্লেখ আছে আল কুরআনের সূরা জারিয়াতের ৫৬ নম্বর আয়াতে।

মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা বা প্রতিপালকের প্রতিনিধিত্ব করতে হলে তাঁর সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে বা জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মানুষ তার প্রতিপালকের ইবাদত তথা গোলামি বা দাসত্ব করতে হলেও কিভাবে কী করতে হবে সে সম্পর্কে তাকে অবশ্যই জানতে বা জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনের বিভিন্ন সূরার বিভিন্ন আয়াতে নিজেকে মহাজ্ঞানী বলে উল্লেখ করেছেন, সেহেতু যে মানুষ তার মহাজ্ঞানী প্রতিপালক বা সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধিত্ব ও গোলামি করবে সেসব মানুষকে অবশ্য অবশ্যই নূনতম হলেও সে মহাজ্ঞানী প্রতিপালক বা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। তাই এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, 'মুসলমান হওয়ার জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।'

জ্ঞান শব্দের আরবি হচ্ছে 'ইলম', যা কুরআনের একটি পরিভাষা। 'ইলম' শব্দটি আরবি 'আলামত' শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। 'আলামত' শব্দের অর্থ হচ্ছে, প্রত্যক্ষ দর্শন বা বাস্তবে বুঝানো অথবা কোনো নির্দিষ্ট জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত বা ইশারা করা। আল কুরআনের ভাষায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ দর্শনকে 'আইনুল ইয়াকিন' বা নিজ চোখে দর্শন অথবা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা হয়েছে। আমাদের সমাজে, দেশে বা সমগ্র দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ অসংখ্য মানুষ আছেন। এসব মানুষের মধ্যে অবশ্যই সবাই মুসলমান বা ঈমানদার নন। ঈমানদার মানুষের বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র কিছু আলামত, ইশারা বা ইঙ্গিত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আর সে স্বতন্ত্র আলামত, ইশারা বা ইঙ্গিত হলো মুসলমানের মধ্যে তার সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক বা রব সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা বা জ্ঞান থাকবে।

দুনিয়ার মানুষের মধ্যে যে বা যারা আল্লাহ তায়ালার হুকুম মেনে তাঁর আনুগত্যের ঘোষণা দেয় তাকে মুসলিম বলা হয়। তাই মুসলিম হতে হলে অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করতে হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'মানুষ'কে দুনিয়ায় তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম তাঁর বান্দা, খলিফা ও নবী হজরত আদম আ:কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তায়ালা তাঁর অন্য সব সৃষ্টি সম্পর্কে হজরত আদম আ:কে প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে জ্ঞান দান করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা হজরত আদম আ:কে জিন ও ফেরেশতাদের সামনে জ্ঞানের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার পর জিন ও ফেরেশতাদের আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ হজরত আদম আ:কে সিজদা করতে বলেছিলেন।

যুগে যুগে যত নবী-রাসূল দুনিয়ায় এসেছেন আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে ওহির মাধ্যমে জ্ঞান দান করেছিলেন। কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি, যুগে যুগে যত নবী-রাসূল দুনিয়ায় এসেছেন তাদের সবার ওপর ওহি ও আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছিল। পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ও নবী মুহাম্মদ সা:-এর ওপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম যে ওহি বা নির্দেশ নাজিল হয়েছিল তাও ছিল জ্ঞান অর্জন-সংক্রান্ত। আল্লাহ তায়ালা হজরত জিব্রাইল আ:-এর মাধ্যমে নবী মুহাম্মদ সা:কে সর্বপ্রথম নির্দেশ করেছিলেন বা ওহি পাঠিয়েছিলেন, এই বলে যে– '(হে নবী! আপনি) পাঠ করুন আপনার 'রব' বা প্রতিপালকের নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন।' যা আল কুরআনের সূরা আলাকের প্রথম আয়াতে উল্লেখ আছে।

জ্ঞান অর্জনের হাকিকত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সূরা আল বাকারার ২৬৯ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করছেন, 'আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে (একান্তভাবে) তাঁর পক্ষ থেকে (ওহি বা কুরআন-সুন্নাহর) বিশেষ জ্ঞান দান করেন, আর যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালার এই (ওহি বা কুরআন-সুন্নাহর) বিশেষ জ্ঞান দেয়া হলো সে যেন মনে করে তাকে সত্যিকার অর্থেই প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়েছে, আর প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহ তায়ালার এসব কথা থেকে অন্য কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না।' আল্লাহ তায়ালা সূরা আল ফাতিরের ২৮ নম্বর আয়াতে বলেছেন, 'নিশ্চয় জ্ঞানী লোকেরাই আমাকে বেশি ভয় করে চলে আর আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।' আল্লাহ তয়ালা সূরা জুমারের ৯ নম্বর আয়াতে বলেছেন, '(হে নবী!) আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? বুদ্ধিমান লোকেরাই তো (আল্লাহ তায়ালার) নসিহত গ্রহণ করে থাকে।'

জ্ঞান অর্জনের ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সূরা মুজাদালার ১১ নম্বর আয়াতে বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের উচ্চ মর্যাদা দেবেন আর তোমরা যা কিছু করো না কেন আল্লাহ তায়ালা সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত।' তিরমিজি শরিফের হাদিসে হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূল সা: বলেছেন, মুনাফিকের মধ্যে দু'টি চরিত্রের সমাবেশ ঘটতে পারে না, এর একটি হচ্ছে নৈতিকতা ও সৎ চরিত্র আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে দ্বীনের সুষ্ঠু জ্ঞান।" তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ শরিফের হাদিসে হজরত ছাখবারা আজাদি রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দ্বীনি ইলম অন্বেষণ করে, এটা তার পূর্বকৃত গুনাহের জন্য কাফফারাস্বরূপ।'

জ্ঞান অর্জন না করার পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সূরা ত্বাহার ১২৪ থেকে ১২৬ নম্বর আয়াতে বলছেন, 'আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ (আল কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য (জীবনে) বাঁচার সামগ্রী সঙ্কুচিত হয়ে যাবে, সর্বোপরি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ বানিয়ে উঠানো হবে। সে তখন বলবে– হে আমার মালিক, তুমি আজ কেন আমাকে অন্ধ বানিয়ে উঠালে? আমি তো দুনিয়াতে চক্ষুষ্মান ছিলাম! আল্লাহ বলবেন, আসলে তুমি এমনই অন্ধ ছিলে! (দুনিয়াতে) আমার আয়াত তোমার কাছে পৌঁছেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে, তাই আজ আমি তোমাকে ভুলে গেলাম।'

কেউ বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক, হাশরের দিন আল্লাহ তায়ালা সব মানুষকে একত্র করে তাদের হাতে প্রত্যেকের আমলনামা দিয়ে বলবেন, 'আজ তুমি তোমার আমলনামা পাঠ করো, তোমার হিসাব করার জন্য তুমিই যথেষ্ট।' যারা দুনিয়ায় আল কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে না, কুরআনের আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে না তারা যখন অন্ধভাবে হাশরের মাঠে উঠবে তখন কী অবস্থা হতে পারে তা অবশ্যই চিন্তা করার বিষয়।

উপরি উক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বুঝতে পারি, আল্লাহ তায়ালাকে জানার জন্য, আল্লাহর পথে চলার জন্য, তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফার দায়িত্ব পালন করার জন্য, ঈমানের দাবি পূরণের জন্য, মুনাফেকি থেকে বাঁচার জন্য অবশ্যই আমাদের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আমরা ইসলামের সীমারেখা, হালাল, হারাম, হক-বাতিল, আল্লাহ তায়ালার বিধিবিধান বা আইনকানুন, আদালত, বিচারক, সাক্ষী আর উকিল-মোক্তারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারি। আরো আমরা জানতে পারি ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন আর চাষাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে। মূলত দুনিয়া ও আখেরাতের সব কল্যাণের মূল হচ্ছে জ্ঞান।

আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণেই মূলত 'ইবাদত' তথা আমাদের কাজ বা আমল সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই বললেই চলে। আমরা অনেকটা আন্দাজ-অনুমাননির্ভর অথবা শোনা কথার ওপর ইবাদত বা আমাদের আমলকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি। যেমন– ইবাদত বলতে আমরা শুধু সালাত, সিয়াম, হজ ও জাকাতকেই বুঝি। মুসলমান হওয়ার জন্য কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। আমরা কি কেউ এই ফরজ আদায়ের ব্যাপারে সচেতন আছি? আমরা নিজেরা যেমন কুরআন-হাদিসের জ্ঞান অর্জন থেকে উদাসীন, তেমনি আমাদের সন্তানদের ব্যাপারেও আমরা সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। আমরা আমাদের সন্তানদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বানানোর জন্য যেভাবে চেষ্টা-সাধনা করছি, তার সিকি ভাগও কি দ্বীনি ইলম তথা ইসলামি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মুসলমান বানানোর জন্য করছি? অথচ আল্লাহ তায়ালা সূরা আলে ইমরানের ১০২ নম্বর আয়াতে নির্দেশ করছেন, "হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলো, যতটা তাঁকে ভয় করা উচিত, আর তোমরা মৃত্যুবরণ করো না যতক্ষণ তা তোমরা 'মুসলিম' হবে।"

আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ হচ্ছে 'মুসলিম' হওয়ার আর বাবা-মায়ের দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানকে 'মুসলিম' বানানো। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে বা বানাতে আল্লাহ তায়ালা বলেননি। আমরা যদি সন্তানদের ডাক্তার আর ইঞ্জিনিয়ার বানাতেই ব্যস্ত থাকি আর কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন থেকে বঞ্চিত রাখি, তাহলে আমাদের সন্তানেরা কিভাবে মুসলমান হিসেবে গড়ে উঠবে? আর এসব সন্তান যদি বাবা-মা বা অভিভাবক আর শিক্ষক বা ওস্তাদদের কারণে ইসলামি শিক্ষা থেকে বিমুখ হয়ে জাহান্নামিদের দলভুক্ত হয়ে যায় তাহলে এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে আমরা কেউই কিন্তু রক্ষা পাবো না। কারণ হাশরের দিন জাহান্নামিরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে সর্বশেষ ফরিয়াদ করবে– 'হে আমাদের মালিক, যেসব জিন আর মানুষ দুনিয়াতে আমাদের গোমরাহ করেছিল, আজ তুমি তাদের এক নজর দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পাদদলিত করব যাতে করে তারা আরো বেশি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।' যার উল্লেখ আছে সূরা হা-মিম আস সাজদার ২৯ নম্বর আয়াতে। তাই আমাদের উচিত সন্তানদের ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানানোর সাথে সাথে মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করার জন্য কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান অর্জন করে সে অনুযায়ী পরিবারপরিজনসহ জীবন যাপন করা। কারণ রাসূল সা: বলেছেন, 'আমি তোমাদের জন্য দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যে বা যারা এ দুটো আঁকড়ে ধরবে তারা সঠিক পথ পেয়ে যাবে, আর সে দুটো হচ্ছে– আল্লাহ তায়ালার কালাম বা আল কুরআন আর তাঁর রাসূলের সুন্নাহ বা হাদিস।' আসুন জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে তা যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট হই।

লেখক : মানবাধিকার কর্মী

"আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণেই মূলত 'ইবাদত' তথা আমাদের কাজ বা আমল সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই বললেই চলে। আমরা অনেকটা আন্দাজ-অনুমাননির্ভর অথবা শোনা কথার ওপর ইবাদত বা আমাদের আমলকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি। যেমন– ইবাদত বলতে আমরা শুধু সালাত, সিয়াম, হজ ও জাকাতকেই বুঝি। মুসলমান হওয়ার জন্য কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। আমরা কি কেউ এই ফরজ আদায়ের ব্যাপারে সচেতন আছি?"

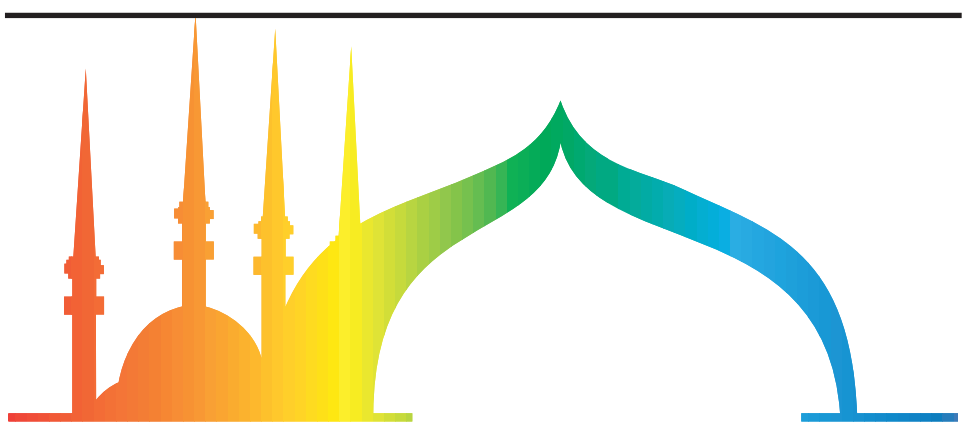

| তারিখ | দিন | ফজর শুরু | সূর্যোদয় | যুহর শুরু | আছর শুরু | মাগরিব শুরু | ইশা শুরু |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৮ জুলাই | শুক্রবার | ৩:৩১ | ৫:১৫ | ০১:১২ | ৬:২৭ | ৮:৫৮ | ১০:০১ |
| ২৯ জুলাই | শনিবার | ৩:৩৩ | ৫:১৭ | ০১:১২ | ৬:২৭ | ৮:৫৬ | ০৯:৫৯ |
| ৩০ জুলাই | রবিবার | ৩:৩৫ | ৫:১৮ | ০১:১২ | ৬:২৬ | ৮:৫৫ | ০৯:৫৮ |
| ৩১ জুলাই | সোমবার | ৩:৩৭ | ৫:২০ | ০১:১২ | ৬:২৬ | ৮:৫৩ | ০৯:৫৬ |
| ০১ আগষ্ট | মঙ্গলবার | ৩:৩৯ | ৫:২১ | ০১:১২ | ৬:২৪ | ৮:৫১ | ০৯:৫৫ |
| ০২ আগষ্ট | বুধবার | ৩:৪১ | ৫:২৩ | ০১:১২ | ৬:২৩ | ৮:৫০ | ০৯:৫৪ |
| ০৩ আগষ্ট | বৃহস্পতিবার | ৩:৪৩ | ৫:২৪ | ০১:১২ | ৬:২২ | ৮:৪৮ | ০৯:৫২ |

# নেইমারকে রিয়ালে স্বাগত জানিয়ে রাখলেন কাসেমিরো

**ঢাকা, ২৫ জুলাই :** পিএসজি? যেতে যদি হয় রিয়াল মাদ্রিদে কেন নয়! স্প্যানিশ ক্লাবটির অনেক সমর্থক প্রকাশ্যে না হলেও মনে মনে নিশ্চয়ই ভাবছেন, নেইমারকে পেলে দারুণ হতো! বার্সেলোনার চেয়ে যে রিয়ালই বেশি প্রস্তুত হয়ে ছিল নেইমারকে বরণ করে নিতে। সেই হাহাকার আরও আছে রিয়ালে। জাতীয় দলের সতীর্থ কাসেমিরো এর মধ্যে জানিয়ে রাখলেন, কখনো যদি দল বদলানোর কথা মাথায় আসে, রিয়ালের ব্যাপারটিও ভেবে দেখতে পারেন নেইমার। তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা দিয়েই বরণ করে নেবে বার্সেলোনার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবটি।

গ্লোবোএস্পোর্তেকে রিয়াল তারকা বলেছেন, 'নেইমারের ভবিষ্যৎ কী, সেটা সে-ই আমাদের বলে দেবে। ও ভালো করেই জানে, ওর কী করা উচিত। যদি দল বদলাতে চায়, তাহলে রিয়াল মাদ্রিদ কেন নয়? ওকে এখানে সাদরে গ্রহণ করা হবে।'

নেইমার কি সত্যিই দল বদলাতে চান? কাসেমিরো কোনো ভেতরের খবর দিতে পারলেন না, 'ওর সঙ্গে সম্প্রতি কোনো কথাবার্তা হয়নি। তবে আমি ওকে শুভকামনা জানিয়ে রাখছি। নেইমার অসাধারণ এক খেলোয়াড়, আমি ওর ভক্ত। ও জানে, ও কী করছে। তা ছাড়া ওকে ভালোমতোই পরামর্শ দেওয়া হয়। ওর বাবা (নেইমারের এজেন্টও) মানুষ হিসেবে অসাধারণ। তিনিও জানেন, তিনি কী করছেন। ও যদি বার্সেলোনা ছাড়ে, ওকে শুভকামনা জানাব। যদি থেকে যায়, তবুও শুভকামনাই জানাব। ব্রাজিল জাতীয় দলের জন্য ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় দলে আমরা সব সময়ই ওর ভালো খেলাটাই পেয়েছি।'

খুব গুরুত্বের সঙ্গে বলেননি, কিন্তু বার্সেলোনা থেকে রিয়ালে কোনো বড় তারকার নাম লেখানো কি সম্ভব? তা আগুনে ঘি ঢালা হবে না? যার আঁচ টের পেয়েছিলেন লুইস ফিগো। অবশ্য সরাসরি না হলেও ব্রাজিল কিংবদন্তি রোনালদো বার্সেলোনায় খেলে পরে রিয়ালেও মহাতারকা হয়ে উঠেছিলেন।

# পুরোনো 'ফর্মুলা'য় ফিরছেন মোস্তাফিজ

**ঢাকা, ২৫ জুলাই :** ১২ মাস আগে পাওয়া কাঁধের সেই চোট এখনো যেন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে মোস্তাফিজুর রহমানকে। সাসেক্সের হয়ে ইংল্যান্ডে টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে খেলতে গিয়ে কাঁধে চোট পেয়েছিলেন। অস্ত্রোপচারের ছুরির নিচে গিয়ে ক্যারিয়ারের পাঁচটি মাস কাটালেন মাঠের বাইরে। গত ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ড সফরে ফেরার পর থেকে দু-একটি ঝলক থাকলেও শুরুর দিকের সেই মোস্তাফিজকে যেন আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। অভিষেকের পর শুরুর ৯ ওয়ানডেতে যেখানে ২৬ উইকেট নিয়েছিলেন, অস্ত্রোপচারের পর ১৯ ম্যাচে সব সংস্করণ মিলিয়ে তাঁর উইকেট ৩১টি।

বাংলাদেশের বোলিং কোচ কোর্টনি ওয়ালশ জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন 'শুরু'র মোস্তাফিজকে ফেরাতে। আইপিএলে হায়দরাবাদ দলের সতীর্থ ডেভিড ওয়ার্নার যে মোস্তাফিজকে 'বিশেষ প্রতিভা'র স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, সেই মোস্তাফিজ যেন আবারও আগের মতো 'ভয়ংকর' হয়ে উঠতে পারেন, সে ব্যাপারে আশাবাদী সাবেক ক্যারিবীয় বোলিং গ্রেট, 'এই মুহূর্তে এটাই বলতে পারি, সে অনুশীলনে খুব ভালো করছে। ওকে উইকেটের খুব কাছাকাছি লাইনে বোলিং করার অনুশীলন করানো হচ্ছে। তবে শুধু তো এটাই সব নয়, পাশাপাশি আরও বিভিন্ন বিষয় রপ্ত করার চেষ্টা সে করে যাচ্ছে।'

গেম ডেভেলপমেন্ট কোচ হিসেবে শুরুর দিক থেকে মাহবুব আল জাকি

মোস্তাফিজকে চেনেন। ওয়ালশ জাকিকেও সঙ্গে নিয়েছেন আগের সেই মোস্তাফিজকে ফিরিয়ে আনার মিশনে। জাকির পর্যবেক্ষণ, চোট থেকে ফেরার পর মোস্তাফিজ লাইন থেকে অনেক দূরে বল ফেলছেন। জাকি বলেছেন, 'ও কেন এমনটা করছে, এর পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু ও যেহেতু এতে সাফল্য পাচ্ছে না, আমরা ওকে ওর পুরোনো বোলিংয়ের ফর্মুলায় ফিরিয়ে নিতে কাজ করছি। আপাতত ওকে অল্প কিছু স্টেপে একদম উইকেট বরাবর বোলিং করানো হচ্ছে, যেন বিষয়টি ওর মাথায় গেঁথে যায়। এরপর যখন ও পুরোদমে বোলিং করবে, তখন যেন কাজটা ওর জন্য সহজ হয়।'

জাকি এও জানিয়েছেন, মোস্তাফিজকে নিয়ে তাঁদের বিশেষ ভিডিও সেশন করানোর পরিকল্পনা আছে। যেখানে মোস্তাফিজকে ধরে ধরে বোঝানো হবে, তাঁর শক্তির জায়গা কী ছিল। কীভাবে তিনি রহস্যময় হয়ে থাকতে পারেন। বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে পুরোনো সরল মোস্তাফিজকে ফেরানোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাঁর বোলিংয়ের দুর্বোধ্যতা। এটাই আপাতত উপলব্ধি। সূত্র: ক্রিকবাজ, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

# 'সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য সন্তানের মুখ'

**ঢাকা, ২৫ জুলাই :** মাহমুদউল্লাহর শুরুটা হয়েছিল ২০০৭ সালের ২৫ জুলাই, কলম্বোয় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে। সময়ের ডানায় চড়ে আজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০ বছর পূর্ণ করলেন বাংলাদেশ দলের অন্যতম এই ব্যাটিং ভরসা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০ বছর পূর্তিতে প্রথম আলোকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে মাহমুদউল্লাহ বললেন তাঁর ব্যক্তিগত অনেক বিষয় নিয়ে।

আচ্ছা, মাহমুদউল্লাহর দেখা সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য কোনটি? তাঁর জবাব, 'যখন আমার সন্তানকে দেখি।' কোন শব্দটি বেশি বলেন তিনি? কাকে দেখলে তাঁর মনে হয়, 'ইশ্?, ওর মতো যদি ব্যাটিং করতে পারতাম...!' মজার সব প্রশ্নের টি-টোয়েন্টি ধাঁচে উত্তর দিলেন মাহমুদউল্লাহ।

# আরও দুইতিন বছর রিয়ালেই রোনালদো

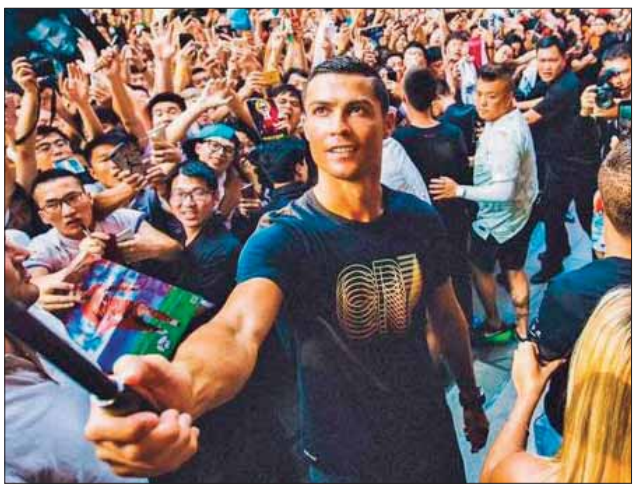

**ঢাকা, ২৪ জুলাই :** একই কথা জিনেদিন জিদান কয়েক দিন আগেও বলেছেন। পরশু আরও একবার বললেন। তবে এবার আরও জোরের সঙ্গে, আরেকটু আত্মবিশ্বাস নিয়ে। কী কথা? ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো কোথাও যাচ্ছেন না, থাকবেন রিয়াল মাদ্রিদেই।

হঠাৎই রোনালদোর ক্লাব ছাড়ার গুঞ্জন ওঠে কর-সংক্রান্ত ঝামেলার কারণে। ১ কোটি ৪৭ লাখ ইউরো কর ফাঁকি দিয়েছেন রোনালদো—এই অভিযোগে গত মাসে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে স্পেনের কর কর্তৃপক্ষ। নিজেকে সব সময়ই নির্দোষ দাবি করে আসা ৩২ বছর বয়সী পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড এতে বিরক্ত হয়ে রিয়াল ও স্পেন ছাড়ার পরিকল্পনা করছেন বলে দাবি করে পর্তুগিজ দৈনিক এ বোলা। যদিও খবরটাকে খুব একটা পাত্তা দেননি জিদান। যুক্তরাষ্ট্রে প্রাক্-মৌসুম প্রস্তুতিমূলক টুর্নামেন্ট খেলতে স্পেন ছাড়ার আগেই বলে গেছেন, রোনালদো রিয়ালেই থাকবে। পরশু লস অ্যাঞ্জেলেসে এক সংবাদ সম্মেলনে এ প্রসঙ্গ উঠতেই আবার বললেন, 'আমি কখনো এ বোলারখবর অস্বীকার করিনি। আরও অনেকের মতো আমিও ওটা দেখেছি। ওরা কী বলছে, সেটা শুনেছি। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, রোনালদো রিয়ালকে নিয়ে কী ভাবছে। যখনই এ ব্যাপারে আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি, ওকে খুব নির্ভার মনে হয়েছে। আমার বিশ্বাস, সে রিয়ালেই থাকবে। ছুটি কাটিয়ে সে ৫ আগস্ট আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। আমার বিশ্বাস, আরও ২-৩ বছর সে রিয়ালেই থাকবে।'

তবে রোনালদো থাকলেও এরই মধ্যে রিয়াল ছেড়ে চেলসিতে চলে গেছেন আলভারো মোরাতা। তাঁর জায়গায় একজন স্ট্রাইকার নেওয়ার কথা ভাবছেন জিদান, 'এ মুহূর্তে আমাদের একজন স্ট্রাইকার কম আছে। মোরাতা গত মৌসুমে আমাদের অনেক দিয়েছে।'

যাঁকে নিয়ে এত কথা, সেই রোনালদো অবশ্য ছুটিটা ভালোই কাটাচ্ছেন। ইবিজা থেকে কয়েক দিনের জন্য গেছেন চীনে। সেখানে পরশু হঠাৎই হাজির হয়েছিলেন সাংহাই ও গুয়াংজু এভারগ্রান্দের ম্যাচটা দেখতে। সাংহাইয়ের হয়ে আবার খেলেন তাঁর বন্ধু রিকার্ডো কারভালহো। ম্যাচের আগে বন্ধুকে নিয়েই মাঠে নেমে গেছেন রোনালদো। সাংহাইতে গত ১৪৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গরম পড়েছে এবার। সেটা নিয়ে মজা করে রোনালদো বলেছেন, 'আজকে সাংহাই সবচেয়ে বেশি উত্তপ্ত, কারণ আজ আমি এখানে এসেছি।' পরে দর্শকদের অনুরোধে দেখিয়েছেন বল নিয়ে একটু কারিকুরিও।

শুধু বন্ধু কারভালহোই নয়, ম্যাচের আগে রোনালদো দেখা করেছেন গুয়াংজু এভারগ্রান্দের কোচ লুইস ফেলিপে স্কলারির সঙ্গেও। ২০০৩ সালে এই ব্রাজিলিয়ান যখন পর্তুগালের কোচ ছিলেন, তাঁর অধীনেই জাতীয় দলে অভিষেক হয় রোনালদোর। মার্কা, এএফপি।

# শ্রীনির গুটি 'খেয়ে ফেললেন' আদালত

**ঢাকা, ২৫ জুলাই :** গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছিলেন। পরিকল্পনা করছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিসিআই) নতুন করে নিজের প্রভাব খাটানোর। দক্ষ দাবাড়ুর মতো এক চাল চেলেছিলেন এন শ্রীনিবাসন। তবে তাঁর এক ঘর বাড়িয়ে দেওয়া গুটিটা খেয়ে ফেলেছেন আদালত। আবারও শ্রীনি ব্যাকফুটে। সুপ্রিম কোর্টের এক নির্দেশে ভেস্তে গেছে শ্রীনিবাসনের সব পরিকল্পনা।

ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনে একধরনের জট পাকিয়ে উঠেছে। যেটিকে আরও বেশি জটিলতা দিয়েছে কোচ নিয়ে চলা অদ্ভুত সব নাটক। যেন বোঝাই যাচ্ছিল না, বোর্ড বা দেশটির ক্রিকেট আসলে কে চালাচ্ছে। এরই মধ্যে শ্রীনি আর নিরঞ্জন শাহদের নিয়ে আবারও নিজের রাজ্যপাট ফিরে পাওয়ার একটা চেষ্টা করেছিলেন বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর। গত ২৬ জুন অতি গুরুত্বপূর্ণ সভাটি যে একেবারে পণ্ড হলো, অন্তর্বর্তী কমিটি এর দায় দিয়েছে শ্রীনি ও নিরঞ্জনকে। সেই সভাটি এই দুজন 'ছিনতাই' করেছিলেন কি না, এমন শিরোনাম দিয়ে খবর প্রকাশ করেছে ইএসপিএনক্রিকইনফো।

বিপিএল

# মাশরাফির কাঁধে এবার রংপুর রাইডার্স

**ঢাকা, ২৪ জুলাই :** প্রথম তিন বিপিএলের শিরোপা উঠেছে তাঁর হাতে। প্রথম দুবার ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরসের অধিনায়ক হিসেবে। তৃতীয় বিপিএলে চ্যাম্পিয়ন করেছেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসকে। বিপিএলের পঞ্চম আসরে মাশরাফি বিন মুর্তজা নিলেন রংপুর রাইডার্সের দায়িত্ব। কাল বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে মাশরাফিকে অধিনায়ক ঘোষণা করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষ।

নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজিতে এসে রোমাঞ্চিত মাশরাফি বলেছেন, 'তাদের কোচিং স্টাফ অসাধারণ। আমাকে যে পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে সেটাও দারুণ। এ জন্যই রাজি হয়েছি রংপুরে খেলতে।' দলের কোচ টম মুডি। মেন্টর হিসেবে থাকবেন বিসিবির ন্যাশনাল গেম ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার নাজমুল আবেদীন, কোচিং প্যানেলে আছেন সাবেক বাঁহাতি স্পিনার মোহাম্মদ রফিকও।

এঁদের দিকে তাকিয়েই রংপুরকে নিয়ে বেশি আশাবাদী নতুন অধিনায়ক, 'আমরা সমস্যায় পড়লে ফাহিম স্যারের কাছে যাই। এবার শ্রদ্ধেয় স্যারকে পাচ্ছি রংপুর রাইডার্সে। আমাদের সঙ্গে রফিক ভাই আছেন। টম মুডির মতো কোচ আছেন। সব মিলিয়ে দারুণ ব্যাপার। আশা করছি, আমরা রংপুরকে ভালো কিছু উপহার দিতে পারব।'

বিদেশি খেলোয়াড়দের মধ্যে থিসারা পেরেরা আর রবি বোপারার ওপর মাশরাফির যথেষ্ট আস্থা, 'এই ফরম্যাটে দেখা যায় সাত নম্বরে কোনো একজন ব্যাটসম্যান ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে। কখনো কোনো বোলারও ম্যাচ জেতাতে পারে। এ রকম অনেকেই আছে রংপুরে। থিসারা পেরেরা ছয় নম্বরে সেই কাজটা করতে পারে। রবি বোপারাও এই ফরম্যাটে দারুণ।' সঙ্গে স্থানীয় খেলোয়াড়দের কাছে প্রত্যাশা তো মাশরাফির আছেই।

সংবাদ সম্মেলনে ছিলেন রংপুর রাইডার্সের নতুন মালিক বসুন্ধরা গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান ও সোহানা স্পোর্টস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাফওয়ান সোবহান, প্রধান নির্বাহী ইশতিয়াক সাদেক, মেন্টর নাজমুল আবেদীন ও ম্যানেজার ড. আনোয়ারুল ইকবাল। মাশরাফির মতো সাফওয়ান সোবহানের চোখও শিরোপায়, 'আমরা প্রথমবারের মতো বিপিএলে এসেছি। এখানেও ভালো করব। সবাই দল গড়ে জেতার জন্য। আমরাও তাই। অবশ্যই চ্যাম্পিয়ন হওয়াই লক্ষ্য থাকবে আমাদের।'

## ‘গার্ডেন্স অব পিস’

# ফুরিয়ে আসছে কবরের জায়গা

মসজিদ আছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। আমাদের পূর্ব পুরুষদের অক্লান্ত পরিশ্রমেই এসব হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস নেই। সেটি হলো আমাদের পরকালের ঠিকানা। যেই ভাবা সেই কাজ। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, একটি মুসলিম গোরস্থান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা বৃটেনের নাগরিক। আমাদের ছেলেমেয়ে এ দেশেই বড় হবে। এদেশেই আমরা মারা যাবো। আমাদের ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য মৃত্যুপরবর্তী স্থায়ী ঠিকানা প্রয়োজন।

সেই পরিকল্পণা থেকে আমরা একটি চ্যারিটি সংস্থা রেজিস্টার করি। নাম দিই গার্ডেন্স অব পিস। একদিকে ফান্ড সংগ্রহ করতে থাকি। অন্যদিকে জায়গা খুঁজি। এক সময় বর্তমান হেইনুলটে ২১ একর জায়গা পেয়ে যাই। ৯৮ সালে জায়গাটুকু ক্রয় করে গোরস্থান প্রস্তুতের কার্যক্রম শুরু করি। প্লানিং পারমিশন লাভসহ অন্যান্য কার্যক্রম শেষ করে ২০০২ সালে কবরস্থানটি দাফন-কাফনের জন্য সম্পুর্ণ প্রস্তুত করতে সক্ষম হই। পুরোদমে শুরু হয় দাফন-কাফন। জানাজা ও দাফনের জন্য আগত মানুষের মধ্যে এক ধরনের প্রশান্তি দেখতেই পাই। কারণ সকলেই চান মৃত্যুর পরের ঠিকানাটি যেনো সুন্দর হয়, সংরক্ষিত থাকে।

মোহাম্মদ ওমর বলেন, গার্ডেন্স অব পিসে গত পনেরো বছরে সাড়ে ৯ হাজারেরও বেশি মানুষকে কবরস্থ করা হয়েছে। তবে এখন কবরের জায়গা ফুরিয়ে আসছে। অবশিষ্ট আছে মাত্র ৪শ’ কবর। আগামী নভেম্বরের মধ্যেই গোরস্থানটি পুর্ণ হয়ে যাবে। পঞ্চাশ বছর পর শুরু হবে দ্বিতীয়দফা দাফন তথা কবরের উপর কবর দেয়ার কাজ। তবে ইতোমধ্যে আমরা মুসলিম কমিউনিটির জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোরস্থানের জায়গা কিনে তা দাফন কাফনের জন্য প্রস্তুত রেখেছি।

মোহাম্মদ ওমর বলেন, গার্ডেন্স অব পিস সম্পুর্ণ অলাভজনক একটি চ্যারিটি সংস্থা। চ্যারিটির অর্থেই এটা চলে। স্থানীয় কাউন্সিল কিংবা সরকারী তরফ থেকে কোনো অনুদান নেয়া হয়না। এটি পরিচালিত হয় গার্ডেন্স অব পিস চ্যারিটির তত্ত্বাবধানে। চ্যারিটিই গোরস্থানের শতভাগ মালিক। সুতরাং এই জায়গা ভবিষ্যতে বেহাত হওয়ার আশংকা নেই।

দ্বিতীয় গোরস্থানটি পরিপূর্ণ হয়ে গেলে শুরু হবে তৃতীয় গোরস্থানের কাজ। সেটিও গার্ডেন্স অব পিস থেকে মাত্র ৭ মাইল দুরে অবস্থিত। রমফোর্ডের ম্যায়েল্যান্ড ফিলডস সাইটে। ২০০৭ সালে সেখানে ৩০ একর জায়গা কিনে গোরস্থান তৈরির কাজ চলছে। বছর তিনেকের মধ্যে গোরস্থানটি প্রস্তুত হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ওই জায়গায় ১২ হাজার কবরের সংস্থান হবে।

তিনি জানান, গার্ডেন্স অব পিসে ফুলটাইম পার্টটাইম সব মিলিয়ে প্রায় ৪০ জন মানুষ কাজ করেন। লাশ দাফনের ফি ও মানুষের দেওয়া দান থেকে প্রাপ্ত অর্থে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলে। দৈনন্দিন খরচের পর উদ্বৃত্ত থাকলে জমা রাখা হয় ভবিষ্যৎ গোরস্থান প্রতিষ্ঠার জন্য। আয়ের অর্থে ইতোমধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গার্ডেন্স অব পিসের জায়গা ক্রয় করে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আগামী নভেম্বর থেকেই দ্বিতীয় গোরস্থানে দাফন-কাফনের কার্যক্রম শুরু হবে। বর্তমান গার্ডেন অব পিস থেকে মাত্র দুই মাইল দূরে চিগওয়েলের ফাইভ অকস লেইন এলাকায় ১৩ একর জায়গায় গোরস্থানটির অবস্থান। নতুন এই গোরস্থানে ৬ হাজার প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের কবর হবে। স্থানীয় কাউন্সিল থেকে ২০১৪ সালে পারমিশন লাভ করার পর ইতোমধ্যে ড্রেনেস ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরিণ রাস্তা ঘাট পাকাকরণ, পার্কিং ব্যবস্থাপনা, সিসিটিভি সিকিউরিটি সিস্টেম স্থাপন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, গাছ লাগানো ও দু’টি ভবন নির্মাণের কাজ শেষ করে ইতোমধ্যে কবরস্থানটি সম্পুর্ণ প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয় গোরস্থানটি পরিপূর্ণ হয়ে গেলে শুরু হবে তৃতীয় গোরস্থানের কাজ। সেটিও গার্ডেন্স অব পিস থেকে মাত্র ৭ মাইল দুরে অবস্থিত। রমফোর্ডের ম্যায়েল্যান্ড ফিলডস সাইটে। ২০০৭ সালে সেখানে ৩০ একর জায়গা কিনে গোরস্থান তৈরির কাজ চলছে। বছর তিনেকের মধ্যে গোরস্থানটি প্রস্তুত হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ওই জায়গায় ১২ হাজার কবরের সংস্থান হবে।

মোহাম্মদ ওমর আরো জানান, বর্তমানে ১০ফিট গভীর কবর খনন করে ৬ ফিটের মধ্যে লাশ দাফন করা হচ্ছে। উপরে চারফিট জায়গা আছে। তিন ফুটের গভীরতায় যেকোনো মৃতদেহ কবরস্থ করা যায়। বর্তমান গার্ডেন্স অব পিসের ১০ হাজার কবর ৫০ বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেয়া হচ্ছে। এই সময় পর্যন্ত কোনো কবরই স্পর্শ করা হবে না। তবে ৫০ বছর পর প্রয়োজনে দ্বিতীয়দফা কবর দেয়ার কাজ শুরু হবে। অর্থাৎ কবরের উপর কবর দেয়া হবে। তবে মুল কবর অস্পর্শ থাকবে। তখন কবরে উপরে আরো দশ হাজার কবর দেয়া হতে পারে। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গার্ডেন্স অব পিসেও প্রথমদফা দাফন শেষে ৫০ বছর পর দ্বিতীয়দফা কবর দেয়া শুরু হবে। বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ৫ জনের লাশ দাফন করা হয়। সেই হিসেবে চলতি বছরের নভেম্বর নাগাদ অবশিষ্ট ৪শ কবর শেষ যাবে।

তিনি বলেন, একটি লাশ কবর দেয়ার এক বছর পর সিডাম মেট নামক একধরনের ফুল কবরের উপর রূপন করা হয়। এই ফুলগাছগুলো কবরের উপরের নতুন মাটি বৃষ্টির পানিতে গলে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। এই বিশেষ ফুল গাছটি কবরের উপরের মাটিকে আঁটার মতো ধরে রাখে। এরপর কবরে ন্যাইম প্লেট লাগানো হয়।

লাশ প্রতি ফি জানতে চাইলে বিস্তারিত জানান মোহাম্মদ ওমর। বলেন, বয়সবেধে পৃথক পৃথক ফি। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ-মহিলার জন্য ফি হচ্ছে ৩ হাজার ৯০০ পাউন্ড। তবে কেউ ফিউনারেল সার্ভিস (লাশ বহন করে আনা, গোসল দেয়া ইত্যাদি) নিতে চাইলে দুরত্ব অনুযায়ী আরো ৬৫০ থেকে ৯৫০ পাউন্ড পরিশোধ করতে হয়।

শিশুদের কবরস্থ করার জন্য চার ক্যাটাগরির ফি রয়েছে। ১৭ মাসের চেয়ে কম বয়সী বাচ্চা মৃত ভুমিষ্ট হলে ৭৫ পাউন্ড। ১৭ মাসের চেয়ে বেশি বয়সী হলে ১৭৫ পাউন্ড। ভুমিষ্ট হওয়ার এক বছর পর্যন্ত মারা গেলে ৫শ পাউন্ড এবং ২ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত শিশুর জন্য ৭৫০ পাউন্ড ফি নির্ধারিত রয়েছে। আর ফিউনারেল সার্ভিসের জন্য শিশুপ্রতি ফি ২৫০পাউন্ড।

মোহাম্মদ ওমর বলেন, আমাদের নিজস্ব ফিউনালে সার্ভিস রয়েছে। কারো আত্মীয়-স্বজন ইন্তেকালের পর আমাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে আমরা হাসপাতাল থেকে মরদেহ নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে এসে গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করে থাকি। এছাড়া প্রয়োজনে মৃত্যুর পর লাশ আনার জন্য ডেথ সার্টিফিকেটেরও ব্যবস্থা করা হয়।

স্থানীয় স্কুল, ইয়ুথ ও স্কাউট গ্রুপকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সময় সময় গোরস্থান পরিদর্শন করানো হয় যাতে তাঁদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। গোরস্থানে প্রায়ই বৃক্ষরোপ কর্মসূচি থাকে। এসব কর্মসূচিতে অনেকেই সানন্দে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও দাফন কাফন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালাও আয়োজন করা হয় সময়-সময়। যেখানে অনেকেই অংশগ্রহণ করে দাফন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন।

‘গার্ডেন্স অব পিস’ লাশ দাফন ও জেয়ারতের জন্য সরকারী ও ইসলামিক ছুটির দিনসহ বছরের ৩৬৫ দিনই খোলা থাকে। দিনের সর্বশেষ দাফন বিকেল ৪টার আগে শুরু করে ৫টার মধ্যে শেষ করতে হয়। গ্রীস্মকালে ১ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৭টা পর্যন্ত এবং শীতকালে ১ অক্টোবর থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত গোরস্থান খোলা থাকে। প্রতি শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত জুমার নামাজের জন্য বন্ধ রাখা হয়।

# হঠাৎ করেই চলে গেলেন ফজলু ভাই

রহমত আলী

অনেকটা হঠাৎ করেই চলে গেলেন ফজলুর রহমান ফজলু ভাই। তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে অনেক্ষণ নীরব থাকলাম, আর চিন্তা করতে লাগলাম তার সাথে অনেক স্মৃতির কথা। মনে হলো, মানুষ কি এভাবেই চলে যায় না ফেরার দেশে। কেউ একজন সপ্তাহ কয়েক আগে আমাকে বলেছিল যে, ফজলু ভাইয়ের অবস্থা ভাল নয়, সম্ভব হলে দেখে আসবেন। আমারও ইচ্ছা ছিল একদিন হসপিটালে গিয়ে দেখা করে আসবো। কিন্তু সে সুযোগ আর হলো না।

ফজলু ভাই এর সাথে আমার পরিচয় খুব দীর্ঘদিন না হলেও ১৫ থেকে ২০ বছরের কম নয়। আমি সাংবাদিকতা পেশায় এবং তিনি ছিলেন শিক্ষকতার পেশায় সেই সূত্র ধরেই আমার পরিচয়। তা ছাড়া তিনি যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের আইনজীবী পরিষদের সহ সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক এবং সুনামগঞ্জ জেলা এসোসিয়েশনের সেক্রেটারিসহ আরো অনেক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। শিক্ষকতা পেশাই তার মূল পেশা হলেও এক পর্যায়ে তিনি ব্যারিস্টার হিসাবে আইন পেশার কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। কিন্তু তার অনেক স্বপ্নস্বাদ আর পুরণ হলো না, অচিরেই হারিয়ে গেলো সবকিছু। তিনি যেমন ছিলেন একজন ভাল মনের মানুষ, তেমনি ছিলেন একজন পরোপকারি ব্যক্তি। কোন কাজে তার কাছে গেলে তিনি তার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতেন। আমি নিজে এক সময় টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের মাদার টাং সেকশনে কর্মরত ছিলাম। তখন তার কাছ থেকে অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। তিনি শত ব্যবস্ততার মাঝেও আমাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছেন। আমার অনেক ট্রান্সলেটিং এর কাজ উনার কাছ থেকে করিয়েছি। এক একটি কঠিন ট্রান্সলেটিং এর কাজ যা ছিল আমার স্বপ্নে দেখা বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে তিনি সেটা আমাকে ট্রান্সলেটিং করে দিয়েছেলেন বটে, কিন্তু তার মন্তব্য ছিল এজাতীয় ট্রান্সলেশন- এটাই আমার প্রথম এবং এটাই আমার শেষ। আর কোনদিন এ ধরণের ট্রান্সলেটিং কখনও করবো না। আমি তখন কিছুটা লজ্জিত হয়েছিলাম তার কাছে কিন্তু তবুও এটা ছিল আমার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং সেদিনের কথা এখন আমার মনে ভাসছে এই ভেবে যে, তিনি সেই কাজটি আমাকে না করেও দিতে পারতেন। কিন্তু আমাকে বিমূখ করেননি অন্তত সৌজন্যতার খাতিরে।

আমি যখন সুরমা পত্রিকায় কাজ করতাম তখন তিনি বিভিন্ন সংবাদের প্রেস রিলিজ আমাদের নিকট পাঠাতেন। আমি সেগুলি কোন প্রকার এডিট না করেই ছাপাতে দিতাম। অনেকের প্রেসরিলিজ আমাকে রি-রাইট করতে হতো। কিন্তু ফজলু ভাই এর প্রেস রিলিজে কোন রকম পরিবর্তন, পরিবর্ধন করতে হতো না। বাংলা এবং ইংরেজী উভয় ভাষাতেই ছিল তার সমান দক্ষতা। যে কোনো আইনী ব্যাপারেও ছিল তার বিরাট দক্ষতা। অনেককে তিনি পরামর্শ দান

করেছেন ভলান্টারিলি। আইন পেশাল মাধ্যমে তার টাকা-পয়সা রুজির চাইতে কমিউনিটির সেবা করাই ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। এদেশে তার সহপাঠী অনেক শিক্ষক বন্ধু আছেন রয়েছেন তার চলে যাওয়ায় অবশ্যই মর্মাহত হয়েছেন। তাই সকলেই তার জন্য দোয়া করবেন- এটাই কামনা করি। তার জীবনী আলোচনায় স্মরণসভা করবেন এটাই কামনা।

ফজলুল হক ফজলু ভাই প্রায় ২০ বছর আগে স্কলারশীপে লেখাপড়ার জন্য যুক্তরাজ্যে আসেন। তখন তার মামা যুক্তরাজ্য যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ড. আব্দুল মজিদ এদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। তার উৎসাহ অনুপ্রেরণায় তিনি সেদিন স্বপ্ন দেখেছিলে অনেক দুর এগিয়ে যাওয়ার। কিন্তু সে স্বপ্ন সাধ আর পুরণ হলো না। সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে তিনি চলে গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। ৩ ছেলে ৩ মেয়ে ও স্ত্রীসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। তার দেশের বাড়ি সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার চর মহল্লা ইউনিয়নের আসহাক কাছন গ্রামে। তিনি মরণব্যাধি ক্যান্সরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দেশেও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। স্থানীয় কলেজের উন্নয়নে তিনি ভূমিকা রেখেছেন। এদেশে সে কলেজের ফান্ড রেইজিংয়ের জন্য কাজ করেছেন। তার সে সমস্ত কাজের মূল্যায়ন এলাকাবাসী করবেন এটাই প্রত্যাশা।

***রহমত আলী : সম্পাদক, দর্পণ ম্যাগাজিন, লন্ডন।***

# ফিলিস্তিন : ভুলতেবসা এক নির্যাতিত জনপদের নাম

জুবায়ের আহমেদ

আবারো মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান আল-আকসা মসজিদে প্রবেশে নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে দখলদার ইসরাইলী রাষ্ট্র। চলতি জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মসজিদ প্রাঙ্গণে দু'জন ইসরাইলী পুলিশ নিহত হওয়াকে কেন্দ্র করে এ কঠোরতা আরোপ করল ইসরাইলী কর্তৃপক্ষ।

এরই সুত্র ধরে গত ২১ জুলাই শুক্রবার জুমার নামাজের সময় আল-আকসা মসজিদের ভেতর ঢুকতে ব্যর্থ হয়ে প্রতিবাদে ফেটে পড়েন মুসল্লীরা। এতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে সংঘর্ষের সুত্রপাত ঘটে। পুলিশ এ সময় মুসল্লীদের লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাস, বুলেট নিক্ষেপ করতে থাকলে বুলেটের আঘাতে ঘটনাস্থলেই এক যুবক নিহত হন। মসজিদ প্রাঙ্গণে লাঠিচার্জ, কাঁদানের গ্যাস ছুড়ার ফলে আরও ৫শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। এছাড়া পশ্চিম তীর ও অন্যান্য জায়গায় ইসরাইলী নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে আরও দু'যুবক নিহত হয়েছেন ওইদিন।

এরপর থেকেই ফিলিস্তিন জুড়ে প্রতিদিনই সংঘর্ষ চলে আসছে পুলিশ ও ইসরাইলী নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সেখানকার অধিবাসিদের। পুলিশ বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশীর নামে হামলা করছে ফিলিস্তিনিদের উপর। এসব বর্বর হামলার হাত থেকে রক্ষা পাননি বৃদ্ধ মহিলা থেকে শুরু করে ছোট্ট শিশু পর্যন্ত। এছাড়া অসংখ্য ফিলিস্তিনি যুবককে গ্রেফতার করেছে ইসরাইলী পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। কতদিন যে ইসরাইলী জেলের গ্লানী টানতে হবে তাদের, তারও কোনো সঠিক হিসেব জানা নেই কারও।

হয়েতা এর সুত্র ধরে আবারো অসংখ্য ফিলিস্তিনি মায়ের বুক খালি হবে, চোখের সামনে ধরে নিয়ে যাবে আপন বুকের মানিককে; যার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে এক সময় পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়া হয়ে যাবে কিন্তু সে মানিকের আর ফেরা হবে না। বছরের পর বছর ধরে তাদের আটকে রাখা হবে ইসরাইলী বন্দি কারাগারে। শুধুমাত্র বুলেটের বিপরীতে কয়েকটি পাথর নিক্ষেপের কারণেই তাদের এসব শাস্তি ভোগ করতে হবে। নিজ দেশে আজ যারা পরবাসী এরাই দখলদার ইসরাইলীদের চোখে ভয়ংকর সন্ত্রাসী।

ইসরাইলের জারিকৃত বিধি-নিষেধের মধ্যে অন্যতম হল ৫০ বছরের নিচে কোনো ব্যক্তি আল-আকসা মসজিদের ভেতর প্রবেশ করতে পারবেন না। মসজিদের প্রবেশ পথে বসানো হয়েছে মেটাল ডিডেক্টর। এতে করে যে কেউ মসজিদের ভেতরে ঢুকতে চাইবে তাকে ওই মেটাল ডিটেক্টরের তল্লাশী শেষেই কেবল ঢুকতে হবে। সাথে মসজিদ প্রাঙ্গণে বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা।

আল-আকসা শুধুমাত্র একটি মসজিদেই নয়, মর্যাদার দিক দিয়ে মসজিদে হারমাইন ও মসজিদে নববীর পরেই যার অবস্থান এবং মুসলিম মিল্লাতের প্রথম কিবলাহ। এই মসজিদের উপর হামলা বা বিধিনিষেধ আরোপ করা সমগ্র মুসলিম জাতির সাথে তামাশা করার সামিল। প্রতিটি মুসলমানের উচিত যার যার সাধ্যমত এর প্রতিবাদ করা। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে কুটনৈতিক চাপ

সৃষ্টি করা যাতে পবিত্র আল-আকসা মসজিদ নিয়ে দখলদার ইসরাইল কোন ষড়যন্ত্র চরিতার্থ করতে না পারে।

ডফলিস্তিনিই পৃথিবীর একমাত্র জনপদ যেখানকার মানুষ পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায়, নির্যাতিত ও নিপীড়িত। যে ভূখন্ডের মানুষ স্বপ্ন গড়ে শুধু ভাঙ্গার জন্য। যেখানকার শিশুদের সকালের ঘুম ভাঙ্গে বোমা অথবা বুলেটের আওয়াজ শোনে। যারা গত সত্তোর বছর ধরে নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে দখলদার ইসরাইলিদের হাতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সামজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ মদদে ইসরাইল নামক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয় মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিন ভূখন্ডে। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনী ভূখন্ডকে দ্বিখন্ডিত করা সংক্রান্ত ১৮১ নম্বর প্রস্তাব গৃহীত হয়। জাতিসংঘ এই প্রস্তাব পাশ করে ওই ভূখন্ডের মাত্র ৪৫ শতাংশ ফিলিস্তিনীদের এবং বাকি ৫৫ শতাংশ ইহুদীদের হাতে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবে ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ইসরাইল নামক দখলদার রাষ্ট্র বৈধতা লাভ করে।

এরপর থেকেই নানাভাবে ফিলিস্তিনীদের উপর নির্যাতন, ভয়ভীতির মাধ্যমে তাদের আরও ভূখন্ড দখল করে নেয়ার কৌশল অবলম্বন করে ইসরাইল। যার ধারাবাহিকতা এখনও বিদ্যমান। কখনও আকাশ পথে বিমান হামলা, কখনও বা স্থল পথে বুলডোজার দিয়ে বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে দখল করে নেওয়াই তাদের কৌশল।

ফিলিস্তিনকে দুর্বল করতে ইসরাইল বরাবরই মানবতা, সভ্যতা, ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করেছে। প্রথমেই তারা ফিলিস্তিনীদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করতে জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করার চেষ্টা করে। তাতে তারা সফলও হয়। আমরা অবাক বিস্ময়ে মজলুম ফিলিস্তিনীদের হামাস ও ফাতাহ্ এ দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত হতে দেখেছি।

ফাতাহ্ অনেকটা পাশ্চাত্য ধাঁচের, আচরণে এবং নীতি-কৌশলে। কিন্তু হামাস প্রথম থেকেই প্রতিবাদী ও জাতীয়তাবাদী। দেশমাতৃকার স্বাধীনতা, মুক্তি ও সার্বভৌমত্বের জন্য হামাস সশস্ত্র সংগ্রামে রত।

ইসরাঈল শুধু ফিলিস্তিনে নয়; সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম দেশগুলোকে বিভক্ত রাখতে সদা তৎপর তার নিজেরই স্বার্থে।

আজ ফিলিস্তিনী জাতির উপর কোনও হামলা বা আক্রমণ হলে মুসলিম বিশ্ব আগের মত তেমন প্রতিবাদে গর্জে উঠে না। এখন আর আগের মত ফিলিস্তিনী জনগনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে না। শুধুমাত্র নামে মাত্র কিছু বিবৃতির মধ্যে সবকিছু সীমাবদ্ধ থাকে। সব কিছুতে যেন একটা দায়সারা ভাব।

জাতিসংঘ ওআইসিসহ অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থার ভূমিকাও একই। ইসরইল ফিলিস্তিনের সমস্যা সমাধানে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নিতে তারা ব্যর্থ। সাথে ব্যর্থ হয়েছে দেশে দেশে শান্তির ফেরি করে বেড়ানো বিশ্ব মোড়লরাও।

আল-আকসা সমস্যাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ৫৭টি মুসলিম দেশের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ওআইসির ভূমিকা সবসময়ই ছিল প্রশ্নবৃদ্ধ। তারা মুসলিম জাতির দাবি পূরণে ও সবাইকে একপ্লাটফর্মে নিয়ে আসতে সম্পূর্নরুপে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

বিশ্ব তেলভান্ডারের ৬০ শতাংশ এলাকা হচ্ছে আরবলীগের অন্তর্ভূক্ত দেশগুলোর। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক শক্তি আরবলীগের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল। অথচ তারাই কিনা নানা অভ্যন্তরীণ সম্যসায় জর্জরিত।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিন-ইসরাইল সমস্যা সমাধানে নিরপেক্ষ সাজার চেষ্টা করলেও তারা যে ইসরাইলী স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে সেটা জনগণের বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয়না। তাদের এমন দ্বৈতনীতির ফলেই আজ পর্যন্ত সংকট থেকে উত্তরণের সঠিক কোনো সমাধান বেরিয়ে আসেনি। যুক্তরাষ্ট্র এখনো প্রতি বছর তিন বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে থাকে ইসরাইলকে। ইসরাইলের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টায় চাইলেই এগুলো ব্যবহার করতে পারে তারা।

বহুবার ইসরাইল-ফিলিস্তিন সমস্যা নিয়ে আলোচনার টেবিলে বসেছিলেন বিশ্ব সম্প্রদায়। অতীতে কোনও আলোচনাই ফলপ্রসু হয়নি একমাত্র ইসরাইলের একচোখা নীতির কারণে।

সর্বশেষ এ বছরের প্রথম দিকে মধ্যপ্রাচ্য শান্তিপ্রক্রিয়ার আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে সমবেত হয়েছিলেন ৭০টি দেশের প্রতিনিধিগণ। ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংকটের দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অঙ্গীকার পুনর্নিশ্চিত করতেই মূলত এই সম্মেলনের আয়োজন করেছিল ফ্রান্স।

ফিলিস্তিন এ শান্তি আলোচনাকে স্বাগত জানালেও ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এটাকে প্রতারণামূলক আখ্যা দিয়ে বলেছেন, এ ধরনের সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যই হল ইসরাইলের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা। এবং এ সম্মেলন আমাদেরকে কিছু করতে বাধ্য করতে পারবে না। এভাবেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বার বার অপমান করে আসছে তারা।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ফিলিস্তিনে ইসরাইলী বসত নির্মাণকে অবৈধ ঘোষণা দিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করা হয়। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাস হওয়া ওই প্রস্তাবে বলা হয়, '১৯৬৭ সাল থেকে ফিলিস্তিনী ভূখন্ডে ইসরাইল যে বসতি স্থাপন করে আসছে, এর কোন আইনি ভিত্তি নেই।

১৫ সদস্য বিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদের ১৪টি দেশ এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে তা পাস হয়। ভোট দান থেকে বিরত থাকে যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে অতীতে তারা ইসরাইল বিরোধী প্রস্তাবগুলোতে সবসময় ভেটো দিয়ে আসত।

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে ইসরাইলী সমস্যার সমাধানে বিশ্ব শক্তিকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। বিশেষকরে পাশ্চাতের সৃষ্ট এ সমস্যা সমাধানে তাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে সবার আগে।

হয়তো একদিন ইসরাইল-ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান হতে পারে, তবে তা কবে? কীভাবে? তার সঠিক কোন উত্তর কারো জানা নেই।

***লেখক: চিফ রিপোর্টার, এলবি২৪.টিভি, লন্ডন।***
***ইমেইল: jubaerahmed@journalist.com***

# তথ্যমন্ত্রীর ৫৭ ধারা আর আমাদের ‘হৃৎকম্পন’

**ফারুক ওয়াসিফ**

বিল ভরাট করা জায়গার নাম লেকসিটি, সম্পূর্ণ কংক্রিটের ভবনের নাম মাটির মায়া। আর যিনি আমাদের তথ্যমন্ত্রী, তিনি নিবর্তনমূলক ৫৭ ধারার পক্ষে! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়া, শিক্ষামন্ত্রীর কাজ শিক্ষা ছড়ানো। তেমনি তথ্যমন্ত্রীর কাজ হওয়ার কথা তথ্যপ্রবাহ ও মতপ্রকাশের বাধা দূর করা। অথচ তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বিদ্যমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) আইনের ৫৭ ধারা বহাল রাখার পক্ষে সংগ্রাম করেই যাচ্ছেন। প্রথম আলোর আজকের খবর, ‘গতকাল সোমবার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠকে বিষয়টি সম্পর্কে অনির্ধারিত আলোচনায় তথ্যমন্ত্রী তাঁর এই অবস্থান ব্যক্ত করেন।’

আমাদের তথ্যমন্ত্রী খুবই সংস্কৃতিমনা। কবিতা, গান ও দার্শনিক উক্তি তাঁর বক্তৃতার অলংকার। তাঁর মতো মন্ত্রী যে কম, এটাই অবশ্য আনন্দের কথা। আমাদের কপাল ভালো, আর কোনো মন্ত্রী ৫৭ ধারা টিকিয়ে রাখায় এমন নিষ্ঠাবান নন! স্বয়ং আইনমন্ত্রীও যখন আইনটি বদলানোর আশ্বাস দিচ্ছেন, তখন তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ‘হৃৎকম্পন’ বাড়িয়ে দিচ্ছে অনেকের। কেন বামপন্থী ঐতিহ্যের দাবিদার একজন মন্ত্রী মানুষের অধিকারের বিপক্ষে দাঁড়াবেন? কলিকালে এ কী অবস্থা?

কোনো অপরাধ ঘটার পর গোয়েন্দারা প্রথম প্রশ্ন করেন, ‘কুই বোনো’, মানে ‘কার লাভ?’ ঘটনা থেকে কে লাভবান হবে, সেটা খোঁজাই তদন্তের প্রথম ধাপ। আমাদেরও প্রশ্ন, ৫৭ ধারা টিকিয়ে রাখলে কার লাভ? সরকারপন্থী ও বিরোধী সবাই যখন আইনটি বাতিলের পক্ষে কথা বলছেন, তখন তথ্যমন্ত্রী কার স্বার্থে এটা টিকিয়ে রাখতে চান? মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৫৭ ধারার বিষয়টি তুলে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেছেন, ‘সাংবাদিকদের নামে এই ধারায় মামলা হচ্ছে বলে গণমাধ্যমে খবর আসছে। এ সম্পর্কে সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করা দরকার। না হলে সমস্যা বাড়বে।’

যাতে সরকারের সমস্যা বাড়বে বলে মনে করছে সরকারের নীতিনির্ধারক মহল, তাতে তথ্যমন্ত্রীর এত উৎসাহ কেন? তিনি বলেছেন, ‘৫৭ ধারা গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রণীত হয়নি। এটি গণমাধ্যমের বিষয় নয়। সাংবাদিকতার জন্য কারও বিরুদ্ধে এই আইনে মামলা হয়নি। মামলা হয়েছে সাইবার অপরাধের অভিযোগে, এটা সব নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।’ (প্রথম আলো, ২৫ জুলাই)।

কিন্তু এ বছরের প্রথম ছয় মাসে আইসিটি আইনের ৫৭ ধারায় দেশের বিভিন্ন জেলায় ২৪টির বেশি মামলা হয়েছে। গত বছর হয় ৩৬টি। গত চার মাসে ১১টি মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন কমপক্ষে ২১ জন সাংবাদিক। সাংবাদিক প্রবীর শিকদারের বিরুদ্ধে এই ধারায় মামলা করা হয়েছিল। গত মাসে প্রথম আলোর হাজীগঞ্জ প্রতিনিধি মোহাম্মদ শাহজাহানের বিরুদ্ধে ৫৭ ধারায় মামলা করা হয় প্রথম আলোয় দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশের জের ধরে। উদাহরণ দিয়ে পাতা ভরা করা যাবে, তবু কি তাঁর টনক নড়বে?

৫৭ ধারা হয়ে উঠেছে বহুমুখী এক অস্ত্র। কাউকে পছন্দ না, কেউ বেশি সত্য কথা বলছে, কেউ আপনার ধান্দার বাধা? দিন মামলা ঠুকে। যে চাইবে, এই আইন তার। সর্বশেষ, সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) একজন শিক্ষককে এই আইনে ফাঁসানো হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই অছিলা ফেসবুকের পোস্ট। ঢাবির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশের শর্তে মামলা প্রত্যাহার করার প্রতিশ্রুতি দেন বাদী। মৌখিক দুঃখপ্রকাশেই যে ‘অপরাধের’ নিষ্পত্তি করা সম্ভব, তার জন্য ৫৭ ধারার জামিনুঅযোগ্য মামলা আর নিম্নে সাত বছরের জেল? এই আইন এক দুধারী তলোয়ার। যে ধরবে তারও হাত কাটবে, যে আঘাত খাবে সে তো যাবেই।

বাংলাদেশে প্রতিটি সরব ও সক্রিয় শ্রেণি ও পেশার কেউ না কেউ এই মামলায় আক্রান্ত হয়েছেন। একজন মামলায় ফাঁসেন, চুপ করে যান সেই শ্রেণি-পেশার অনেকজন। অবস্থাটা এতই মারাত্মক, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের একাংশের সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল পর্যন্ত বলেন, ‘সরকারের ভেতরের একটি অংশ নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্যে সংবাদমাধ্যমকে দমিয়ে রাখতে এ রকম আইনের পক্ষে গেছে। আর তথ্যমন্ত্রী একজন রাজনীতিক হয়ে ৫৭ ধারার পক্ষে সংসদে যে সাফাই গাইলেন, তা খুবই লজ্জাজনক। তিনি তো রাজনীতি করে এসেছেন, তিনি যদি আর্মির লোক হতেন, তবে আমাদের কোনো আপত্তি ছিল না।’ (প্রথম আলো, ২১ জুলাই)। সরকারের শুভানুধ্যায়ীরাও যখন এমন কথা বলছেন, তখনো তথ্যমন্ত্রী নাছোড়বান্দা। বিষয়টা বিস্ময়কর।

৫৭ ধারা এবং এ ধরনের আইন যত দিন থাকবে, তত দিন আইনের শাসন চাইতে ভয় লাগবে। আইনের শাসন কায়েম যদি হয় যেকাউকে জামিনুঅযোগ্য মামলায় যখন-তখন ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা, যদি হয় সাংবাদিকতা ও মতপ্রকাশের টুঁটিতে খিল লাগানো, তাহলে তেমন আইনের শাসন চাইতে সাহস হবে কার?

৫৭ ধারার ভয়ংকর এই সাতটি শব্দবন্ধ হলো: মিথ্যা ও অশ্লীল, নীতিভ্রষ্টতা, মানহানি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও সংগঠনের বিরুদ্ধে উসকানি। শোনা যাচ্ছে, প্রস্তাবিত ডিজিটাল সুরক্ষা আইনে এর সবই থাকবে। থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়ের এ খেলায় আমরা ভীষণ উদ্বিগ্ন। যেকারও যেকোনো নিরীহ কথাকেই এসব বিমূর্ত অভিযোগের ফাঁকে ফেলা সম্ভব। সবচেয়ে মারাত্মক হলো, ওপরের ওই সাতটি অপরাধ আদৌ করা হয়েছে কি না, তা নির্ধারণের ভার দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। পুলিশই অভিযোগ শুনে মামলা নিয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পাঠাতে পারবে। তাহলে এই পুলিশ সদস্যকে একাধারে সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ, ভাষাবিদ, জনপ্রশাসনবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ধর্মবিশারদ এবং অপরাধ বিশেষজ্ঞ হতে হবে। সেটা কি কারও পক্ষে সম্ভব?

৫৭ ধারা বাতিল হোক, অন্য কোনো নামে তা ফিরে না আসুক। এ ধরনের আইনের প্রয়োগের দিকে তাকালে আমাদেরও ‘হৃৎকম্পন’ হয়! দেশে এখন দুধরনের ‘হৃৎকম্পন’ দেখা যাচ্ছে। ছবি, কথা, কবিতা, সংবাদ, প্রতিবাদ দেখে কারও ‘হৃৎকম্পন’ বাড়তে পারে। আবার দমনমূলক আইনের খপ্পরে পড়ার ভয়েও অনেকের বুক তোলপাড় করা ‘হৃৎকম্পন’ হতে পারে।

মাননীয় তথ্যমন্ত্রী কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেন। মুক্তিসংগ্রামের পথে উঠে আসা বিখ্যাত সেই গানটি উনি কি শুনেছেন: ‘ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়’?

# ‘কাতার দুই বছর টিকবে’!

**মোঃ বজলুর রশীদ**

গ্র্যান্ড মুফতি আলি গুমাহ ভিন্ন উচ্চারণে জুনাহ অতি সম্প্রতি মিসরের এক সমাবেশে বলেছেন, ‘কাতার দুই বছর টিকবে’। তিনি বলেন, দুই বছরের মধ্যে কাতার ধ্বংস হয়ে যাবে। কাতারের ইতিহাস ও আধুনিক কাতারের প্রশাসন তা-ই বলে। সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরো বলেন, উপসাগরীয় সমস্যায় আমিরাত বিজয় লাভ করবে। কাতারের লোকজনকে তিনি ‘খারেজি’ বলেও সম্বোধন করেন। এখানে খারেজি শব্দকে তিনি ‘বিশ্বাসঘাতক’ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি জানান, ‘কুতরি ইবনে ফুজা’ খারেজিদের ইমাম ছিলেন এবং তার নামানুসারে কাতার নামকরণ করা হয়। ‘রাজকীয় কাতারি পরিবার আল থানি তাদের বংশধর।’। গুমাহর মতে, কুতরি আমিরাতের মুহালাব ইবনে সুফরার কাছে পরাজিত হন। ‘দুই বছরের মধ্যে কুতরি পরিবার ও খারেজিরা উৎপাটিত হয়ে যাবে’ বলে তিনি প্রচার করছেন। আরব বিশ্বে অধুনা উৎপাটিত হওয়াকে সাধারণত আইএস ও আলকায়েদার জন্য ব্যবহৃত হয়। গুমাহ শ্রোতাদের বলেন, ‘দুই বছর অপেক্ষা করুন।’ গুমাহর এ বক্তব্যে সোস্যাল মিডিয়াতে হইচই পড়ে যায়। সমালোচকরা বলছেন, সিসির ‘দরবারি আলেম’ মুফতি গুমাহ আবুধাবি থেকে বেশি বেশি চাল ও গমের জন্য এ বিষয়টি উদ্ভাবন করেছেন। কেননা, মিসরে এখন রুটির সঙ্কট দেখা দিয়েছে। মিসরের রাজনীতিকেরা বলেন, হোসনি মোবারক বলতেন, ‘আল আজহার সন্ত্রাসীদের প্রজননকেন্দ্র।’ সেই মোবারকের হাতে যিনি গ্র্যান্ড মুফতি হয়েছেন, তিনি কেমন হবেন তা সহজেই অনুমেয়।

ড. আলি গুমাহ ২০০৩ সালে হোসনি মোবারকের আমলে গ্র্যান্ড মুফতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ইমাম শাফেয়ির মাজহাব মেনে চলেন এবং দারুল ইফতা বা ফতোয়ার কেন্দ্র থেকে প্রচুর ফতোয়া দিয়ে থাকেন। এমনকি সপ্তাহে পাঁচ হাজারের ওপর ফতোয়া দেয়া হতো। আল আজহারে তিনি আকিদা, তাফসির ও হাদিস বিষয়ে পাঠদান করতেন। এ পর্যন্ত ২৭টি কিতাব রচনা করেছেন। কিতাবগুলো আরবি ভাষায়। ইংরেজিতে কোনো কিতাব নেই। কিতাবগুলোর মধ্যে আল বয়ান, আল হুকুম আল শা'রি, কাদিয়া তাসদিদ উসুল আল ফিকহ, আল ইজমা ইন্দা আল উসুলিয়া বিখ্যাত। তার ওস্তাদ ও পীরের মধ্যে ২৮ জনের নাম পাওয়া যায়। ২০০৬ সালে, আলি গুমাহ সব ধরনের মূর্তি প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন। তিনি বলেন, মুসলমানের ঘরে কোনো মূর্তি ও রেপলিকা থাকা ইসলামসম্মত নয়। তবে একই সাথে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো ধ্বংস করাও বিধিসম্মত নয়। তখন ধারণা করা হয়, চরমপন্থীরা বিভিন্ন দেশে পুরনো নিদর্শনগুলো ভাঙচুর করবে এবং মিসরেও রেপলিকার দোকানপাট ও বিভিন্ন মূর্তি ভাঙচুর করবে। তাহলে মিসরের বিলিয়ন ডলারের পর্যটন খাত ধ্বংস হয়ে যাবে। তালেবানরা আফগানিস্তানে বৌদ্ধদের পুরনো ধর্মীয় স্থানে বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংস ও অপসারণ করলে তিনি এর বিরুদ্ধে বক্তব্য দেন। তিনি ‘স্ত্রীকে মারধর করা’র এবং ‘মূর্তিবিরোধী মুফতি’ হিসেবেও পরিচিতি পান। আইএসআইএলের রাজনীতি ও সমর পরিচালনাকে তিনি ইসলামসম্মত নয় বলে ফতোয়া দিয়েছেন এবং ওই ফতোয়ায় মিসরের ২২৬ জন সুন্নি আলেম স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি ইসলামের উদারপন্থাকে পছন্দ করেন এবং যেকোনো চরমপন্থাকে অস্বীকার করেন। একইভাবে মিসরের ব্রাদারহুডকেও তিনি অপছন্দ করেন। তিনি জনগণের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে সমর্থন করেন। কিন্তু আন্দোলনে জনগণের অসুবিধা হয় এমন কোনো পদক্ষেপ নেয়াকে তিনি ‘হারাম’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মুফতি থাকাকালে অনেক ফতোয়া দিয়েছেন। যেমন ইসলামে রাজনৈতিক জীবনে পুরুষ ও নারী সমান অধিকার ভোগ করবে, এমনকি আধুনিক রাষ্ট্রে একজন নারীও কর্ণধার হতে পারবেন। মেয়েদের খতনা বিষয়েও তিনি ফতোয়া দেন। তিনি বলেন, মেয়েদের খতনা বা এফএমজি নিষিদ্ধ, তবে অইসলামি নয়। তিনি লিবারেলিজম ও ইসলাম একই মর্মে উল্লেখ করেন, তবে তা কোনোভাবেই সেকুলারের সমর্থক নয়। পশ্চিমা দেশে এবং অমুসলিম দেশে শূকরের মাংস ও মদ বিক্রি বৈধ বলে উল্লেখ করেন। ওইসব ফতোয়া আরব বিশ্বে কিছুটা হইচই ফেলে দেয়। মিসরের রিসালা স্যাটেলাইট চ্যানেলে তিনি অনেক বছর ধরে ইসলামি আইন ও বিধি, কুরআনের ব্যাখ্যা ও আধুনিক জিজ্ঞাসার জবাব দেন। আল আহরামের আরবি দৈনিকে তিনি নিয়মিত নিবন্ধ ও আধুনিক বিষয়ের ওপরও লিখে থাকেন। মিসরের রাজনীতি ও ইসলামি জগতে আলি গুমাহর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এক সৌদি কলামিস্ট বলেছেন, যদি কাতার কথা না শোনে তবে মিসরের রাবা'র পরিস্থিতি হবে। অর্থাৎ বর্তমান শাসকদের ক্ষমতা ছাড়তে হবে এবং থানি পরিবারের নেতাদের মুরসির মতো অবস্থা হবে। ২০১৩ সালে মিসরের রাবা'য় শত শত মুরসির সমর্থককে হত্যা করে মিসরের নিরাপত্তাবাহিনী। মানবাধিকার সংস্থা ১১৫০ জনকে হত্যা করা হয়েছে মর্মে রিপোর্ট পেশ করেছে। ১৪ আগস্ট ২০১৩ এক রাতেই ৮১৭ জনকে গুলি করা হয়। গুমাহ রাবা'র প্রতিবাদীদেরও ‘খারেজি’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং সিসির ব্যবস্থা গ্রহণকে সঠিক বলেছেন। তিনি বলেছেন, ‘যারা গুলি করে হত্যা করেছে, তারা দোয়া পাওয়ার উপযুক্ত।’ আন্দোলনকারীদের তিনি বলেন, ‘তারা মুনাফেক, এদের কাছ থেকে মিসরের সমাজকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে।’ মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী সিসি সরকারকে উচ্চকণ্ঠে সহায়তা দিয়ে অনেকের মতে তিনি ‘দরবারি আলেম’ খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

২০১৪ সালে যখন সিসি প্রেসিডেন্ট হন, তখন গুমাহ সিসিকে জোর সমর্থন জানান। অথচ সিসির সময়েই গণহত্যা, গণগ্রেফতার, গণফাঁসির রায়, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় যা মোবারকের শাসনকেও ছাড়িয়ে যায়। আধুনিক মিসরের ইতিহাসে এমন নজির পাওয়া যায় না। গুমাহ সিসির সমর্থনে টেলিভিশনে সিরিজ বক্তব্য প্রচার করেন এবং গুমাহর সহযোগীদের নিয়ে গণদোয়ার আয়োজন করেন। গুমাহ সিসি সরকারের নীতিকে শুরু থেকেই সমর্থন দিয়ে আসছেন। যেমন, ২০১৫ সালে দুইজন নিরাপত্তাকর্মীকে হত্যার জন্য ছয়জন মিসরীয়কে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। কিন্তু হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এই প্রমাণ হাজির করে যে, ঘটনার সময় তারা জেলের ভেতরই ছিল; তাই তাদের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। এই ছয়জনকে ফাঁসিতে ঝুলানোর কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। কিন্তু আলি গুমাহ ফাঁসির রায়কে যথাযথ ঘোষণা দেন এবং বলেন, ‘এরা দোজখের কুকুর’।

২০১৩ সালের আগস্টে মিসরের পুলিশ শত শত নিরস্ত্র মানুষকে পিটিয়ে আহত করে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। গুমাহ তখন নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যদের সমাবেশে বলেন, লাঠি ব্যবহার না করে এদের বিরুদ্ধে যেন বিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। তিনি আরো বলেন, যারা প্রটেস্টের সময় পাথর ছুড়েছে তারা ‘খারেজি’। সে মুসলিম ব্রাদারহুডের হোক বা যে-ই হোক। আর একজন খারেজিকে হত্যা করা অনুমোদিত। এমনকি পবিত্র মাসগুলোতেও খারেজিদের হত্যা করা যায়। তিনি ফেসবুকেও এসব বক্তব্য পেশ করেন।

> কাতারের বিরুদ্ধে বিষোদগারের জন্য সৌদি আরবও প্রখ্যাত আলেমদের ব্যবহার করছে বা আলেমরা এ বিষয়ে মতামত দিচ্ছেন। যেমন, মোহাম্মদ আল আরেফি, তার ১৭.৭ মিলিয়ন টুইটার ফলোয়ার রয়েছে। তিনি কাতারের অবরোধে সৌদি আরবকে সমর্থন দিয়েছেন।

ব্রাদারহুডকে সমাজ থেকে নির্মূল করার জন্য গুমাহ সিসি সরকারের সাথে কাজ করছেন। সিসি সরকার মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং প্রতিবাদী লোকজনকে জেলে পুরছে। এ কাজের বিভিন্ন ধারায় লোকজনকে জেলে পুরা ছাড়াও ইসলামি বিপ্লবী বইপত্র নিষিদ্ধ করা, ধর্মীয় রাজনীতির উত্থান বন্ধ করা, ব্রাদারহুড পরিচালিত শত শত মসজিদ বন্ধ করা, ব্রাদারহুড সম্পর্কিত ফান্ড ফ্রিজ করা, মসজিদের খুতবা নিয়ন্ত্রণে খুতবার কপি মসজিদে মসজিদে পাঠানো, রাষ্ট্রীয় সনদপ্রাপ্ত ইমামদের মাধ্যমে শুক্রবার মসজিদে খুতবা দেয়ার ব্যবস্থা করা, কারাজাভির মতো স্কলারদের কণ্ঠ রোধ করা ও নির্যাতন চালানো এবং গুমাহর মতো স্কলারদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি করা এসব কর্মসূচিতে রয়েছে। গুমাহর মতো আল আজহারের শেখ সাদ আল দ্বীন আল হেলালি বলেন, ‘সিসি যেন এক আল্লাহর রাসূল’ তিনি আরো বলেন, মুসলিম ব্রাদারহুড ‘একত্ববাদে’ বিশ্বাসী নয়। গুমাহর আরো অনেক সমর্থক আলেম সিসির প্রশংসায় কবিতা লিখে থাকেন, যেগুলো পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ব্রাদারহুড যদিও সব সময় শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। তবুও মিসরের সাম্প্রতিক রাজনীতিতে দেখা যায়, আলকায়েদা ও আইএস নতুন লোকজন সংগ্রহ করে বিভিন্ন সময়ে ২০১৩ সাল থেকে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ওপর মারাত্মক হামলা চালিয়েছে। এসব আক্রমণের জন্য ‘মিসরের সেনাদল’ নামে জেরুসালেম ও সিনাইয়ের সমর্থকগোষ্ঠী দায় স্বীকার করলেও সিসি সরকার সব দোষ মুসলিম ব্রাদারহুডের ওপরই চাপিয়ে দিচ্ছে। অথচ মুসলিম ব্রাদারহুড শুরু থেকেই ‘তাকফির’ ও ‘সন্ত্রাসবাদের’ বিরুদ্ধে তাদের লেখনীকে ব্যবহার করেছে।

কাতারের বিরুদ্ধে বিষোদগারের জন্য সৌদি আরবও প্রখ্যাত আলেমদের ব্যবহার করছে বা আলেমরা এ বিষয়ে মতামত দিচ্ছেন। যেমন, মোহাম্মদ আল আরেফি, তার ১৭.৭ মিলিয়ন টুইটার ফলোয়ার রয়েছে। তিনি কাতারের অবরোধে সৌদি আরবকে সমর্থন দিয়েছেন। আইজ আল ক্বারনি প্রখ্যাত আলেম, তার ১২ মিলিয়ন টুইটার ফলোয়ার রয়েছে। মিসরের অপর একজন আলেম আমর খালিদ যার ৯ মিলিয়ন টুইটার ফলোয়ার রয়েছে, তিনিও সৌদি জোটের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন। আমর খালিদ ২০০১ সালে টাইম ম্যাগাজিনের বিশ্বের সেরা ১০০ ব্যক্তির মধ্যে স্থান করে নেয়। তবে এরা কেউ আলি গুমাহর মতো চরমপন্থী কথা বলেনি। এদের টুইটে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, হারামাইন শরিফের খাদেমের আনুগত্য করা, এমন সব বক্তব্যই প্রচারিত হয়েছে। আরো জানা যায়, আল আরেফিকে টুইট করার জন্য দু'দিন ধরে চাপ দেয়া হয়েছে। তবু সবার টুইট দেখে তাদের কাউকেই ‘দরবারি আলেম’ বলা যাবে না।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, আলি গুমাহ যে বলেছেন, কাতার দুই বছর টিকবে এর কারণ কী; এসব কিছুই তিনি বলেননি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, সরকার পরিবর্তন বা জনরোষ এসব কোনো কারণ তিনি উচ্চারণ ও ব্যাখ্যা করেননি। তার বক্তব্য অনেকটা ব্যাখ্যাবিহীন ‘ফতোয়া’র মতো। একজন মুফতির পক্ষে এ ধরনের বক্তব্য প্রচার অযৌক্তিক, তিনি এমন বক্তব্য দিয়ে নিজের ভাবমর্যাদাকে ধুলায় নামিয়েছেন মাত্র।

***লেখক : অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব, বাংলাদেশ সরকার ও গ্রন্থকার***

# গণতান্ত্রিক রাজনীতির কাঁটা

## সৈয়দ আবুল মকসুদ

অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন এখনো বলবৎ আছে, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, কারণ এই স্বাধীন রাষ্ট্রে আইন মানতে সবাই বাধ্য নন। তা ছাড়া ঈদ-পরবর্তী পুনর্মিলনীতে চা-নাশতার এন্তেজাম অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় পড়ে না। সে চায়ের দাওয়াতও দু-চার শ লোকের জন্য নয়, অতিথি সাকল্যে জনা পনেরো। সে মেহমানও যেনতেন ব্যক্তিরা নন। একজন সাবেক রাষ্ট্রপতি, যিনি একটি রাজনৈতিক দলেরও প্রধান। অন্যান্য মেহমানও জাতীয় পর্যায়ের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। কারও সম্পর্কেই জঙ্গি সম্পৃক্ততার কোনো অভিযোগ নেই। তাঁরা সবাই ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। অতিথিদের একজন বীর উত্তম, মুক্তিযুদ্ধে যাঁর অবদান দেশের কারও চেয়ে কম নয়। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রায় সবাই কমবেশি দেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। আমন্ত্রণকারী স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একজন শীর্ষ নেতা। শুধু তা-ই নয়, তিনি আওয়ামী লীগের ১৯৯৬-২০০০ মেয়াদের সরকারের মন্ত্রী ছিলেন।

মেহমানদের কেবল কুশল বিনিময়ের পর্ব শেষ হয়েছে। বৈঠকখানায় পুলিশ। কারও ধারণা হলো তিনি ডিউটি করতে করতে পিপাসার্ত, তাই পানি খেতে এসেছেন। কিন্তু না, তা নয়। তিনি তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বার্তা বহন করে এনেছেন। তা হলো একটি হুকুম: ওখানে সভা করার পূর্বানুমতি নেই, তাই বৈঠক করা চলবে না।

সেদিনের নেতাদের আলাপ-আলোচনায় সরকারের পক্ষে-বিপক্ষেই যে কথা হতো তাই-বা সরকারের নীতিনির্ধারকেরা এবং গোয়েন্দারা আগাম জানলেন কী করে? অতিথিরা তাঁদের কৈশোর-যৌবনে দেখা সিনেমা নিয়েই হয়তো স্মৃতি রোমন্থন করতেন। কেউ কথা বলতেন হেমা মালিনী সম্পর্কে, কেউ বৈজয়ন্তীমালা, কেউবা আশা পারেখের অনুপম শারীরিক সৌন্দর্য কিংবা তাঁর পরনের ঘাগরা নিয়ে। আমরা ২৪ বছর পাকিস্তানি ছিলাম। সুতরাং সেকালের ফিল্মের কথাই-বা মনে থাকবে না কেন? মনোরম নীলো কিংবা সাবিহা বা মুশররাত নাজির–কারও রূপযৌবন কম নয়। শুধু লাহোর বা টালিউড-বলিউডের হৃদয় হরণকারীরাই নন, হলিউডের অনেক তারকার কথা আজও প্রবীণ অনেক নেতার স্মৃতিতে অম্লান। এলিজাবেথ টেলর কয়বার বিয়ে করেছেন এবং একজনকে দুবার সে কথাও ভোলার নয়। সোফিয়া লরেন, ব্রিজিত বার্দোত পৃথিবীর পুরুষদের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। সেসব নিয়েও আলোচনা হতে পারত, কিন্তু কথা শুরু হওয়ার আগেই আসে নির্দেশ: কথা বলার অনুমতি নেই।

প্রথমবার পুলিশ কর্মকর্তাকে বিদায় করা গেলেও, রাষ্ট্র সেখানেই থেমে থাকেনি। আবার কিছুক্ষণ পরে আসে হুকুম, 'তাড়াতাড়ি শেষ করেন'। ওদিকে তখন রান্না চুলায়। শেষ হতে আরও কিছু বাকি। তখন হয় গৃহকর্তার সঙ্গে পুলিশকর্তার বাহাস। রাতের খাবার না খাইয়ে তিনি এবং অতিথিপরায়ণ গৃহকর্ত্রী মেহমানদের কী করে বিদায় করেন? সুতরাং আরও কিছু সময়ের প্রয়োজন। যাহোক, রাষ্ট্র দয়াপরবশ হয়ে সে সময়টুকু দিয়েছিল। সম্মানিত অতিথিদের খুব বেশি অপমান করা হয়নি, তাঁরা কেউ গ্রেপ্তারও হননি।

যাঁরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তাঁরা সবাই আমার ঘনিষ্ঠ, কেউ কেউ বিশেষ বন্ধু। সবারই বয়স হয়েছে। এই বয়সে গুরুপাক খাদ্য ক্ষতিকর। তাই পোলাওয়ের পরিবর্তে সাদা ভাতই হয়েছিল। চিকেন প্রভৃতির সঙ্গে লইট্যা মাছের একটি আইটেমও ছিল বলে বন্ধুদের মুখে শুনেছি। গভীর উদ্বেগের মধ্যে খেয়েদেয়ে তাঁরা যখন বেরিয়ে যান, সেই বিদায়ের দৃশ্য মিডিয়ায় দেখেছি। একই সঙ্গে লোভ, ক্ষোভ ও হাসি এল। লোভ কিসের জন্য তা পাঠক অনুমান করতে পারেন, ক্ষোভ এতগুলো সম্মানিত ব্যক্তিকে অপমান করায় এবং হাসি বঙ্গীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি দেখে। মাঠে-ময়দানে সমাবেশ করতে দেবে না, সে ক্ষমতা সরকারের আছে, কিন্তু ঘরের ভেতরে বসে আলাপ-আলোচনার স্থায়ী অধিকার রাষ্ট্রের সংবিধান প্রতিটি মানুষকে দিয়েছে। সেই জন্মগত অধিকার হরণ করার অধিকার সরকারের প্রশাসনের, সংসদের এবং রাষ্ট্রের কারও নেই। তা যে নেই তা সংবিধান যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা জানেন। নিজের বাড়িতে শান্তিপূর্ণভাবে নিরাপদে বাস করা ও আলাপ-আলোচনার অধিকার সংবিধানের ৪৩ ধারা প্রদত্ত মৌলিক অধিকার। ম্যাজিস্ট্রেটের লিখিত নির্দেশ ও অনুমতি ছাড়া পুলিশ কারও ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। তল্লাশি করতে পারে না। মালামাল জব্দ করতে পারে না। পুলিশের কাজ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিকদের মানবিক অধিকার নিশ্চিত করা–লঙ্ঘন করা নয়। তবে কর্মকর্তাবিশেষকে এ জন্য দোষারোপ করা যাবে না। তিনি তাঁর ওপরওয়ালার নির্দেশ পালন করেছেন মাত্র।

তাঁর ওপরওয়ালা নির্দেশ পালন করেছেন আরও ওপরওয়ালার।

সেদিন যদি নেতারা ঘরের ভেতরে বসে সরকারের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তব্য দিতেন, তাতে সরকারের তিল পরিমাণ ক্ষতি হতো না। বাধা দেওয়ায় তাঁদের কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি, বিরাট ক্ষতি হয়েছে সরকারেরই। অতি উৎসাহী যাঁরা উত্তরায় অভিযান চালানোর বুদ্ধি বের করেছিলেন, তাঁরা সরকারের ও দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছেন। এমনিতেই ক্ষতিগ্রস্ত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, তার মধ্যে পুঁতে দিয়েছেন আরেকটি কাঁটা। বহুদিন এই কাঁটার আঘাত থেকে যাবে।

কয়েকজন খ্যাতনামা নেতাকে ঘরের ভেতরে চা-নাশতা বা রাতের খাবারের আয়োজনে বিপত্তি সৃষ্টি করার ঘটনাটি তখন ঘটল, যখন লন্ডনে বাংলাদেশের রাজনীতি ও গণতন্ত্র নিয়ে একটি সেমিনার হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের গুরুত্ব যদি মোটেই না থাকত, তাহলে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সরকারি দল অত অর্থ ব্যয় করে সেখানে গেল কেন? দেশে যখন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতারা এক টেবিলে বসেন না, বিদেশে গিয়ে বসা কতটা নৈতিক দিক থেকে যৌক্তিক? যেকোনো একটা উপলক্ষে লন্ডন সফর করা এক কথা আর দেশের রাজনীতি ও মানবাধিকার নিয়ে সেমিনারে অংশগ্রহণ অন্য জিনিস। তারপর সেখানে গিয়ে আলোচনায় অংশ না নেওয়ার নেতিবাচক দিকটি কি তাঁরা ভেবে দেখেছেন? ২০০৫ সাল থেকে যে সংগঠনের আয়োজিত সেমিনারে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করে আসছে, এবার তা বয়কট করার পেছনে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে, তা আয়োজক ও বাঙালিদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। সরকারি দলের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে।

আরেকটি ঘটনা। ঘটনাটি ছোট মনে হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রে তার অভিঘাত ছোট নয়। প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করতে ঘটনাটি খুবই সহায়ক। বিশেষ করে ধারণা দেবে কী ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে জনগণ ও সরকারি কর্মকর্তারা বাস করছেন। পঞ্চম শ্রেণির এক শিশুর আঁকা বঙ্গবন্ধুর একটি ছবি দিয়ে বরগুনার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) গাজী তারিক সালমন আগৈলঝাড়ার ইউএনও থাকার সময় স্বাধীনতা দিবসের আমন্ত্রণপত্র করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ওই ছবিটি একজন বঙ্গবন্ধুপ্রেমীর পছন্দ হয়নি। তা না হতেই পারে। সবার রুচি ও বিচার-বিবেচনা সমান নয়। ছবিটি 'বিকৃত' এই অভিযোগে ফরিয়াদি ইউএনওকে আসামি করে ফৌজদারি মামলা ঠুকে দিয়েছেন। বিজ্ঞ আদালত তাঁর বিরুদ্ধে সমন জারি করেন। তিনি বিচারকের এজলাসে হাজিরা দিতে যান এবং জামিন প্রার্থনা করেন। জামিন প্রথমে নাকচ হয়। তখন একজন সম্মানিত কর্মকর্তাকে পুলিশ সদস্যরা চুরি-ডাকাতি-খুনের আসামির মতো হাজতের দিকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যান। তা তাঁরা করেন নিয়ম মেনেই। কারণ, আসামি যদি দৌড়ে পালিয়ে যান অথবা তাঁর বন্ধুবান্ধব যদি তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যান, তখন সে দায় কে নেবে?

হাজতের ভাত কর্মকর্তাকে খেতে হয়নি। ঘণ্টা দুই পরেই একই বিজ্ঞ বিচারক তাঁকে জামিন দিয়েছেন। অমর্যাদা যা হওয়ার তা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে তাঁর। যিনি মামলা করেন তাঁর দেশপ্রেম, বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁর অপার ভালোবাসা, বর্তমান সরকারের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা–এ সবকিছুতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যে বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি আমলে নিয়েছেন তাঁর মেধা ও প্রজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন তোলার দুঃসাহসও আমাদের নেই। ফরিয়াদির বিজ্ঞ আইনজীবীদের জ্ঞান, নৈতিকতা ও বিচার-বিবেচনা সম্পর্কেও কারও সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের ভূমিকা কী? যিনি মামলা ঠুকেছেন একজন সম্মানিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে, তিনি একজন দলীয় ব্যক্তি এবং এ ধরনের ঘটনা এটিই প্রথম নয়। দলীয় লোকদের স্বার্থরক্ষা না হলেই সরকারি কর্মকর্তারা খারাপ। গত কয়েক বছরে বহু কর্মকর্তা সরকারি দলের লোকজনের হাতে অপদস্থ হয়েছেন। আতঙ্কিত মানুষের কাছ থেকে আনুগত্য আশা করা যায় না।

সরকারি কর্মকর্তারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, সরকারের নয়। তাঁরা বেতন-ভাতা পান রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে, কোনো দলের তহবিল থেকে নয়। তাঁদের নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেওয়া সব নাগরিকের কর্তব্য। ফরিয়াদি যে মামলা ঠুকেছেন তা স্থানীয় নেতাদের অজানা ছিল না। তাঁদের সমর্থন ছিল বলেই বিজ্ঞ আদালত বিচার ও শুনানির আগেই সাজা অর্ধেক দিয়ে দিয়েছিলেন। কোন অভিযোগে, কোন আসামিকে কী সাজা দিতে হবে বিজ্ঞ বিচারক তা বিলক্ষণ জানেন।

সরকার প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করবে, আবার দলীয় লোকদের দিয়ে তাঁদের অপদস্থ করবে, তাতে প্রশাসন সন্তুষ্ট থাকবে, সেটা মনে করার কোনো কারণ নেই। ওই কর্মকর্তার ব্যক্তিগত জীবনে ও চাকরিজীবনে অভিশাপ নেমে আসত, যদি না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বয়ং এবং সেতুমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ফরিয়াদির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ না দিতেন। সহিষ্ণুতা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভিন্নমত প্রকাশের মুখে কুলুপ এঁটে দিলে শ্বাসরোধে গণতন্ত্রের মৃত্যু হয়। গণতন্ত্রের গায়ে কাঁটা ফোটাতে, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে অসুন্দর ও কলুষিত করতে রক্তারক্তির মতো বড় ব্যাপারের প্রয়োজন হয় না, ছোট ছোট কিছু ঘটনাই যথেষ্ট। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবার–নীতিনির্ধারক ও কর্মকর্তা–সতর্কতা আবশ্যক।

***সৈয়দ আবুল মকসুদ: লেখক ও গবেষক।***

## আল-আকসা

# মেটাল ডিটেক্টর নিরাপত্তার জন্য নয়

## ডায়ানা বুতু

সেদিন হাজার হাজার ফিলিস্তিনি সবচেয়ে সহজ ও শান্তিপূর্ণ কাজ, অর্থাৎ নামাজ পড়তে এসেছিলেন। মুসলমান ও খ্রিষ্টান এবং তরুণ ও বৃদ্ধ ফিলিস্তিনিরা সেদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছেন। কারণ, আল-আকসা মসজিদের সামনে ইসরায়েলিরা নতুন মেটাল ডিটেক্টর ও ব্যারিকেড বসিয়েছে, যেটা পার হয়ে তাঁরা মসজিদ চত্বরে ঢুকতে রাজি হননি। ইসরায়েলি সেনারা অস্ত্র, স্টান গ্রেনেড, সাউন্ড বোম্ব, পানি কামান, টিয়ার গ্যাস প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে খুন করার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল। তারা সেটাই করেছে, সেদিন ইসরায়েলি সেনা ও সশস্ত্র আবাস স্থাপনকারীরা তিন তরুণ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে। আহত হয় ৪৫০ জনের বেশি মানুষ, তাদের মধ্যে অনেকের আঘাতই মারাত্মক। এমনকি ইসরায়েলি সেনারা ফিলিস্তিনের হাসপাতালে হানা দিয়ে আহত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছে।

ইসরায়েল দাবি করেছে, 'নিরাপত্তার' জন্য এই মেটাল ডিটেক্টর বসানো দরকার। কারণ, গত সপ্তাহে দুজন সশস্ত্র ইসরায়েলি কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। কিন্তু এই মেটাল ডিটেক্টর নিরাপত্তার জন্য নয়। বরং ইচ্ছাকৃতভাবে ফিলিস্তিনিদের এই মসজিদে ঢুকতে না দেওয়ার জন্যই এটা করা হয়েছে। এর বিপরীত ঘটনার উদাহরণ হিসেবে টেম্পল মাউন্ট ফেইথফুলের প্রতি ইসরায়েলের মনোভঙ্গির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। এই সংগঠনটি সম্প্রতি প্রকাশ্যে আল-আকসা মসজিদ ধ্বংস করে তার জায়গায় ইহুদিদের সিনাগগ নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে। অন্যদিকে ইসরায়েলি সরকার একদিকে 'ধর্মীয় স্বাধীনতার' নামে এই গোষ্ঠীকে অস্ত্র নিয়ে আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে ঢুকতে দিচ্ছে, অন্যদিকে তারা মুসলমানদের পবিত্র স্থান ধ্বংস ও ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্ন করার পক্ষে সমর্থন দিচ্ছে। এই গোষ্ঠীটি ১৯৯০ সালে আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে সিনাগগ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে গেলে যে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়, তাতে ২০ জন ফিলিস্তিনি মারা যায়।

ফিলিস্তিনিদের ধর্মীয় স্বাধীনতার দাবি বেশ অনায়াসে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলি সশস্ত্র বাহিনীর হস্তক্ষেপ ছাড়া নামাজ পড়ার অধিকার চেয়েছিল। এই মেটাল ডিটেক্টর বসানোর ব্যাপারটা যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে, সেটা হলো এর মধ্য দিয়ে ইসরায়েলিরা ঔপনিবেশিক কায়দায় ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ি, ধর্মীয় স্থান, সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন করে তাদের জায়গায় বসতি স্থাপনকারীদের বসাতে চায়।

ওদিকে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জেরুজালেমে সহিংসতা সৃষ্টি হতে দেখলে খুশিই হন। সাবমেরিন কেনা নিয়ে তাঁর দুর্নীতির তদন্ত হচ্ছে, তাই এই চুক্তি থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে তিনি সহিংসতার ওপর নজর দিচ্ছেন। বিষয়টা হচ্ছে ইসরায়েলে এই 'নিরাপত্তা' ব্যাপারটা ভালোই চলে। এতে যেমন ভোট পাওয়া যায়, তেমনি দুর্নীতির অভিযোগ দূরে সরিয়ে রাখা যায়। এটা পরিষ্কার যে কোনো ফিলিস্তিনি নাগরিকই চান না, তাঁদের পবিত্র স্থানগুলো সশস্ত্র দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রভূমি হোক। কিন্তু এই 'নিরাপত্তার' ছদ্মবেশে ইসরায়েল এটা নিশ্চিত করেছে যে ফিলিস্তিনিরা যেন নিজ ভূমে বন্দী হয়ে থাকে।

'নিরাপত্তার' অজুহাতে ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখল করে নিচ্ছে। এই 'নিরাপত্তার' নামে ইসরায়েল ফিলিস্তিনের কাছ থেকে চুরি করা ভূমিতে শুধু ইসরায়েলিদের বসতি স্থাপন করার সুযোগ দেয়। 'নিরাপত্তার' নামে ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর ও স্কুল জ্বালিয়ে দিয়েছে। আবার এই 'নিরাপত্তার' নামে ফিলিস্তিনিরা গাজায় অবরুদ্ধ হয়ে আছে, যেখানে তারা বিদ্যুৎ, পর্যাপ্ত চিকিৎসাসেবা ও পানির অভাবে দিনাতিপাত করছে। এমনকি তাদের সমুদ্রেও যেতে দেওয়া হয় না। ফিলিস্তিনিরা যখন ১৯৯০ সালে হেবরনে বারুচ গোলডস্টেইনের বন্দুকধারীদের গুলিতে মারা পড়েছে, তখনো তাদের নিরাপত্তা-বাড়াবাড়ির মধ্যে থাকতে হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, ইসরায়েল জেরুজালেমকে হেবরন বানাতে চায়, যেখানে ফিলিস্তিনিদের ঢোকার অধিকার থাকবে না, যাতে ইসরায়েলি নাগরিকেরা ফিলিস্তিনিদের চেয়ে বেশি অধিকার পায়। ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের মারতে থাকলে তাদের নিরাপত্তা দেবে কে?

অনির্বাচিত মাহমুদ আব্বাস ফিলিস্তিনিদের এই অধিকার দিতে পারবেন না। ফিলিস্তিনিদের যখন আল-আকসা মসজিদে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, তখন তিনি চীনে চার দিনের সফরে ছিলেন। আবার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও তাঁকে এই নিরাপত্তা দিতে পারবে না, যারা পারে শুধু হাত মোচড়াতে ও মৃদু স্বরে ইসরায়েলকে ভর্ৎসনা করতে।

অন্যদিকে ফিলিস্তিনিরা সাহসিকতার সঙ্গে নিজেদের রক্ষা করতে এবং অবস্থান ধরে রাখতে পারবে। যারা শুধু আল্লাহর কাছে মাথা নত করে, ইসরায়েলি নির্দেশনার কাছে নয়।

***অনুবাদ: প্রতীক বর্ধন, আল-জাজিরা থেকে নেওয়া।***

***ডায়ানা বুতু: ফিলিস্তিনি আইনজীবী।***

# রামনাথ কোবিন্দ ও রাজনীতির পাটিগণিত

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচ বছর আগে যদি বলা হতো, ভারতের নতুন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি সম্পর্কে কিছু লিখতে হবে, স্কুল বা কলেজের যেকোনো ছাত্র একটা গোটা পৃষ্ঠা ভরিয়ে দিত। পাঁচ দিন আগে যদি একই রচনা লিখতে বলা হতো নতুন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সম্পর্কে, হলফ করে বলতে পারি, অধিকাংশই সাদা খাতা জমা দিত।

এই সেদিন পর্যন্ত সত্যিই এতটা অপরিচিত ও অজ্ঞাত ছিলেন ভারতের চতুর্দশ রাষ্ট্রপতি এবং সে কারণেই বিজেপির পক্ষ থেকে যেদিন রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে রামনাথ কোবিন্দের নাম ঘোষণা করা হলো, সাধারণ মানুষজন তো বটেই, সাংবাদিকেরাও হুমড়ি খেয়ে শরণাপন্ন হলেন গুগলের। গুগলও কিন্তু সেই দিন বিশেষ কিছু দিতে পারেনি। তিনি উত্তর প্রদেশের মানুষ, দলিত, দুবার রাজ্যসভায় নির্বাচিত, কিছু সময়ের জন্য বিজেপির মুখপাত্র হয়েছিলেন, দলের তফসিলিবিষয়ক গ্রুপের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত হওয়ার আগে পর্যন্ত ছিলেন বিহারের রাজ্যপাল, এর বেশি গুগলের ভাঁড়ারে বিশেষ আর কিছুই ছিল না।

রাষ্ট্রপতি হওয়ার কল্যাণে এখন অবশ্য তাঁর নাড়ি-নক্ষত্র মোটামুটি সবার জানা। এখন আর কেউ সাদা পাতা জমা দিয়ে আসবে না।

কানপুর দেহাত জেলার যে গ্রামে কোবিন্দ পরিবারের আদি বসবাস, তার নাম পরাউখ। দলিত-প্রধান এই গ্রামে কোবিন্দর বাবার ভিটেটুকু ছাড়া কোনো জমি ছিল না। পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে রামনাথ ছিলেন সবার ছোট। জাতে তাঁরা কোরি। তাঁতি। কিন্তু তাঁত বোনার কাজ রামনাথের বাবা মাইকুলাল করতেন না। ছোট্ট একটা দোকান ছিল তাঁর আয়ের উৎস। মাটির ঘরে দু-এক বছর অন্তর নতুন খড় বিছানোর সাশ্রয়ও তাঁদের ছিল না। বর্ষায় তাই ঘরেও প্লাবন আসত। ছোট্ট রামনাথ দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করতেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে প্রথম যে ভাষণটা তিনি সেদিন দেন, তাতে এই ঘটনার উল্লেখ করে রামনাথ বলেন, এখনো যাঁরা বৃষ্টি-বাদলের দিনে এমন কাকভেজা ভেজেন, যাঁরা মাঠে-ঘাটে রুজি-রোজগারের চিন্তায় ঘোরেন, দিনান্তে দুটো রুটি পাওয়ার আশায় যাঁরা খেটে মরেন, তিনি সেই হাজার-লাখো রামনাথদেরই প্রতিনিধি হয়ে রাইসিনা হিলসের বাসিন্দা হতে চলেছেন।

হাকুচ দারিদ্র্য ছিল পরাউখ গ্রামে। একজনের ঘরেও সাইকেল ছিল না। রামনাথকে জুনিয়র স্কুলে পড়তে যেতে হতো ছয় কিলোমিটার দূরের খানপুর গ্রামে। ছয় ছয়ে বারো কিলোমিটার প্রতিদিন হাঁটা। এই রামনাথ পাঁচ বছর বয়সে মা-হারা হন। পরাউখ গ্রামের সেই মাটির বাড়িতে আগুন লেগেছিল। তাতে দগ্ধ হয়েছিলেন রামনাথের মা। পৈতৃক সেই ভিটেবাড়ি দলিত সমাজকে দান করে গ্রাম ছেড়েছিলেন রামনাথের বাবা। কুড়ি কিলোমিটার দূরের ছোট শহর ঝিনঝায় বাসা বেঁধেছিলেন। তারই এক এলাকা ওমনগরে রামনাথের চার ভাইয়ের এখন পাশাপাশি বাড়ি। ওটাই আপাতত কোবিন্দ পরিবারের ডেরা।

কানপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্যে স্নাতক হয়ে আইন পড়েন রামনাথ। আইন পাস করার পর সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষায় বসেন। পরপর দুবার অকৃতকার্য হওয়ার পর তৃতীয়বার তিনি পাস করেন। কিন্তু আইএএসের বদলে তাঁকে অ্যালায়েড সার্ভিসেসের জন্য পছন্দ করা হলে রামনাথ চাকরি নিতে অস্বীকার করেন। শুরু করেন আইনজীবীর জীবন। তবে তার আগে কিছুকাল তিনি কাটান সাবেক প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। মোরারজির ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করার পর একটানা ১৬ বছর দিল্লি হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী কৌঁসুলি। দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য যে 'ফ্রি লিগ্যাল এইড সোসাইটি' রয়েছে, তাতে নাম লিখিয়ে বিনা পয়সায় আইনি সহায়তা তিনি দিয়ে এসেছেন বহু বছর।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শাখা করলেও জনসংঘের রাজনীতি তিনি কিন্তু করেননি। বিজেপিতে তাঁর যোগদান সেই হিসেবে অনেক পরে। ৪৬ বছর বয়সে, ১৯৯১ সালে, রামমন্দির আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠেছে। উত্তর প্রদেশে বিজেপিতে সেই সময় দলিত মুখ খুবই কম। দলিত সমাজ তত দিনে কাঁসিরাম ও মায়াবতীকে কোল পেতে দিয়েছে। ওই অবস্থায় দলিত রামনাথকে বিজেপি পরপর দুবার বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করে। একবারও তিনি জিততে পারেননি। বিজেপিও আর তাঁকে প্রার্থী করেনি। কিন্তু দলের প্রতি ভালোবাসা, আনুগত্য এবং দলীয় নীতি ও আদর্শের প্রতি অবিচল থাকার কারণে ১৯৯৪ সালে বিজেপি তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠায়। দুই টার্মে ২০০৬ সাল পর্যন্ত রামনাথ রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। তারপর নয় বছর ধরে দিল্লির অশোক রোডের পার্টি অফিসে বসে যখন যেমন দায়িত্ব পেয়েছেন, তা সামলেছেন। দলের অন্যতম মুখপাত্রও হয়েছিলেন রামনাথ। কিন্তু মিডিয়ার মুখোমুখি হতেন না।

মুখরা একেবারেই ছিলেন না। বরং মুখচোরা। নিজেকে জাহির করার প্রবণতাও কেউ কখনো তাঁর মধ্যে দেখেনি। তাই মুখপাত্র হলেও মিডিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কোনো দিনই মুচমুচে ছিল না। দলের প্রথম সারির নেতা হলেও বিজেপিতে তিনি যেন ছিলেন 'কাব্যে উপেক্ষিতা ঊর্মিলা'!

প্রায় দুই বছর আগে ২০১৫ সালের ৮ আগস্ট নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহ যখন তাঁকে বিহারের রাজ্যপাল করে পাটনা পাঠালেন, বিজেপির অনেকের মনেও তখন এই প্রশ্নটা জেগেছিল, রামনাথ কোবিন্দ? কে তিনি? সেই প্রশ্ন আরও বড়ভাবে জেগে ওঠে মাসখানেক আগে। জাগার কারণও ছিল। কেননা, তত দিনে রাষ্ট্রপতি পদে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে খুবই জোরালোভাবে উঠে এসেছে ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল দ্রৌপদী মুর্মুর পাশাপাশি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের নাম। সুষমাকে নিয়ে মিডিয়াও তোলপাড়। তারা উৎফুল্ল। প্রণব মুখার্জির রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পরিচিতি রাষ্ট্রপতির অধিষ্ঠানকে যে উচ্চতা দিয়েছে, মিডিয়ার ধারণায়, একমাত্র সুষমাই তাঁর কাছাকাছি পৌঁছাতে পারেন।

কিন্তু ভারতীয় রাজনীতি চলে তার নিজস্ব ঢং ও যুক্তিতে। সেখানে যোগ্যতার চেয়ে জাতপাত ও ধর্ম-বর্ণের গুরুত্ব বেশি। প্রাধান্য পায় ব্যক্তির ভৌগোলিক অবস্থানও। তিনি উত্তর না দক্ষিণের, পুব না পশ্চিমের, সংখ্যাগরিষ্ঠ না সংখ্যালঘু, নারী না পুরুষ, বর্ণহিন্দু না দলিত-অনগ্রসর– এসবের বিচারই বড় হয়ে ওঠে। তাই পছন্দের তালিকায় উঠে আসেন রামনাথ কোবিন্দ। উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের ভারসাম্য বজায় রাখতে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে বেছে নেওয়া হয় অন্ধ্র প্রদেশের রাজনীতিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভেঙ্কাইয়া নাইডুকে।

কেন রামনাথ কোবিন্দকে বিজেপি দেশের প্রথম নাগরিক হিসেবে বেছে নিল, রাজনৈতিক দৃষ্টিতে তা বোঝা মোটেই বোধের অতীত নয়। দেশ ও বিশেষ করে উত্তর প্রদেশে একার শক্তিতে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিজেপির কট্টর হিন্দুত্ববাদী সত্তা যেভাবে দিকে দিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, গোরক্ষার নামে যেভাবে জাতিগত অশান্তি বেড়ে চলেছে, যা মোকাবিলা করার অদম্য রাজনৈতিক ইচ্ছা বিজেপির শাসকেরা এখনো সেভাবে দেখাতে পারেননি, তাতে যে দুই জনগোষ্ঠী সবচেয়ে চিন্তিত, উদ্বিগ্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত, রামনাথ কোবিন্দ সেই দুইয়েরই একটির প্রতিনিধি। দলিত। অন্যটি মুসলমান।

দলিত রামনাথ আবার সমাজের যে অংশের, সেই অ-জাটভ দলিতদের ২০১৪ সালে বিজেপি প্রথমবার মায়াবতীর মুঠো থেকে বের করে আনতে সফল হয়। দলিত সমাজে এই ভাগাভাগিটা বিজেপির কাছে বড়ই প্রয়োজন ছিল। অ-জাটভ দলিত ও অ-যাদব অনগ্রসরদের কাছে টেনে বিজেপি শুধু নিজেদের শক্তিই বাড়ায়নি, উত্তর প্রদেশের দুই প্রবল প্রতিপক্ষ বহুজন সমাজ পার্টি ও সমাজবাদী পার্টিকেও হীনবল করে দেয়। ২০১৯-এর জন্যও বিজেপি এই অঙ্কটা সামনে রেখে এগোতে চাইছে। অজ্ঞাত ও অপরিচিত রামনাথ কোবিন্দ তাই তাদের বহু চিন্তাভাবনার ফসল।

প্রশ্ন উঠবে, রামনাথ কোবিন্দকে ঘিরে আর্যাবর্তের এই পাটিগণিত আগামী দিনে ঠিকঠাক মিলে গেলেও দলিত সমাজের সামাজিক অবস্থানের সত্যিই কি কোনো গুণগত পরিবর্তন হবে? অভিজ্ঞতা বলে, না। পাঁচ হাজার বছরের বর্ণপ্রথা এখনো যেখানে প্রবলভাবে মাথা চাগাড় দেয়, দলিতকে রাষ্ট্রপতি করার মধ্য দিয়ে তার অবসান ঘটানোর চেষ্টা কষ্টকল্পিতই শুধু নয়, অতি সরলীকরণও বটে। মায়াবতী একবার-দুবার নয়, চার-চারবার উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তাতে তাঁর ব্যক্তিগত বৈভব বাড়লেও দলিত সমাজের ক্ষমতায়ন কতটা হয়েছে, তা তর্কসাপেক্ষ। নিজে জাটভ দলিত বলে অ-জাটভদের উন্নতির দিকে তাঁর বিশেষ নজর ছিল না। থাকলে অ-জাটভ দলিতেরা এইভাবে নরেন্দ্র মোদির দিকে আকর্ষিত হতেন না। কিংবা যাদব কুলপতি মুলায়ম সিং। যাদবকুলের বাইরে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হলে অনগ্রসর ভোট-ব্যাংকও এভাবে লুট হতো না।

এমন নয় যে এই প্রথম দেশের কোনো দলিত রাইসিনা হিলসের বাসিন্দা হতে চলেছেন। সেই কৃতিত্ব কবেই হাসিল করেছেন কে আর নারায়ণন। ১৯৯৭-২০০২ তিনি ছিলেন ভারতের দশম রাষ্ট্রপতি। প্রথম দলিত। তারপরও এ দেশে দলিত নির্যাতন থামেনি। রামনাথ কোবিন্দের আরোহণও পারবে না দলিতদের ব্রাত্যজনের তকমাটা টান দিয়ে ছুড়ে ফেলতে। ভারতের সমাজ ও রাজনীতি তার নিজস্ব গতি ও ছন্দ এখনো হারাতে শেখেনি। প্রতীক ও প্রতীকীর আড়ালে মুখ ঢাকাঢাকির ট্র্যাডিশন ও ঐতিহ্য তাই বিরামহীন চলছে। চলবেও।

*সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়: প্রথম আলোর নয়াদিল্লি প্রতিনিধি।*

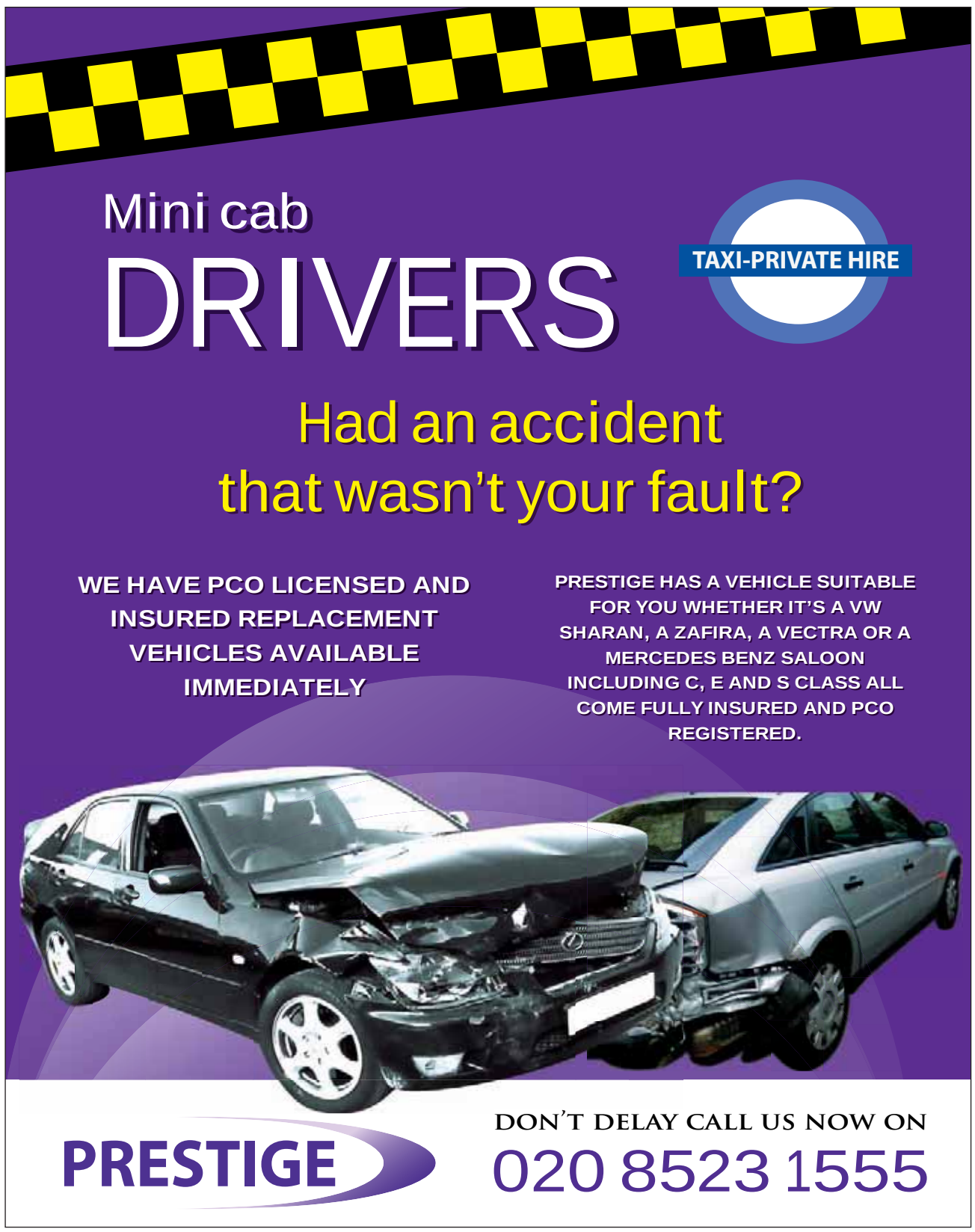

# Weekly Desh

● *Britain's largest circulation Bengali newspaper*

● *Out every Friday* ● *Free* ● *50p where sold*

**Syrians aren't just rebuilding an ancient mosque in Aleppo – they are rebuilding their community**

**Muslim feminist plans to open liberal mosque in Britain**

## Murdered Celine Dookhran was 'talented and loving daughter'

The family of murdered Celine Dookhran have described the 20-year-old as a "talented and loving daughter who brought them joy and happiness."

Ms Dookhran is alleged to have been kidnaped, raped and killed by Mujahid Arshid, 33.

Her body was found on 19 July in an unoccupied house in Kingston Upon Thames.

"We are proud of Celine for everything she had achieved", her family said in a statement.

"We were looking forward to seeing a loving, caring and innocent young girl fulfil her potential in life and carry on making us proud", her family added.

"We have sincere belief and full confidence that the perpetrators will face the full force of the law.

"We ask everyone to pray for both victims and their immediate families, and that the vile individuals involved face the full weight of justice upon them."

Mr Arshid, is also charged with the kidnap, rape and attempted murder of a woman in her 20s.

He will face trial in January 2018.

He appeared at the Old Bailey for a preliminary hearing alongside Vincent Tappu, 28, from Acton, west London, who is accused of kidnapping both women, on Wednesday.

The court heard that Mr Arshid wished to be known as Mr Hussain and a provisional trial date has been set for 17 January 2018.

The defendants were remanded in custody and will next appear at the Old Bailey for a plea and trial hearing on 11 October.

# Labour warns of 60% four-year rise in unqualified teachers

There are 24,000 teachers without formal teaching qualifications in state schools in England - an increase of more than 60% in four years.

It means that more than 5% of teachers do not have qualified teacher status.

Labour, which highlighted the figures in the annual school workforce survey, said the increase in unqualified staff was "threatening standards".

Head teachers' leader Malcolm Trobe said the use of unqualified staff reflected the wider teacher shortage.

A Department for Education spokesman said: "The number of teachers overall has risen by 15,500 since 2010 and the proportion of qualified teachers in schools remains high."

But the shadow schools minister Mike Kane said: "The government have completely failed in their most basic of tasks and are clearly relying on unqualified teachers to plug the gaps.

"There is nothing more important to a good education than excellent teaching. The Tories' failure on teacher recruitment is putting school standards at risk," he added.

Labour claims that if these 24,000 unqualified teachers had classes of average size of 25.5 pupils, it would mean more than 600,000 pupils being taught by teachers without qualified teacher status.

The figures show the number of unqualified teachers in 2012 had been 14,800. This had risen to 24,000 in 2016.

In terms of full-time equivalent posts, it means that 5.3% of teachers in 2016 were unqualified, compared with 4.9% in the previous year.

But about a fifth of those unqualified staff were working towards getting qualified teacher status (QTS).

A higher proportion of unqualified staff are in academies and free schools. In local authority secondary schools, 4.9% of teachers are unqualified, but in secondary sponsored academies there are 9.6%, and 11.3% in secondary free schools.

Specialist skills

Mr Trobe, leader of the ASCL head teachers' union, says this increase in unqualified teachers is linked to "recruitment difficulties" facing schools.

He says schools need to put someone in front of a class, and "there are not enough qualified teachers out there".

But he says that schools have always needed some staff with specialist skills - such as for vocational training - who might not have gone through a teacher-training qualification.

Independent schools have always been able to employ unqualified staff - and in 2012 a previous education secretary, Michael Gove, allowed academies more flexibility over unqualified staff.

This was to make it easier for schools to have lessons from people with particular skills, such as technology experts, sports tutors, musicians or linguists.

But it was opposed by teachers' unions who claimed it was a form of cost cutting and a lowering of professional standards.

Local authority schools still require teachers to have qualified teacher status, but there are exemptions such as specialist instructors, teachers trained overseas and trainee teachers.

Another former education secretary, Nicky Morgan, last year put forward plans that would have completely removed qualified teacher status.

But these proposals were reversed by the current Secretary of State for Education, Justine Greening, who has said she wants to strengthen QTS rather than end it.

"Some people have suggested that QTS might be scrapped or replaced with some vague notion of an 'accreditation'," she said in a speech earlier this year. "Let me be absolutely clear: not on my watch."

Ms Greening added: "Keeping and strengthening QTS is vital. This is not about removing school freedoms. But I believe that teachers should have the highest quality qualification and what I want to see is a QTS so well regarded, so strong that school leaders will naturally want all their teaching staff to have it.

**"Keeping and strengthening QTS is vital. This is not about removing school freedoms. But I believe that teachers should have the highest quality qualification and what I want to see is a QTS so well regarded, so strong that school leaders will naturally want all their teaching staff to have it.**

"QTS should be the foundation stone for the teaching profession to build on."

A Department for Education spokesman said that unqualified teachers included "some trainees working towards their professional qualifications as well as experts, such as leading scientists, sports people or musicians, who head teachers think can add value to individual lessons and enrich the learning experience for children".

## EU court upholds Hamas terror listing

The European Union's top court has ruled that the Palestinian Islamist movement, Hamas, should remain on the EU terrorism blacklist.

The EU originally listed the organisation as a terror group in 2001 in a move that froze its assets within the member states.

The decision was annulled on procedural grounds by an EU court in 2014, however, on the basis that there was insufficient evidence to maintain asset freezes and travel bans on Hamas. That court found the listing was based on media and internet reports rather than solid legal arguments, sparking outrage in Israel and Washington.

Following an appeal by Brussels, the European court of justice said on Wednesday the annulment by the lower court was wrong and must be reconsidered.

The Luxembourg court ruled that a decision by a competent authority was only required for an initial listing, with no such condition for subsequent retention.

The US classifies Hamas as a terrorist organisation, although in the UK it is not banned in its entirety. The Home Office's list of proscribed groups only includes its military wing, the Izz ad-Din al-Qassam Brigades, for their "aims to end Israeli occupation in Palestine and establish an Islamic State".

Hamas opposed the sanctions from the start, arguing it was a legally elected government and therefore had the right to conduct military operations against Israel.

Hamas has controlled the Gaza Strip since 2007 and fought three wars with Israel, the last in 2014 which caused massive destruction and left more than 2,000 dead.

# News

# Syrians aren't just rebuilding an ancient mosque in Aleppo – they are rebuilding their community

The crumpled heap of stones, all that is left of the minaret of the Great Mosque of Aleppo, asks questions of us all. How do we "restore" or "repair" or "rebuild" a jewel of Seljuk civilization from which millions of Muslims – perhaps even Saladin himself – were called to prayer five times each day for 900 years in one of the oldest cities of the world? I run my hands over these

But Mustafa Kurdi is the Great Mosque's reconstruction supervisor – and if energy alone could restore history, he is the man to do it. His hands move around him like construction equipment, as fast as the Bobcat earth-shifter carries rubble from the colonnades five hundred feet away, sandbags and stones and rotting food bags, the detritus of war. "We are preparing now to bring the

Russia's recalcitrant province has much to do with the Aleppo mosque these days. Chechnya's chief mufti, Salakh Mezhiyev, arrived here to lead prayers for a delegation of Chechen officials. The Kadyrov Foundation, run by the family of Ramzan Kadyrov, the rebel-turned-loyalist Chechen leader, is apparently funding the reconstruction of the Aleppo mosque for

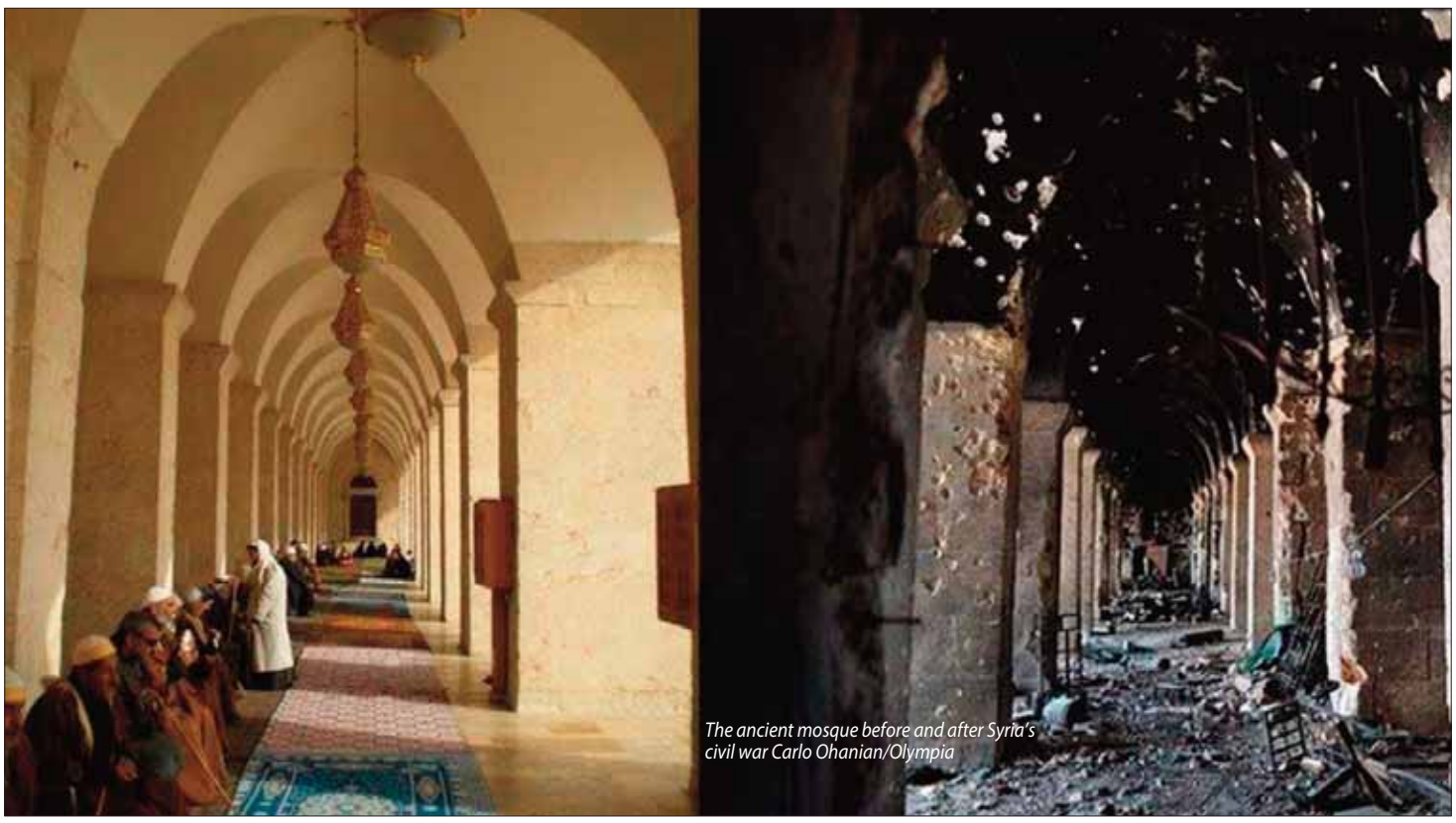

*The ancient mosque before and after Syria's civil war Carlo Ohanian/Olympia*

great blocks of masonry, chipped, gashed, some perhaps reusable, others hopelessly broken, fitted together with infinite care in 1090, less than 25 years after the Battle of Hastings. I notice others doing the same.

Mustafa Omran Kurdi has a face so deeply lined and expressive that it might be a map of ancient Aleppo, marks of mourning for both his lost brother and for the minaret of the mosque also known as the Ummayad. The Syrian war has destroyed other shrines, religious and profane. Isis blew up bits of Palmyra, the Syrian army and its enemies fought each other in the glorious souks of Homs and Aleppo. The Syrians say the rebels destroyed the Aleppo minaret, just as the Iraqis blame Isis for detonating the "leaning" minaret of Mosul. The Islamist cultists of Aleppo and Mosul, of course, both blame their opponents; rare indeed is it that the Iraqi regime and the Americans and the Syrian regime end up on the receiving end of the same accusation.

Given the surviving eyewitnesses in Aleppo, the Ummayad seems to have collapsed during a storm of shellfire, although several soldiers and civilians close to the structure say they felt the vibration of its fall when the rest of the city lay in momentary silence. The rebels of the time dug deep beneath the streets of Aleppo to advance their forces and dynamite their opponents. Did they simply undermine the Ummayad minaret in the north-west corner of the mosque? It wouldn't have taken much of a vacuum amid the underground foundations to shift this gentle, 114-foot high stone creature off balance. The stones are covered today in a benevolent white dust, untouched since they fell more than two years ago. The dust clings to your hands. You can't do much with dust.

equipment to move the stones of the minaret and put them together and start to build as close as possible as the original minaret was," he says. "Maybe some of the stones cannot be used again because they are broken. We shall have to find new stones from perhaps other old sites. If needs be, we can make new stones look like old ones. This is a vast task but we consider our main work is the rebuilding of the minaret."

The black and white geometrical stone concourse of the mosque has largely survived, and although Kurdi and his men were forced to wall up part of a colonnade temporarily and support two collapsing pillars with iron bars, much of the structure is – dare one use the word? – "restorable". There are wicked bullet gashes in the magnificent bronze chandeliers with their Koranic script in the colonnade, and stone walls pitted with holes crueller than any smallpox epidemic would leave on the human face. Once, this had been a pagan temple and then a Roman basilica, a Byzantine church – the pattern is familiar in Syria's heritage – and then, under the Ummayads in 715 AD, a mosque.

Is there, perhaps, some comfort in the knowledge that the destruction of the Aleppo Great Mosque and its minaret is a recurring feature of ancient history? It was constantly attacked, restored after fire in 1159 by Nureddin and then totally destroyed by the Mongols in 1260. But we are supposed to be better than the Mongol hordes. Besides, there are fewer caliphs to provide the money for such work in the 21st century. And thus we come to the mysterious generosity of Chechnya.

All who work on the mosque say they have heard of this. None admits any contact with Chechens. It's all up to the Syrian Ministry of Religious Affairs, they say. But

£5.5m within one year – a snip if you believe the figures which, according to more architecturally-minded foreign experts, is far less than half the money needed for restoration. But, needless to say, it makes Russia look good. If Moscow can destroy Syria, as the Americans claim, it can also help to rebuild it. Russian reports that the Kadyrov Foundation publishes no financial data save for a 2015 asset statement of £19m – and that Chechens are forced to subscribe to the Kadyrov projects from their earnings – have not made their way into the Syrian press or television.

**There is no doubt where Kurdi places the blame. "It is all these fighters who attacked this place. How can you make people leave their houses and their homes? I myself left my home in the Saef al-Dowla area and didn't know where to go. Why did the militias attack our houses and our homes? Islam says you are forbidden from entering a home without permission.**

It is happier to return to Mustafa Kurdi and his love of the Great Mosque. "When we first entered the mosque [after the fall of eastern Aleppo last winter], the library of the mosque was full of stones and debris and pieces of iron and broken wood," he says. "We have now cleared 95 per cent of this. Aleppo University made a three-dimensional topographical survey of the sites and the eastern colonnade is now under repair. This will open the way to the eastern souk. You must understand that the difficulty of all this is heritage, historical 'value'. This is a living structure – a place to pray – and you cannot leave it in this condition. If my house looked like this mosque, I would not live in it."

But Kurdi's argument is more subtle than it might seem. "We have the materials and the experience in dealing with damage of this sort but we must remember that when the mosque is restored, everything else will return – not only those who pray but people shopping who stop in the colonnades to rest – because the mosque is the heart of this area. This is not just a religious symbol. It is a social place, part of our culture."

He was at home in western Aleppo, he says, when he heard of the minaret's collapse. "My wife's tears ran down her face," he says. "Later, these past few months, I saw young people of 16 or 17 come here to learn what happened. Some of the older people were crying. The younger ones were silent. I used to bring my daughter here when she was much younger – she was only eight or nine years old when this happened, but now she says, 'I remember this place.'"

There is no doubt where Kurdi places the blame. "It is all these fighters who attacked this place. How can you make people leave their houses and their homes? I myself left my home in the Saef al-Dowla area and didn't know where to go. Why did the militias attack our houses and our homes? Islam says you are forbidden from entering a home without permission. And this mosque is more important than that. After four days, I left my home in Saef al-Dowla with only the clothes I was wearing."

By chance, I was in Saef al-Dowla on the very day that Kurdi fled his home. I don't remember him, but I saw other men and women leaving their homes and asking the soldiers there if they would be protected if they stayed. Gunmen were attacking the soldiers too. It was a middle class area, now back under government control, although Kurdi's imprecations about "entering a home without permission" did raise other questions in one's mind. Should these same Islamic instructions not also apply, for example, to the state security police? This was not a question which Mustafa Kurdi asked. He took his family to his aunt's home in western Aleppo, originally living in just one room. "We all lived there. Then my brother one day went to see our mother and on the way to her a bullet hit him and he was killed and he left four children."

And each child's soul, surely, was worth more than a mosque. No, this was not a question to ask Mustafa Kurdi. "We need a soul," he said. "When Aleppo is rebuilt, it will be because of the love of its people. I have seen people in the destroyed streets putting chairs in front of their shops today, even though the shops have been destroyed. They gradually clean everything away. Aleppo will be rebuilt by its people. We need to see Aleppo again – all of it, because otherwise we will go on missing it. A poet once wrote that the 'spirit of eagerness to see' was sufficient for one person in just a glance at a city – but that for those who live there, even if we look constantly at it, it is not enough."

# News

# Muslim feminist plans to open liberal mosque in Britain

A Muslim feminist who founded a liberal mosque in Berlin, triggering death threats and fatwas, is planning to open an inclusive place of worship in the UK, saying a revolution in Islam is under way.

Seyran Ateş, a Turkish-born lawyer and human rights campaigner, visited London this week to investigate potential sites for a liberal mosque open to men, women and LGBT Muslims on an equal basis, and people from all strands of Islam.

She hopes to establish such a mosque within a year, and says her aim is to create similar places of worship in every European capital.

"I'm not alone with this idea. It is a movement, it's a revolution," she told the Guardian. "I may be the face of the liberal mosque, but I alone am not the mosque. We have millions of supporters all over the world."

However, the opening of the Ibn Rushd-Goethe mosque, in a space rented from a Lutheran church in Berlin last month prompted a hostile reaction from conservative Muslims in Europe, Egypt and Turkey.

Ateş received death threats via social media and was told "you will die" during a street confrontation. Egypt's Dar al-Ifta al-Masriyyah, a state-run Islamic body, declared the mosque's principles incompatible with Islam. The legal department of Cairo's al-Azhar University issued a fatwa against liberal mosques.

Turkey's main Muslim authority, Diyanet, said the mosque was an experiment "aimed at nothing more than depraving and ruining religion".

*Seyran Ateş, a Turkish-born lawyer and human rights campaigner*

Ateş, 54, who has had police protection since 2006, was forced to step up her personal security. The itinerary of her two-day trip to London was unpublicised, and she was accompanied by close-protection officers. Asked if she feared for her life, she said: "Yes, a little bit. I could be in danger. People recognise me."

Although the Berlin mosque was crowded on its opening day, numbers dwindled following the death threats. "It made people afraid to come," said Ateş. But, she added, 95% of emails she had received since the opening of the Berlin mosque were supportive.

"There are more and more people wanting to break the chains. In many countries you can find people who are practising what we're doing, but they are doing it under cover, privately," she said.

"Liberal and secular Muslims are squeezed out by radical Islam, so they decide to be silent. It's not so easy for liberal Muslims to be 'out'. It's like being homosexual. They are tarnished as the 'enemy of Islam'."

The Berlin mosque took eight years to establish, "but I think now things will go faster," said Ateş. She is planning to open a second liberal mosque in Freiburg by the end of the year, and is working closely with other progressive Muslims, including Ani Zonneveld, a female imam based in Los Angeles, Shirin Khankan, a Danish woman and imam who opened a female-led mosque in Copenhagen last year, Ludovic-Mohamed Zahed, an Algerian-born gay imam based in Marseille, and Elham Manea, an expert in sharia law based in Zurich.

Ateş said in the UK there was a particular need for liberal Islam because sharia courts were permitted to operate. "Sharia is a war against women's rights, nothing else," she said. "The UK has helped Islamists to bring women under Islamic sharia law and its patriarchal structures."

Ateş also takes a tough line on headscarves. When she opened the Berlin mosque, she said women wearing burqas or niqabs would not be admitted. She has since compromised: women must show their faces to her or other female leaders at the mosque but then will be given the option of replacing their head coverings. However, no woman wearing a niqab or burqa has as yet come to the mosque.

"There is no Islamic requirement [to cover one's head]. There is no theological argument even in the most conservative interpretation of the Qur'an," she said.

The hijab, niqab and burqa represented the sexualisation and subjugation of women, she added. "It's men saying, 'I cover her because she is my property.'

"In Germany more and more women are veiled. You see children of four or five wearing headscarves. Women in north Africa are fighting not to wear the hijab while western women are fighting to wear it. I'm on the side of women worldwide who don't want to be veiled."

The Berlin, Freiburg, London and other liberal mosques will be open to Muslims from all sections of Islam, such as Sunni, Shia, Alawi and Sufi.

Ateş is also gathering support for a European citizens' initiative on extremism, including Islamophobia and antisemitism. She needs a million signatures from at least seven EU member states to oblige the European commission to consider a request for legislation "to prevent the adverse consequences of extremism".

"We're confident of getting the signatures; it's a snowball," she said. The proposal was liberal, aimed at protecting all religions, and was pro-women's rights, she added.

She is hoping to gather 100,000 signatures from the UK. "You are still part of Europe, you still have responsibility. Even when you have your Brexit, you will still be part of Europe."

Ateş is supported in her efforts to found an inclusive mosque in the UK by several members of the House of Lords. David Pannick, a human rights lawyer and crossbench peer, said: "Seyran Ateş should have the support of all who believe in freedom of religion. It is sad that those who take advantage of freedom of religion for themselves are so reluctant to grant it to others."

The Labour peer Kamlesh Patel said he also supported Ateş's "push for inclusivity and the freedom of choice in worship".

# Campaign to avoid confusion over new GCSEs

Nearly £400,000 has been spent in a bid to avoid public confusion over a new system for the way GCSEs are graded in England.

From this summer, GCSE results will begin switching from letter grades such as A* or G to a numerical system, with 9 the highest grade.

The government wants to "promote understanding" of the new grades.

The exams watchdog Ofqual says explaining the new system to the public is "essential".

In a parliamentary written answer, ministers revealed that more than £380,000 would be spent on information for students, parents and employers about the new 9 to 1 grades.

'Vanity project'

This summer will see pupils getting their English and maths results in numerical grades, with other subjects to convert over the next few years.

It will end letter grades for GCSEs, used since the 1980s and before that for O-levels since the early 1950s.

This switch will apply only in England, with GCSEs awarded in Wales and Northern Ireland to retain their letter grades.

The question about spending on the new format was asked by Labour's former shadow education secretary, Lucy Powell.

She warned that the changes could cause "chaos and confusion" and labelled the switch to number grades as an "expensive vanity project".

"With just weeks to go before GCSE results are announced, parents, business and pupils remain unclear on what these new GCSE grades mean in practice," she said.

How will the new GCSE grading system work?

Ofqual advice on the new grading system

Department for Education explains changes to GCSEs

The new grading system is intended to send a signal that these are a different type of GCSE, moving away from coursework and modules to results based on final exams.

But there have been warnings over confusion in what will constitute a pass in the new grading arrangements.

There are going to be two different pass grades - a grade 4 as a "standard" pass and a grade 5 as a "strong" pass.

Universities which can require a pass at maths and English GCSE as a requirement have varied in which "pass" they are accepting.

Head teachers' leader Malcolm Trobe said pupils had a good grasp of the new grading system but he thought parents would be less well informed and that employers would be even less aware of the changes.

'Colossal' cost

Professor Jo-Anne Baird, director of the department of education, St Anne's College, University of Oxford, said the cost of the information campaign had been a "drop in the ocean" in the wider costs of exam changes.

"The costs of the examination reforms have been colossal and it is questionable whether it has been worthwhile," said Prof Baird.

"Our examination system is in a perpetual state of reform, caused by different ministers wanting to put their stamp on the system."

A spokesman for Ofqual said 600,000 students would have taken the new GCSEs this summer and it was "essential to communicate these changes to a wide audience, including students, teachers, parents and employers".

"The money has been spent on the development of original films, which have been viewed around 10 million times, as well as printed materials and social media advertising.

"Independent research conducted on our behalf indicates that understanding of the new grades and the reforms has increased as a result of the work we have done."

# Feature

## South African child 'virtually cured' of HIV

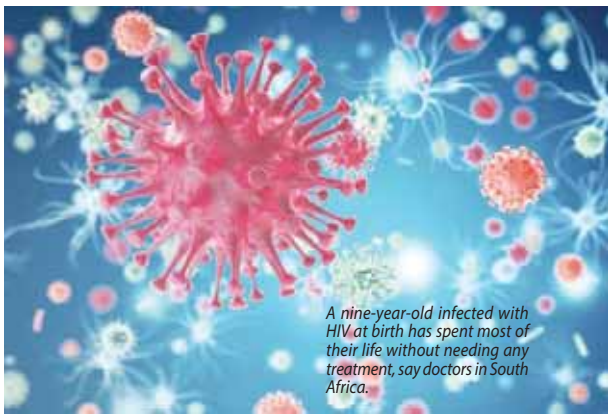

A nine-year-old infected with HIV at birth has spent most of their life without needing any treatment, say doctors in South Africa.

The child, whose identity is being protected, was given a burst of treatment shortly after birth.

They have since been off drugs for eight-and-a-half years without symptoms or signs of active virus.

The family is said to be "really delighted".

Most people need treatment every day to prevent HIV destroying the immune system and causing Aids.

Understanding how the child is protected could lead to new drugs or a vaccine for stopping HIV.

The child caught the infection from their mother around the time of birth in 2007. They had very high levels of HIV in the blood.

Early antiretroviral therapy was not standard practice at the time, but was given to the child from nine weeks old as part of a clinical trial.

Levels of the virus became undetectable, treatment was stopped after 40 weeks and unlike anybody else on the study - the virus has not returned.

Early therapy which attacks the virus before it has a chance to fully establish itself has been implicated in child "cure" cases twice before.

The "Mississippi Baby" was put on treatment within 30 hours of birth and went 27 months without treatment before HIV re-emerged in her blood.

There was also a case in France with a patient who has now gone more than 11 years without drugs.

Dr Avy Violari, the head of paediatric research at the Perinal HIV Research Unit in Johannesburg, said: "We don't believe that antiretroviral therapy alone can lead to remission.

"We don't really know what's the reason why this child has achieved remission - we believe it's either genetic or immune system-related."

'Virtual cure'

Some people are naturally better at dealing with an HIV infection - so-called "elite controllers". However, whatever the child has is different to anything that has been seen before.

Replicating it as a new form of therapy - a drug, antibody or vaccine - would have the potential to help other patients.

It is worth noting that while there is no active HIV in the child's body, the virus has been detected in the child's immune cells.

HIV can hide inside them - called latent HIV - for long periods of time, so there is still a danger the child could need drug treatment in the future.

The team in Johannesburg performed the study alongside the UK's MRC Clinical Trials Unit.

'One child'

Prof Diana Gibb, who is based in London, told the BBC News website: "It captures the imagination because you've got a virtual cure and it is exciting to see cases like this.

"But it is important to remember it is one child.

. Injections are 'next revolution' in HIV, study finds

. Hunt for HIV cure turns to cancer drugs

. Aids deaths halve as more get drugs

"HIV is still a massive problem around the world and we mustn't put all our eyes on to one phenomenon like this, as opposed to looking at the bigger issues for Africa."

Worldwide, 36.7 million people are living with HIV and only 53% of them are receiving antiretroviral therapy.

Dr Anthony Fauci, the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, said: "Further study is needed to learn how to induce long-term HIV remission in infected babies.

"However, this new case strengthens our hope that by treating HIV-infected children for a brief period beginning in infancy, we may be able to spare them the burden of lifelong therapy and the health consequences of long-term immune activation typically associated with HIV disease."

The results are being presented at the IAS Conference on HIV Science.

# NHS pilot scheme taps into skills of refugee doctors

A pioneering scheme that aims to harness the skills of refugees fleeing conflict and unrest in their home countries could help boost health services in north-east England.

Middlesbrough has the highest number of asylum seekers in the UK. Around one in every 186 people in the town is seeking refugee status, well over the government guidelines of no more than one in every 200 of the local population.

But many of the refugees are skilled professionals such as doctors or pharmacists, skills that happen to be in short supply in the area.

I have been to meet the foreign doctors who are participating in the scheme. Unable to practise their profession at home, they are embracing the opportunity to use their skills in an understaffed NHS.

Rouni Youssef, 27, picks up a patient's notes from the trolley outside the curtained cubicle and begins to thumb through the details.

"Interesting," he mutters to himself. "I think we should do an MRI."

I ask him what the day ahead on the hospital ward is looking like but Dr Youssef does not hear me. He is focused on the medical details before him, his eyes flicking feverishly over the scans like a sleuth over clues.

"Maybe some kidney malfunction here," he says.

Dr Youssef is polite and friendly towards me but I know I am holding him back from what he would rather be doing. It is, after all, what he has dreamed of doing all his life and what he has spent so many years training to do.

"I'm a Kurd from Aleppo," he shrugs. "And I'm a medical doctor but it just became too unsafe to stay in Syria and in 2014, I had to flee.

"I ended up here in Middlesbrough with nothing: no friends, no family and no career. I couldn't be a doctor any more. You can't imagine how that feels. It was like someone had cut off a body part.

"I was nothing and I had to start from scratch."

But thanks to the scheme run by the North Tees and Hartlepool NHS Trust and a refugee charity called Investing in People and Culture, Dr Youssef once again is sporting a stethoscope around his neck.

He is currently on an unpaid clinical placement at the University Hospital of North Tees but he has just taken the second part of his Plab exams (an assessment conducted by the General Medical Council which all overseas doctors from outside the EEA must pass before they can legally practise medicine in the UK). If he passes, he will start applying for jobs in September.

"I'd love to be a consultant paediatrician," he admits shyly. "Babies are such dear little creatures - they're like angels, you know?"

Dr Jane Metcalf, deputy medical director at the hospital, pops down to the ward to find out how his latest exams have gone.

Refugee doctor Rouni Youssef with his mentor Dr Sue Jones and an elderly patient

She describes the Resettlement Programme For Overseas Doctors as primarily a humanitarian project to get skilled healthcare professionals back into practice but she also admits that, since the North East has a shortage of qualified doctors, it is also in the trust's interests to use their refugee resources.

The current scheme comprises 11 doctors and one pharmacist, from Syria, Afghanistan, Iraq, Iran, Yemen, Sudan, Pakistan and the Congo.

"It's a win-win situation," Dr Metcalf explains. "Although the training is rigorous, the cost is low... to help the doctors through their exams and English tuition it's about £5,000 per doctor and when you compare that to the £250,000 it takes to train someone in the UK through medicine, it's pretty cost-effective.

"If we can get doctors like Rouni back into practice within a year that would be a tremendous achievement."

The biggest hurdle for the doctors though is passing the extremely high level, but requisite, English exam.

In an upstairs room at Middlesbrough library, the other doctors on the pilot scheme are learning about the inappropriate use of colloquial English in the written form.

Everyone is grumbling about the finicky example on the white board which, despite being a native speaker and having a university degree in English, even makes me pause for thought.

Eli, a GP from Congo, has had a long and difficult battle to win refugee status and was unable to join the scheme until his asylum papers were granted. While waiting however, he volunteered for the Alzheimer's Society and is now determined to work in geriatric medicine.

"We are refugees, yes," he smiles. "But we are doctors too. We don't take this opportunity for granted. Before this programme we had no road, no route. Now we have hope again. And we can give something back."

Ahmad, from Afghanistan, was just months away from completing his medical training as a specialist in paediatric orthopaedics when his life was threatened by the Taliban, forcing him and his family to flee Kabul.

"Now I'm optimistic for the future," he says. "I know that one day soon I will practise my passion again."

Outside the library I meet Bini Araia, founder of Investing in People and Culture, the charity working in partnership with North Tees and Hartlepool NHS Trust. He tells me that before the scheme's existence, many of the refugee surgeons and doctors, under pressure from their local job centre, were resigned to a life in the UK working in factories, garages or supermarkets.

"But we have a ready-made skill set!" he tells me. "And it's great to show with this programme that refugees can benefit UK society."

Back on the ward at the hospital, there are no "baby angels" for Dr Youssef to treat today. Instead, his mentor, consultant physician Dr Sue Jones, asks him to join her as she examines an elderly patient who has been complaining of acute hip pain. Dr Youssef jogs eagerly to the patient's bedside.

"Well hello sir!" he beams. "And how are you feeling today? Is it really true you're 101?" He squats down and holds the man's hand, joking with him and reassuring him. I catch Dr Jones's eye. "Isn't he impressive?" she mouths delightedly.

Dr Metcalf wants to encourage other NHS trusts to implement the resettlement scheme for refugee doctors, something Dr Youssef welcomes.

"When I first walked back on to the ward," he remembers, "it felt like I had been fasting for 18 hours and then someone gave me a sip of cold, delicious water."

We walk together to the Rapid Assessment clinic.

"I want to be a doctor here in Middlesbrough," he continues, "because the people are so friendly." Then he grins."But the local accent here, it's a bit, um, fresh, isn't it?"

News

# How Gaza was made into an unlivable place

## What is it like to live in a place with a few hours of electricity a day and eight hours of water every four days?

Gaza and Tel Aviv lie only 75 kilometres apart from each other. They share the same sandy topography and the same intensely hot Levantine summers. But the similarities largely end there. Any recent satellite image taken at night over the eastern Mediterranean would show an incandescent blaze for Tel Aviv, and only wan pinpricks of light further down the shore in Gaza.

Gaza is in the third month of an externally enforced reduction of its already meagre electrical power supply. The enclave of two million people would ordinarily require about 450 megawatts (MW) of electricity daily for around-the-clock power. However, over much of the past decade, as part of the tight Israeli blockade of Gaza, its power supplies have fluctuated around 200MW, resulting in persistent blackouts. But over the past several months, according to the Israeli human rights organisation Gisha, Gaza's supply each day has varied from 140MW to an all-time low of 70MW, lengthening the blackouts and the human suffering. The immediate cause of the power crisis lies with the dispute between the Palestinian Authority (PA) and Hamas over fuel taxation. This prompted the PA to request the Israel reduce the 120MW it sold daily down to around 70MW, and Israel has complied.

*Palestinians gather in front of the gate of Rafah border crossing between Egypt and Gaza during a protest*

A second source of electricity is Gaza's sole power plant, which can only produce 50-55MW daily (on those occasions when it has been able to import fuel from Egypt). The power plant was badly damaged by Israeli bombings in 2006 and again in 2014, and Israel has restricted the entry of replacement parts into Gaza. If the plant was fully operational, it could produce around 140MW.

The third supply source for power to Gaza comes from Egypt, which provides around 28MW daily, although there are ongoing disruptions to its availability. And the fourth source is individual solar panels and generators, which are available only to the well-off.

The social consequences of this extraordinary power crisis are severe. Households without access to generators or solar panels - which is most of Gaza - have between 4-6 hours of electricity at the best of times, followed by 12-16 hours of blackouts. Hospitals rely on over-extended generators, and have to ration power. Workplaces are shuttering. More than 100 million litres of untreated sewage spills daily into the Mediterranean, fouling the beaches and the fishing grounds. Food must be bought daily and consumed quickly. Internet service - for almost all Gazans, their only link to the outside world - is spotty. And there is little available power for air conditioning and fans to combat the sweltering summer heat.

The background to the Gaza crisis

The United Nations Country Team in the occupied Palestinian territory recently released an incisive report on Gaza (PDF), focusing on the humanitarian impact of Israel's 10-year blockade and the internal political divisions among the Palestinians. Its findings are bleak: Gaza's impoverishment is entirely the product of human decisions, and not the fate of nature.

The year 2007 was ground zero for Gaza. In July of that year, Israel imposed its comprehensive blockade on the Strip, and declared it to be an "enemy entity". Life before 2007 in Gaza was already very difficult, but now it has become harsh and unremitting. Gaza, which was once said to be the future "Singapore of the Middle East", has become a metaphor for immiseration.

According to the UN report, between 2006 and 2016, Gaza's real gross domestic product (GDP) per capita declined by 5.3 percent, while it grew in the occupied West Bank by 48.5 percent. Poverty has increased from 30 percent of the population in 2004 to around 40 percent today. Gaza suffers from one of the highest unemployment rates in the world, at 41 percent by the end of 2016. Over 60 percent of Gazans between 20-24 years old are without work, and the unemployment rate for women between 2006 and 2016 increased sharply from 35 percent to 64 percent. More than 60 percent of the population in 2017 was partly or wholly dependent on humanitarian assistance. According to other reports, gender-based violence, divorce rates, suicide and drug use are all on the rise.

Gaza's traditional economic sectors are withering. Agriculture, forestry, fishing and manufacturing have all declined in economic size, and the principal source of growth, tragically, has come from the reconstruction of the neighbourhoods destroyed during the three conflicts with Israel over the past nine years.

Israel controls what leaves and enters Gaza, with the average number of truckloads of goods exiting Gaza in the first five months of 2017 less than a third of what it was during the first half of 2007. "Gaza's economic trajectory over the past decade", the UN report stated, "is a strong indicator of the ongoing de-development in the Strip."

The situation of drinking water in Gaza is at a desperate level. The unsustainable over-extraction of Gaza's coastal aquifer has caused the intrusion of seawater, with 96 percent of the groundwater now unsuitable for human consumption.

Half of the population has access to water for only eight hours every four days, and another 30 percent receives water for eight hours every three days. Trucked water is 15-20 times more expensive than network water, and it is unreliable in terms of quality. As with other scarce goods, it is the poor and vulnerable who are affected the most. A new water agreement between Israel and the PA, announced recently, may bring some future relief, but Gaza's best bet is water self-reliance through desalination plants and secure electricity sources.

The UN report reminds the world that Israel remains the occupying power in Gaza, as it controls its land, sea and air borders, even if it no longer has "boots on the ground". As such, it retains legal obligations to the population to ensure its health, dignity and well-being. In particular, the report emphasises that "the numerous restrictions imposed by Israel on both movements of people and goods into and out of Gaza impede the enjoyment of a range of human rights such as the right to freedom of movement and … the right to health, education, work, adequate standards of living and family life". The other parties that share responsibility for Gaza - Hamas, the Palestinian Authority and Egypt - also have a legal duty to observe human rights and humanitarian standards, which has not always been kept in recent years.

In 2012, the UN issued a report entitled "Gaza in 2020: A Liveable Place?" (PDF). If that report was gloomy, the new UN report is desolate. It concludes that Gaza, in the interceding five years, has endured a "downward spiral of de-development, while the people of Gaza are caught in a cycle of humanitarian need and perpetual aid dependency".

With less than three years before 2020, the report warns that, unless the present path is radically altered, Gaza will become "more isolated and more desperate" with the chances of more devastating conflicts and an even more flattened economy on the horizon. Should this happen, the hope for political reconciliation among the Palestinians and an enduring peace between Israel and Palestine will become that much more elusive. Will those nighttime satellite images of Gaza soon be able to detect any lights at all?

Michael Lynk is the United Nations special rapporteur for human rights in the Palestinian territories occupied by Israel since 1967. He was appointed in 2016. He also teaches at the Faculty of Law, Western University, in London, Ontario, Canada.

Global Fashion Sourcing

Products and Services

We have a great trading relationship with manufacturers in China, Bangladesh. Our office is based in London, a strategic location in the global country portfolio where we have established trustworthy trading business relationship with reliable and trustworthy partners. Global Fashion Sourcing Ltd main activity lies with selection and procurement of product from manufacturer /suppliers. Our services cover all business activities from making samples for customers to delivering the goods to our customers (wholesalers, retailers, high street brands). We also provide services for our customers' business development, sales and marketing. Proposed product lines are Garments wear for Women, Men and Babies.

Our services: Quality and new product selection service for your business.

- Pattern Making & First Samples
- Design & Product Development
- Product procurement service.
- Manufacturing inspection in Bangladesh & China
- Costing
- Sourcing
- Private Label
- Vendor Compliance Manuals
- Import & Export
- Supply Chain Management & Logistics
- Sales & Marketing service.
- Sales Process Development

We are well-known in the market for our following features.

- World class quality
- The most competitive prices
- Sufficient production capacity
- Prompt delivery at your premises
- Capable of doing complicated jobs efficiently
- Relief from short supply, wastages, pilferage that often occurs in case of imported garments and Jute products
- Sales Process Development
- Business Development Consultancy Service.

PLEASE CONTACT US

Mohammad Lokman Hossain
Business Development Manager
Global Fashion Sourcing Ltd

Mobile: +44(0)7738233244
Phone: +44(0)2038131813
Fax: 08716980071

Alternatively: By post: Suite-14 Vallance Road, London E1 5AB

## টাওয়ার হ্যামলেটসে অপরাধ মোকাবেলায় আরো ১৪ পুলিশ অফিসার নিয়োগ

চুক্তি সম্পন্ন করেছে। তারা সেপ্টেম্বর থেকে টাওয়ার হ্যামলেটস হোমসের এস্টেটগুলোতে কাজ শুরু করবেন।

মেয়র জানান, নতুন ১৪ জন পুলিশসহ সিকিউরিটি টহলখাতে আগামী ৩ বছরে টাওয়ার হ্যামলেটসের অতিরিক্ত ব্যায় হবে ২.৫ মিলিয়ন পাউন্ড।

মেয়র প্রতিশ্রুতি দিয়ে আরো বলেন, আমি এখানেই থামবো না। প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে আরো পুলিশ অফিসার নিয়োগের লক্ষ্যে তহবিলের ব্যবস্থা করবো। কারন সাধারন বাসিন্দাদের জীবনকে দূর্বিষহ করে তোলা অপরাধীদের পাকড়াও করা আমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

তিনি বলেন, ৮ বর্গমাইলের এই বারায় ৩ লাখ মানুষের বাস, তাই প্রায়শই নানা ধরনের সমস্যার উদ্ভব হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও এন্টিসোশ্যাল বিহেভিয়ার রোধ কল্পে পুলিশকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে যাওয়ার ব্যাপারে আমি সর্বদা সচেষ্ট।

কমিউনিটি সেফটি বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলার আসমা বেগম এ প্রসঙ্গে বলেন, অপরাধ ও সমাজবিরোধী আচরণজনিত কার্যকলাপ রোধে পুলিশকে সহায়তা করার প্যাকেজের অংশ হিসেবে মেয়র এই অর্থ বরাদ্দ দিয়েছেন। নতুন পুলিশ অফিসার নিয়োগ থেকে শুরু করে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও অপরাধ প্রতিরোধের মাধ্যমে আমাদের এই বারাকে বসবাসের জন্য নিরাপদ জনপদে পরিণত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

তিনি আরো বলেন, সরকারের বাজেট কাটের কারণে আমাদের রাস্তায় কম সংখ্যক পুলিশের উপস্থিতির বিষয়টি এখন সুস্পষ্ট। এই জন্য কাউন্সিলের নতুন এই বরাদ্দ অধিকতর গুরুত্ব বহন করে।

ডেপুটি মেয়র এবং হাউজিং বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলার সিরাজুল ইসলাম বলেন, প্রতিটি হাউজিং এস্টেটকে আমরা বাসিন্দাদের জন্য যতটুকু সম্ভব নিরাপদ করতে চাই। আশাকরি নতুন পুলিশ অফিসার ও অতিরিক্ত নিরাপত্তা টহল সত্যিকারের পরিবর্তন আনবে। ইতিমধ্যে পুলিশ এবং টাওয়ার হ্যামলেটস হোমস স্টাফদের যৌথ অংশিদারিত্বমূলক একশন আমাদের এস্টেটগুলোতে ভালো ফল বয়ে এনেছে।

তিনি জানান, রিপোর্টিংয়ের জন্য নতুন টিমের একটি মাত্র বিশেষ টেলিফোন নাম্বার থাকবে। যেসব এলাকায় এএসবি বা এন্টিসোশ্যাল বিহেভিয়ার সমস্যা প্রকট সেখানে যৌথ দলটি বিশেষ তৎপরতা চালাবে।

এছাড়া সেপ্টেম্বর মাস থেকে অপরাধের হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত এলাকাগুলোতে নতুন টাস্কফোর্স সারা রাত টহল দিবে।

সিরাজুল ইসলাম জানান, নতুন পুলিশ অফিসার নিয়োগ প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে এবং আসন্ন শরৎ কালের মধ্যেই পোষাকধারী পুলিশ টিম কাজ শুরু করবেন।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের বার্ষিক রেসিডেন্টস সার্ভে বা মতামত জরিপে বাসিন্দাদের কাছে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো অপরাধ।

## বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে আইনজীবী ফোরামের আলোচনা সভা

অতিথির বক্তব্য রাখেন সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক ও সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম, আব্দুল হামিদ চৌধুরী, ব্যারিস্টার তমিজ উদ্দিন, মামুনুর রশিদ, নসরুল্লাহ খান জুনায়েদ, ব্যারিস্টার সোহরাব হোসেন, সলিসিটর একরামুল হক মজুমদার, ব্যারিস্টার ওবায়দুর রহমান টিপু, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান, ডক্টর মুজিবর রহমান, এডভোকেট নাসরিন আক্তার, এডভোকেট আবুল হাসনাত, ব্যারিস্টার আনোয়ার আহমেদ চৌধুরী, এডভোকেট নাসের খান অপু, ব্যারিস্টার সুবে সাদিক, এডভোকেট মাহবুবুল আলম তুহা, এডভোকেট নাজমুল করিম মুক্তা, এডভোকেট মুস্তাফিজুর রহমান, এডভোকেট শামীম জামান, এডভোকেট আলমগীর হোসেন, এডভোকেট মোয়াজ্জাম হোসেন রেকল, সলিসিটর মুনসাত হাবিব চৌধুরী, এডভোকেট আক্তারুল হক, এডভোকেট সুফিয়া পারভীন, আইনজীবী কুমকুম আক্তার, মিসবাহ বিএস চৌধুরী, জাহিদ আহমেদ, সেলিম আহমেদ, মাওলানা শামীম আহমেদ, খালেদ চোধুরী, মারুফ গিয়াস বাপ্পী, আজিম উদ্দিন, ফয়সাল আহমেদ, খালেদ আহমেদ প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## ৬ মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে ফোর্ড স্কয়ার মসজিদের নতুন ভবন

আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এশাআতুল ইসলাম মস্ক, মাদ্রাসা, কালচালার সেন্টারের চেয়ারম্যান মাওলানা তহুর উদ্দিন, সেক্রেটারি হাফিজ মাওলানা শামসুল হক, লন্ডন ইসলামিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হাদি মামুন, ইংরেজি শিক্ষক মাবরুর আহমদ ও এশাআতুল ইসলাম মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা এনাম উদ্দিন, মসজিদের ডেপুটি ইমাম সাদিকুর রহমান।

সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয়, গত ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ৯ লাখ পাউন্ড ব্যয় হয়েছে। বাকি অর্থের সংকুলান করতে কমিউনিটির দানশীল মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ১৯৮৩ সালে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম ছেলেদের জন্য ১৯৯৯ সালে লন্ডন ইসলামিক স্কুল নামে ন্যাশনাল কারিকুলামসহ সেকেন্ডারি স্কুল ও পুর্নাঙ্গ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। অফস্টেড কর্তৃক একটি উন্নতমানের স্কুল হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে লন্ডন ইসলামিক স্কুল।

সংবাদ সম্মেলনে আরো বলা হয়, ক্যাবল স্ট্রীটের খালি জায়গার উপর চারতলা ভবন ও বর্তমান মসজিদ ভবনের সাথে সংযোগ সাধন ও উপরে লফট নির্মাণের প্লানিং পারমিশন দিয়ে তিন বছরের সময় বেধে দিয়েছে কাউন্সিল। এই সময়ের মধ্যে নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তাই ৬ মিলিয়ন পাউণ্ড নির্মাণ ব্যয় সংকুলানে কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ এগিয়ে আসবেন বলে আমরা আশাবাদী।

## মেটাল ডিটেক্টর সরাচ্ছে ইসরায়েল

মঙ্গলবার সকালে বিবিসির খবরে নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে দেওয়া এক বিবৃতির বরাত দিয়ে জানানো হয়, নিরাপত্তা বিভাগের মেটাল ডিটেক্টর সরানোর সুপারিশ মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করা হয়েছে। এর পরিবর্তে উন্নত প্রযুক্তি ও অন্য উপায়ে আল আকসা মসজিদের প্রবেশপথে নজরদারি করা হবে।

ওই বিবৃতিতে আরও জানানো হয়, ওই এলাকার নিরাপত্তার জন্য নতুন প্রযুক্তি এবং অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনে প্রায় ২৮ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে।

১৪ জুলাই ইসরায়েলি পুলিশের দুই সদস্য নিহত হওয়ার জের ধরে আল আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে ওই মেটাল ডিটেক্টর বসানো হয়। এ ছাড়া সেখানে প্রবেশে নানা রকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এ নিয়ে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর জের ধরে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ইসরায়েলের নিরাপত্তা বাহিনীর সহিংসতায় গত এক সপ্তাহে কমপক্ষে আটজন নিহত হয়।

জেরুজালেমের পবিত্র আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তেজনা ও সংঘাত প্রশমনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের জ্যেষ্ঠ সহযোগী জেসন গ্রিনব্লাট গতকাল সোমবার ইসরায়েলে যান। তিনি দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক করেন। এদিকে আল-আকসা প্রাঙ্গণের উদ্ভূত পরিস্থিতি আগামী শুক্রবারের মধ্যে সমাধানের আহ্বান জানান মধ্যপ্রাচ্যে জাতিসংঘের বিশেষ দূত নিকোলাই ম্লাদিনভ। গতকাল নিরাপত্তা পরিষদকে পরিস্থিতি অবহিত করার পর তিনি বলেন, আগামী শুক্রবারের মধ্যে সবকিছু শান্ত করা না গেলে জুমার দিন আরও বড় ধরনের সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারে। এসবের মধ্যেই মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত জানাল ইসরায়েল।

## লাশ পাওয়া গেলো ফ্রিজে

হত্যার দায়ে ৩৩ বছর বয়সী মোজাহিদ আর্শিদকে অভিযুক্ত করেছে পুলিশ। ২০ বছর বয়সী আরেক মহিলাকে অপহরণ এবং ধর্ষন চেষ্টার অভিযোগও আছে তার উপর। মোজাহিদের নির্ধারিত ঠিকানা পায়নি পুলিশ। এই দুই মহিলাকে অপহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত আটক অপর ব্যক্তির নাম ভিনসেন্ট তাপ্পু। তার বয়স ২৮ বছর। সে ওয়েস্ট লন্ডনের এ্যাক্টনের বাসিন্দা। আগামী ২১ আগস্ট তাকে ওলডবেইলি কোর্টে তোলার কথা রয়েছে।

## প্রবাসী ভাইবোনদের প্রতি

## GKwU AvKi Avte`b

### অনার্স শিক্ষার্থী মিনহাজুলের ক্যান্সার চিকিতসায় ৩০ লক্ষ টাকা দরকার

মিনহাজ আবেদীন বয়স ১৯ বছর ৯ মাস। অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। বর্তমানে দুরারোগ্য ব্যাধি Hodokins Lyphoma ( White blood Cancer) রোগে আক্রান্ত। এই ক্যান্সার রোগের চিকিতসা করানোর জন্য ৩০ লক্ষ টাকা দরকার।বর্তমানে সে ইন্ডিয়ার খ্রীস্টিয়ান মেডিক্যাল কলেজ ভ্যালোর তামিল নাড়ুতে চিকিতসাধীন আছে। ডিপার্টমেন্ট অব হেমোটলজি,ওয়ার্ড নং ২, বেড নং ১২।

বিগত এক বছরে দেশে এবং ইন্ডিয়াতে চিকিতসা করাতে তার পিতামাতা নি:স্ব হয়ে গেছেন। আমি তার খালামনি। ইস্ট লন্ডনের একটি হেলথ কেয়ার এজেন্সিতে কাজ করি। আমার সার্মথ্য অনুযায়ী তার চিকিত-সায় খুব সামান্য সাপোর্ট করে যাচ্ছি-যা তার চিকিতসার জন্য নিতান্তই অল্প।কিন্তু তার সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য সম্পূর্ণ চিকিতসা দেয়ার মত আমার বা তার স্বজনদের আর্থিক সামর্থ্য নেই। তাই বিলেতে বসবাসরত বিত্তবান সহৃদয় প্রবাসীসহ বাঙালি কমিউনিটির কাছে আকুল এবং বিনীত আবেদন জানাচ্ছি যে, অন্তত একজন মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে আপনাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য দানে এগিয়ে আসুন। সব মানুষের জীবনে অপার স্বপ্ন থাকে। মিনহাজুল আবেদীনেরও মানুষ হওয়ার স্বপ্ন রয়েছে।কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধির সাথে সে একা যুদ্ধ করছে। আসুন, এই বেঁচে থাকার লড়াইয়ে শরিক হয়ে ক্যান্সারের মরণ ছোবল থেকে তাকে রক্ষা করি এবং সুস্থ জীবনে তাকে ফিরিয়ে আনি। চিকিতসকদের পরামর্শ ও আশা তাকে উপযুক্ত Born Merrow Transplant চিকিতসা প্রদান করতে পারলে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব। আল্লাহ সহায়।

বিনীত–সীমা পারভীন (খালা)

**London Address**
**Sima parvin**
17 Thorne will house
Cable street.London,E1 0AP

**Bank account:**
**Mrs Sima parvin**
LLOYDS Bank
**Account No**- 31167468
**Sort Code:** 30-84-12

**Mother: Rima Parvin**
**Account no-11151149829**
Desh Bangla Bank ltd
B.B Road Branch,Bangladesh

**Father Phone:** 00919944762501
**Mother Phone:**008801922536194

**Address:** Minhajul Abedin
s/o Mohammed Monir Hossen
Vill, Mizmizi Purbo para,Sddir Gonj,
Narayan Gonj ,Bangladesh.


## খালেদা জিয়া লন্ডনে বসে ষড়যন্ত্র করছেন

সিনিয়র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করে বলা হয়, লন্ডনে বসে বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের করছেন। এদিকে সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক ও সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমদ এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের বিরুদ্ধে প্রদত্ত বক্তব্য সম্পুর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ ধরনের বক্তব্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ববিরোধী।

**যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সংবাদ সম্মেলন :**

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, 'আপনারা জানেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্ব মাত্রিক উন্নয়নে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রশংসিত।'

দেশে জঙ্গীবাদ নির্মূল, সন্ত্রাস দমনসহ আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশকে শান্তি ভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শেখ হাসিনা দেশে যখন উন্নয়নের এই ধারা সৃষ্টি করেছেন বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া দেশের এই উন্নয়নকে ব্যহত ও বাধাগ্রস্ত করতে ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন। তিনি লন্ডনে এসে এই ষড়যন্ত্রের জাল পাকাচ্ছেন। খালেদা জিয়া ইতোপূর্বে আন্দোলনের নামে দেশে জ্বালাও-পোড়াও হত্যা খুন, নানা দখলবাণিজ্যসহ বাসে আগুন দিয়ে ২৫৬ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে দেশে রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে দেশবিরোধী নানা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছেন।

খালেদা জিয়া ও তার পুত্র বাংলাদেশের গরীব দুখি মেহনতি মানুষের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করে বিদেশে পাচার করেছে। আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, হাওয়া ভবনখ্যাত দুর্নীর্তি এবং জিয়া অরফেন ট্রাস্টের কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির মাধ্যমে লুটপাট করেছে তার পুত্র তারেক রহমান ও তিনি। জিয়া অরফেন দুর্নীতি মামলা মোকাবিলা না করে একজন রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে টালবাহানা করে ৫৪ বার আদালতের কাছে সময় চেয়ে বিচার কার্যকে বিলম্বিত করে চলেছেন।

আমরা ঘোষণা করতে চাই, খালেদা জিয়ার এ সমস্ত দেশবিরোধী যে কোনো ষড়যন্ত্র যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রবাসী বাঙালিরা প্রতিহত করবে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালিরা বাংলাদেশের ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাশে ছিলো। তখন মহান মুক্তিযুদ্ধেরপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলো। এই বিলেতে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠন করতে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা ছিলো অনন্য।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন এখান থেকেই শুরু হয়েছিল। সুতরাং এখানকার প্রবাসীরা খালেদা জিয়া ও তার দুর্নীতিবাজ পুত্রের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জবাব দিতে প্রস্তুত রয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন নেতৃবৃন্দ।

**আ'লীগের বক্তব্য স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ববিরোধী - যুক্তরাজ্য বিএনপি**

সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে যুক্তরাজ্য বিএনপির নেতৃদ্বয় আরো বলেন, বিএনপি চেয়ারপার্সন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও ২০ দলীয় জোটের শীর্ষ নেতা খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে বিষেদাগার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের জন্য নতুন কিছু নয়। দেশে অথবা বাইরে যেখানেই তিনি থাকুন না কেন তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও মিথ্যা অপপ্রচার থাকবেই। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে যখন চিকিৎসার জন্য বেগম জিয়া লন্ডন এসেছিলেন তখনও সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে গেছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা থেকে থেকে শুরু করে সরকারের অবৈধ মন্ত্রী-এমপিসহ সিনিয়র নেতারা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশ ত্যাগ এবং ষড়যন্ত্র করার উদাহরণ কেবল গণতন্ত্র হত্যাকারী ও দেশের জনগণের ভোটাধিকার হরণকারী আওয়ামী লীগের মধ্যেই রয়েছে। ২০০৭ সালের জরুরি অবস্থার সময় সেটি প্রমাণিতও হয়েছে। তারা বলেন, সেই সময় সেনা সমর্থিত সরকারের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও দেশ ত্যাগ করেননি বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। এজন্য দেশনেত্রী খালেদা জিয়া এবং স্বাধীনতার মহান ঘোষক শহীদ জিয়ার দুই সন্তান বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমান ও বিশিষ্ট ক্রীড়ানুরাগী মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর উপর অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে। দেশের কথা, জনগণের কথা চিন্তা না করে শেখ হাসিনাই তখন বিদেশে চলে গিয়েছিলেন। পরে মঈন-ফখরুদ্দিনদের সাথে আঁতাত করে অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ।

বেগম খালেদা জিয়া কখনোই হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। দেশে সংঘটিত বোমা হামলা, খুন, গুম, চাঁদাবাজিসহ সব অনৈতিক কাজের সাথে ভোটারবিহীন সরকারের দলের লোকজনই জড়িত। অবৈধ সরকার তাদের ব্যার্থতা ঢাকতেই দেশনেত্রী বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে।

তারা বলেন, দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে ক্ষমতাসীনদের এমন কথাবার্তা হিংসা ও হানাহানির রাজনীতিকে উসকে দিবে। রাজনীতিতে হিংসা, হানাহানি মানুষ পছন্দ করে না কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা এবং অবৈধ মন্ত্রী এমপিরা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হুমকিতে ফেলতেই রাজনীতিতে হিংসা ও হানাহানি উস্কে দিচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ও ব্যাংক ডাকাত জয় দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিই শুধু ধ্বংস করছে না, বিরোধী মতের নেতাকর্মীরদের গুম খুন করার মাধ্যমে রক্তের হুলি খেলায় মেতে উঠেছে। দেশকে এক জ্বলন্ত কারাগারে পরিণত করেছে। গুম খুনের বিচারহীনতার সংস্কৃতি কায়েম করে গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গিলে খাচ্ছে।

বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের মিথ্যা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য প্রবাসী কমিউনিটিসহ দেশের জনগণের প্রতি আহবান জানানো হয় এবং জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই গুম, খুন, ব্যাংক ডাকাতি ও দুর্নীতি দুঃশাসনের বিচার অচিরেই দেশের মাটিতে সম্পন্ন করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

# অজানা হিরোদের কমিউনিটিতে তুলে ধরাই আমাদের মুল প্রয়াস

লুকিয়ে থাকা হিরোদের খুঁজে বের করে কমিউনিটির সামনে পরিচয় করিয়ে দেয়া। আমরা আমাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সফল হচ্ছি। গতবারের অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে আমরা এমন অনেক ট্যালেন্টকে খুঁজে পেয়েছি যারা কমিউনিটিতে ছিলো সম্পুর্ণ অজানা-অচেনা।

ইকবাল আহমদ ওবিই বলেন, ইউকেবিসিসিআই বৃটেন-বাংলাদেশ দুদেশের মধ্যে সেতু বন্ধনে কাজ করছে। বাংলাদেশে এখন বিভিন্ন খাতে বৃটিশ-বাঙালি ট্যালেন্টদের চাকরির সুযোগ রয়েছে। বিশেষকরে একাউন্টিং একটি উল্লেখযোগ্য খাত। আমরা তাদেরকে বাংলাদেশে যেতে উদ্ধুদ্ধ করতে পারি। তাছাড়া বাংলাদেশে যেসকল মেধাবী আছেন তাদেরকে বৃটেনের কাজে লাগাতে সুযোগ সৃষ্টির জন্য কাজ করছি। তিনি বলেন, বৃটেন থেকে বাংলাদেশে গিয়ে একটি ছেলে বাংলাদেশী মেয়েকে বিয়ে করছে। আবার বাংলাদেশ থেকে একটি ছেলে বৃটেনে এসে বৃটিশ-বাংলাদেশী মেয়েকে বিয়ে করছে। এতে করে দুদেশের মধ্যেকার সামাজিক সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হচ্ছে। শুধু বাণিজ্যিক কিংবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক ক্ষেত্রেও বৃটেন বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। ইউকেবিসিসিআই দুদেশের মধ্যকার সবধরনের সম্পর্ক সুদৃঢ় করতেই কাজ করছে।

ইউকেবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট বজলুর রশিদ এমবিই বলেন, তিন বছর আগে ইউকেবিসিসিআই প্রতিষ্ঠিত হলেও এই সংগঠন অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে ব্যবসাখাতে সাহসী এবং সম্মানীত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। গত বছর আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমপি, ভিআইপি এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিসহ প্রায় ৮শ ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুধু প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউকেবিসিসিআই এর নাম ছড়িয়েছে তা নয়, ব্রিটেন এবং বাংলাদেশে এন্টারপ্রেনারগণ কী করছেন তা তুলে ধরতে আমাদের উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে।

পাশা খন্দকাল বলেন, বৃটিশ বাংলাদেশী কমিউনিটির অনেক সাফল্য আছে। আমরা অনেক কিছুই করছি। কিন্তু আমাদের একটা জায়গায় ঘাটতি রয়েছে। তাহলো আমরা আমাদের সাফল্য মূলধারায় তুলে ধরতে পারছিনা। আমি আশাবাদী ইউকেবিসিসিআই কমিউনিটির সফল কাজগুলো মুলধারায় তুলে ধরতে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে।

উল্লেখ্য, স্থানীয় এবং বৃহত্তর পরিসরে এবং ব্রিটেন, বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক খাতে সফলতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছিল প্রথমবার অনুষ্ঠিত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে। ইউকেবিসিসিআই-এর চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদ ওবিই এবং প্রেসিডেন্ট বজলুর রশিদ এমবিইসহ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর হাতেগড়া এই সংগঠন তাঁদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবসায়ী কমিউনিটির উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ীদের পরামর্শ, প্রচারণা, প্রশিক্ষণ এবং ব্যবসায়ীক জনসংযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে ইউকেবিসিসিআই। এসব সেমিনারে ব্রিটেন এবং বাংলাদেশের সরকারী মন্ত্রী, দপ্তর, সংগঠন, চেম্বার অব কমার্স এবং ব্যবসায়ীগণ উপস্থিত থাকেন। এছাড়া রোড শো আয়োজন, ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন, অনুষ্ঠানমালা এবং প্রকল্প প্রণয়ন করে থাকে। ইউকেবিসিসিআই এর সহযোগিতায় এসব পরিকল্পনার ফলে নতুন এবং পুরাতন ব্যবসায়ীদের মধ্যে যেমন আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় তেমন ব্রিটেন এবং বাংলাদেশে তাদের যোগাযোগও বাড়ে।

ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা হিসেবে সফলতার জন্য মনোনয়নের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে বেস্ট নিউ বিসনেজ, কন্ট্রিবিউশন টু দ্যা ইন্ডাস্ট্রি, ইয়ং এন্টাপ্রেনার অব দ্যা ইয়ার এবং বেস্ট প্রোডাক্ট অব দ্যা ইয়ারসহ আরো কয়েকটি ক্ষেত্র রয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে বিজনেস এন্ড এন্টারপ্রেনার এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস ২০১৭-এর জন্য নমিনেশন আহবান করা হয়। আগামী ১২ আগষ্ট পর্যন্ত আগ্রহীরা নমিনেশন দাখিল করতে পারবেন।

## ভয়াবহ হেইট ক্রাইম

উপর্যুপরি কিল-ঘুষিতে তাঁর নাকের হাড় ভেঙ্গে গেছে। ডাক্তার জানিয়েছে, অস্ত্রপচারের পরও নাকটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার সম্ভবনা কম।

ঘটনাটি ঘটেছে ১৯ জুলাই বুধবার রাত ১০টায় পূর্ব লন্ডনের ক্যানিং টাউন এলাকায়। ঘটনার পর এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে অথচ ঘুমাতে পারছেন না আবু নাসের। চোখ বন্ধ করলেই ভেসে আসছে হামলার ভয়ঙ্কর দৃশ্য। হামলার ভয়ঙ্কর বর্ণনা শোনে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সন্তান সম্ভাবা স্ত্রীও। চরম আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন দু'জন।

হামলার বর্ণনা দিতে গিয়ে আবু নাসের তালুকদার সাপ্তাহিক দেশকে বলেন, তিনি ক্যানিং টাউন এলাকার ইগল রোডে বসবাস করেন। ঘটনার দিন রাত ১০টার দিকে তাঁর ঘর থেকে ১০ মিনিট হাঁটার দুরত্বে অবস্থিত এক বন্ধুর ঘরে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে চার্জেবল রোডে পৌঁছার পর পেছন থেকে এক যুবক এসে জিজ্ঞেস করে, তিনি কি ওইদিকে কাউকে যেতে দেখেছেন? জবাবে তিনি না বলতেই, সে ধামকি দিয়ে বলে "আর ইউ ড্রাং"। পরক্ষণে পায়ে ল্যাং মেরে তাঁকে ফেলে দেয় মাটিতে। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছে ৫/৬ জনের একদল যুবক। সকলের বয়স ১৭ থেকে ১৮। তার নাক-মুখ, মাথাসহ সারা শরীরে এলাপাতাড়ি কিল-ঘুষি ও লাথি মারতে থাকে। একপর্যায়ে তাকে মোবাইল ফোন ও ওয়ালেট বের করতে বলে। তিনি প্রবল শক্তি প্রয়োগ করে পেছন দিকে দৌঁড় দেন। কিন্তু নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়না। একটু এগিয়ে দেখেন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে আরো চার যুবক। ওরা তাঁকে ঝাপটে ধরে ওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড় করে। এরপর সকলে মিলে বেধড়ক পেটাতে থাকে। দীর্ঘক্ষণ পেটানোর পর একসময় পকেট থেকে বের করে ধারালো ছুরি। আবু নাসের ভাবেন মৃত্যুই বোধহয় তাঁর নিয়তি। হেল্প হেল্প বলে সজোরে চিৎকার করতে থাকেন। কিন্তু চিৎকার শোনার কেউ নেই সেখানে। একপর্যায় ছুরিকাঘাতের জন্য যখন তারা উদ্যত হয়, তখন বাঁচার সর্বশেষ চেষ্টা চালান আবু নাসের। অপেক্ষাকৃত দুর্বল এক যুবককে ধাক্কা মেরে দৌঁড়ে পালিয়ে আসেন। গলিপথ ছেড়ে মূল রাস্তায় এসে তিনি মাটিতে পড়ে যান। তাকে পড়ে থাকতে দেখে বেরিয়ে আসেন স্থানীয় এক দোকানী। নাসের হামলার শিকার হয়েছেন জানিয়ে দোকানীকে পুলিশ ডাকতে অনুরোধ করেন। কিন্তু দোকানদার তাতে কোনো কর্ণপাত না করে দোকানে ফিরে যান।

এরপর তিনি কোনোভাবে হামাগুড়ি দিয়ে ওঠে হেঁটে বাসায় পৌঁছেন। মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়ায় পুলিশকে ফোন দিতে পারছিলেন না। ঘরে ফিরে স্ত্রীর ফোন দিয়ে পুলিশে কল করেন। মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে পুলিশ বাসায় পৌঁছে তাঁকে নিয়ে ঘটনাস্থল এলাকায় যায় । হামলাকারী যুবকদের কিছুক্ষণ খোঁজাখুজি করে। এসময় পুলিশকে তিনি মূল ঘটনাস্থল ওই গলিপথে যেতে অনুরোধ করলেও পুলিশ বলে, সেখানে এখন আর কেউ নেই। গিয়ে কোনো লাভ হবেনা। আবু নাসেরকে নিয়ে পুলিশ স্টেশনে যাওয়া হয়। একটি লেপটপ অন করে তাতে ওই এলাকার কিছু 'অপরাধী' যুবকের ছবি দেখিয়ে হামলাকারীকে শনাক্ত করতে বলে পুলিশ। তিনি এক যুবককে আনুমানের ভিত্তিতে শনাক্ত করেন। পুলিশ তাকে শতভাগ নিশ্চয়তার সাথে শনাক্ত করতে বলে। তিনি শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে না পারলে পুলিশ তাঁকে একটি ক্রাইম রেফরেন্স হাতে ধরিয়ে দিয়ে গাড়িতে করে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসে। বাসায় নামিয়ে দেয়ার সময় পুলিশ বলে, ঘটনাস্থলে কোনো সিসিটিভি নেই। তাই হামলাকারীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে আর কিছু করার নেই। চলতি পথে তিনি কাউকে দেখলে যেনো পুলিশকে তৎক্ষনাত অবহিত করেন।

আবু নাসের জানান, প্রাথমিকভাবে তিনি এই হামলার প্রভাব বুঝে ওঠে পারেননি। যেহেতু শরীরে বাহ্যিক কোনো যখম হয়নি তাই অ্যাম্বুল্যান্স ডাকারও প্রয়োজনবোধ করেননি। পরদিন সকালে বুঝতে পারেন বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না। তাই স্থানীয় নিউহ্যাম হাসপাতালে যান। সেখানে এক্সরে করার পর ডাক্তার জানান, তার নাকের হাড় ভেঙ্গে গেছে। নিউহ্যাম হাসপাতাল থেকে তাঁকে পাঠানো হয় রয়েল লন্ডন হাসপাতালে। আগামী ৪ আগস্ট তাঁর নাকে প্রথমদফা অস্ত্রপচার হবে। দ্বিতীয়দফা অপারেশন হবে আরো ৯ মাস পর।

আবু নাসের সাপ্তাহিক দেশকে আরো বলেন, এটি ছিনতাইয়ের ঘটনা বলে তার কাছে মনে হয়নি। ছিনতাই হলে প্রথমেই তার কাছে মোবাইল এবং মানিব্যাগ চাইতো। তাকে আটকে এভাবে উপর্যুপরি পেটাতো না। তিনি বলেন, এটি হেইট ক্রাইম (ঘৃণাজনিত অপরাধ) বলেই মনে করি। আমাকে এশিয়ান বুঝতে পেরে হামলা করেছে।

উল্লেখ্য, আবু নাসের তালুকদারের দেশের বাড়ি চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায়। তিনি এ বছর হার্টফোর্ডশায়ার ইউনিভার্সিটি থেকে এমএসসি ম্যানেজমেন্টে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি সেইন্সবারী টাওয়ার হিল শাখায় কাস্টমার সার্ভিস অফিসার হিসেবে চাকরি করেন।

ঘটনার তিনদিন পর সাপ্তাহিক দেশর অনলাইনে সংবাদটি ছাপা হলে সোশ্যাল মিডিয়ায় সংবাদটি ভাইরাল হয়ে যায়। ২৬ জুলাই বুধবার এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রিপোর্টটি দশ হাজারেরও বেশি পাঠক পড়েছেন। এ ঘটনায় কমিউনিটিতে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

**এসিডে বদলে গেছে মুসা মিয়ার চেহারা**

এসিড হামলায় ২৩ বছর বয়সী মুসা মিয়ার চেহারা বদলে গেছে। গত মার্চে টাওয়ার হ্যামলেটসের ইস্ট ইন্ডিয়া ডকে মুসা মিয়ার উপর এসিড নিক্ষেপ করা হয়। এসিড নিক্ষেপের সময় সঙ্গে তার এক বন্ধুও ছিলেন। এরপর প্রায় ৩ সপ্তাহের বেশি সময় তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। চ্যামসফোর্ড বার্ন ইউনিয়টে দুই দফা তাঁর স্কীনের অপারেশন করা হয়। প্রায় ১৫ শতাংশ ভিশন ক্ষমতা হারিয়েছে তার বাম চোখ।

মুসা মিয়া জানান, এসিডে তার মুখের বাম পাশ ঝুলসে গিয়েছিল। তার চেহারা এমন হয়েছিল যে, তিনি নিজেকে নিজে দেখে ভয় পেতে পেতেন। এ জন্য হাসপাতালের রুমের সব গ্লাস কাপড় দিয়ে ডেকে রাখা হত, যাতে তিনি নিজের মুখে নিজে দেখতে না পারেন। এরপর প্রায় ৬ মাসের বেশি সময় তাকে ঘরে আটকে থাকতে হয়েছে।

মুসা মিয়ার উপর এসিড নিক্ষেপের অভিযোগে ২০ বছর বয়সী তরুণ এবং ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরকে অভিযুক্ত করেছে পুলিশ। তাদেরকে গত এপ্রিল মাসে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির করা হয়। আগামী অক্টোবরে তাদেরকে স্নেয়ার্সব্রোক কাউন কোর্টে হাজির করা হবে। তবে ১৬ বয়সী বয়সী কিশোর এখনো পুলিশী হেফাজতে আছেন। আর ২০ বছর বয়সী ব্যক্তি আপতত জামিনে মুক্ত আছেন।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক দেশ WEEKLY DESH
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide FREE Bengali newsweekly
TO PLACE ADVERT CALL: 07940 782 876

### ইউকেবিসিসিআই'র বিজনেস অ্যাওয়ার্ডসের প্রেস লঞ্চিং

# অজানা হিরোদের কমিউনিটিতে তুলে ধরাই আমাদের মুল প্রয়াস

**দেশ রিপোর্ট :** আগামী ১৫ অক্টোবর রোববার বৃটেনের অভিজাত লন্ডন হিলটন পার্কলেন হোটেলে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইউকেবিসিসিআই'র দ্বিতীয় বিজনেস এন্ড এন্টারপ্রেনার এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস ২০১৭। প্রথমবারের সাফল্যের পর দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত এই অনুষ্ঠান সফল করতে ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি।

অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে গত ২৪ জুলাই সোমবার বিকেলে পূর্ব লন্ডনের রেডিসন হোটেলে আয়োজন করা হয় এক সংবাদ সম্মেলন। এতে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। এতে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ ফর বৃটিশ কারি ইন্ডাষ্ট্রির চেয়ারম্যান পল স্কালি এমপি। বক্তব্য রাখেন ইউকে বাংলাদেশ ক্যাটালিস্টস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির (ইউকেবিসিসিআই) চেয়ারম্যান, বৃটেনে বাংলাদেশী শীর্ষ ব্যবসায়ী ইকবাল আহমদ ওবিই, ইউকেবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট বজলুর রশীদ এমবিই, বাংলাদেশ হাইকমিশনের কমার্শিয়াল কাউন্সেলর শরীফা খান ও বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন ইউকের সদস্যসাবেক প্রেসিডেন্ট পাশা খন্দকার।

সংবাদ সম্মেলনে পল স্কালি এমপি বলেন, বৃটিশ বাংলাদেশী কমিউনিটি শুধু বৃটেনের কারি ইন্ডাস্ট্রিতেই অবদান রাখছে না, প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বলেন, অর্ধমিলিয়ন বাংলাদেশী বৃটেনে বসবাস করেন। তারা প্রত্যেকেই বৃটেনের অর্থনীতিতে ভুমিকা রাখছেন। পল স্কালি এমপি বলেন, বাংলাদেশে ঢাকা ও সিলেটে আইটিতে অনেক ট্যালেন্ট রয়েছেন যারা বৃটেনের আইটি ইন্ডাষ্ট্রিতে অবদান রাখতে পারেন।

ইকবাল আহমদ ওবিই বলেন, বৃটিশ-বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য কিছু করার দায়বোধ থেকেই ইউকেবিসিসিআই'র জন্ম। আমরা আমাদের পকেটের অর্থেই কমিউনিটিকে কিছু দেয়ার চেষ্টা করছি। আশাকরি কমিউনিটির মানুষ আমাদের কাজের মুল্যায়ন করবেন। সংগঠনকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করবেন। তিনি বলেন, বৃটিশ বাংলাদেশী কমিউনিটিতে অনেক হাইব্রিড এনআরবি রয়েছেন যারা কমিউনিটি থেকে সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন। আমাদের অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে,

পৃষ্ঠা ৩৯

# টাওয়ার হ্যামলেটসে অপরাধ মোকাবেলায় আরো ১৪ পুলিশ অফিসার নিয়োগ

টাওয়ার হ্যামলেটসে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ দমনে ১৪ জন অতিরিক্ত পুলিশ অফিসার নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন বারার নির্বাহী মেয়র জন বিগস।

সেপ্টেম্বর মাস থেকে টাওয়ার হ্যামলেটস হোমস এর কর্মীদের নিয়ে গঠিত যৌথ এন্টি–সোশ্যাল বিহেভিয়ার টিমে তারা যোগ দেবেন। বিশেষ করে ড্রাগ সংক্রান্ত অপরাধ দমনে তারা বিশেষ মনোযোগ দিবেন।

গত ১৯ জুলাই, বুধবার কাউন্সিল অধিবেশনে জন বিগস আনুষ্ঠানিকভাবে এই নিয়োগের ঘোষনা দেন।

মেয়র একই সাথে টাওয়ার হ্যামলেটস হোমসের এস্টেটগুলোতে ইউনিফর্ম পরা সিকিউরিটি অফিসারদের মোবাইল টহল বাড়ানোর লক্ষ্যে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের ঘোষণাও দেন।

নতুন ১৪ জন পুলিশ নিয়োগের পর বারায় সরাসরি কাউন্সিল ফান্ডেড মোট পুলিশের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ২০ জন।

কেন্দ্রিয় সরকার কতৃক ব্যাপকভাবে পুলিশ বাজেট কাটের কারনে বাসিন্দাদের কাছ থেকে ড্রাগসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ বৃদ্ধির অভিযোগ আসার পর মেয়র জন বিগস এই অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগের ঘোষনা দিলেন। গত ১৯ জুলাই কাউন্সিল অধিবেশনে 'স্টেইট অব দ্যা বারা' রিপোর্টে মেয়র নতুন পুলিশ নিয়োগের ঘোষনা দিয়ে বলেন, অতিরিক্ত ১৪ জন পুলিশের ব্যাপারে কাউন্সিল ইতিমধ্যেই

পৃষ্ঠা ৩৮

# বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে আইনজীবী ফোরামের আলোচনা সভা

বাংলাদেশ আইনজীবী ফোরাম ইউকে'র উদ্যোগে বাংলাদেশে আইন ও বিচার ব্যবস্থার চরম অবনতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের উপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২১ জুলাই শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোডস্থ একটি রেস্টুরেন্টে আইনজীবী ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ব্যারিস্টার আবু ইলিয়াসের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার হামিদুল হক আফিন্দী লিটনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান

পৃষ্ঠা ৩৮

# ৬ মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে ফোর্ড স্কয়ার মসজিদের নতুন ভবন

### কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা

**দেশ রিপোর্ট :** ৬ মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয়ে পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল এলাকায় অবস্থিত ফোর্ড স্কয়ার এশা'আতুল ইসলাম মস্ক, মাদ্রাসা এবং কালচারাল সেন্টারের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। সেন্টারের নিজস্ব ফান্ডে ২ মিলিয়ন পাউন্ড আছে। আরো দরকার ৪ মিলিয়ন পাউন্ড। চারতলা বিশিষ্ট এই ভবনটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে সেখানে একসাথে নামাজ পড়তে পারবেন প্রায় ৪ হাজার মুসল্লি।

এছাড়াও মা-বোনদের জন্য নামায, দ্বিনী শিক্ষা, স্কুল মাদ্রাসার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রেণী কক্ষ, কমিউনিটি ও সমাজের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমুখি প্রজেক্ট পরিচালিত হবে।

গত গত ১৪ জুলাই শুক্রবার মসজিদ পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে

পৃষ্ঠা ৩৮

# মেটাল ডিটেক্টর সরাচ্ছে ইসরায়েল

**দেশ ডেস্ক, ২৫ জুলাই :** মন্ত্রিসভায় ভোটাভুটির পর জেরুজালেমে পবিত্র আল আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে মেটাল ডিটেক্টর সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এর বদলে ইসরায়েলি সরকার সেখানে বিকল্প নজরদারি ব্যবস্থা চালু করবে।

গত সোমবার রাতভর মেটাল ডিটেক্টর সরানোর কাজ চলে। এর আগে এ বিষয়ে দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভায় ভোটাভুটি হয়।

পৃষ্ঠা ৩৮

### সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের অভিযোগ

# খালেদা জিয়া লন্ডনে বসে ষড়যন্ত্র করছেন

### বিএনপির বিবৃতি আ'লীগের বক্তব্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ববিরোধী

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক সংবাদ সম্মেলন গত ২৪ জুলাই সোমবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি বেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন দপ্তর সম্পাদক শাহ শামীম। সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ নেতা জালাল উদ্দিন, হরমুজ আলী, আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীসহ অন্যান্য

পৃষ্ঠা ৩৮

Editor Taysir Mahmud | Published By Reflect Media Ltd. 7th Fl, City Reach, 5 Greenwich View, E14 9NN | Telephone 0203 540 0942 ● 0203 540 0940 ● Advert: 07940 782 876 | Email info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk